B 400

গৃহে যে গৃহিণী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী
প্রিয় সখী প্রেমালাপে।
কলা বিদ্যার স্থলে, ছাত্রী সম ছিলে,
পরামর্শে মন্ত্রিরূপে॥
বীণাধ্বনি শুনি, সুধামাখা বাণী,
না শুনি হৃদয় বিদরে।
উঠ প্রিয়তমে, ত্যজি ঘোর ঘুমে,
বারে বারে ডাকি কাতরে॥
এ ভাবেতে করে, অকালেতে হরে,
ওরে কাল দুরাচার!
কিনাহি হরিলে বল, বিদারিয়া বক্ষঃস্থল,
তুই রে আমার॥

ইন্দুবালা।

দানব-নন্দিনী, দানব-ঘরণী
হয়ে তুমি ইন্দুবালা।
পুষ্প সুকোমল, সম হৃদিতল,
কোথা হতে পেলে বালা॥
শত্রুর কারণে, সদা আঁখিকোণে,
বহে অশ্রু দর দর,
পাছে পতি-শরে, কোন নারী ধরে
দারুণ বিরহভার॥
রূপে নিরুপমা, মাধুরী মনোরমা,
না দেখি দানবকুলে।
রুদ্রপীড় সম, যোদ্ধা অনুপম,
বাঁধা তাই হৃদিতলে॥
বীর রণ-শ্রম, করিতে উপশম,
এ চারু রতন হারে।
বিধি নিজগুণে, অর্পিলা যতনে,
রুদ্রপীড়-বক্ষোপরে॥
ধন্য রুদ্রপীড় অরিন্দম বীর,
বিজয়ী দানবকুলে।
দেবতাবাঞ্ছিত, হেন পারিজাত,
শোভিছে যাহার গলে॥

শ্রীস—বিশ্বাস।
কলিকাতা।

ঊষা।*

(১)

প্রাণ-মন-হরা ঊষা মনোহরা
পূরব আকাশ হতে,
ধীরে ধীরে ধীরে মানবের তরে
নামিল 'সেফালি' প্রাতে।

(২)

আলোকপরশে মধুর বাতাসে
তারাগুলি নিবে যায়,
এদিক্ ওদিক্ খুঁজি চতুর্দ্দিক
আঁধারে তাড়ায়ে যায়।

(৩)

নিদ্রা ত্যজি বালা হাতে লয়ে ডালা
কুসুমচয়নে যায়,
ফুলের সুবাসে প্রেমের আবেশে
'জয় জগদীশ' গায়।

* ১১ বৎসরের বালিকা কর্ত্তৃক লিখিত।

(৪)

পাখী গাছে গান তুলিয়া সুতান
মধুর মধুর প্রাতে,
জয় জগদীশ করহে আশীষ
প্রণমি হে বিশ্বপতে।

(৫)

সিক্ত বসনে কমলা ভূষণে
স্নান করি যায় সতী,
গুণগুণ গায় জগদীশ জয়
হরষিত মনে অতি।

(৬)

কানে কানে কয় 'শিহরি' মলয়
জয় জগদীশ গাথা,
সাধনা আমার আশীষ তাঁহার
নত করে দেয় মাথা॥

শ্রীমতী শশীলতা দেবী।

সুশিক্ষা।

বিনয় ভূষণ, সুমিষ্ট বচন,
সলজ্জ সরল হাসি।
পরম সুন্দর, জন মনোহর,
সদ্‌গুণ শোভারাশি।
প্রসন্ন নয়ন, প্রসন্ন বদন,
প্রশান্ত হৃদয়ভার।
গর্ব্ব নাহি জানে, হিংসা নাহি প্রাণে,
না জানে কপটাচার।
সেবে গুরুজন, ভকত সজ্জন,
অথিতি দেবতা জ্ঞানে।
প্রফুল্ল অন্তরে, মিষ্ট শিষ্টাচারে,
সবারে সন্তোষ দানে।
লজ্জাবিভূষিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা,
সরলা সত্যবাদিনী।
সাধ্বী পতিব্রতা, সদা ধর্ম্মে রতা,
সুশীলা প্রিয়ভাষিণী।
কর্ম্মেতে নিপুণা, শান্ত উচ্চমনা,
রোগেতে শান্তিদায়িনী।
ক্ষমা দয়া আর ঢালে স্নেহধার,
সমান ভক্তিশালিনী।
হৃদয় তাহার, সুধার আধার,
প্রীতি মমতার স্থান।
ছোট বড় জনে, ভেদ নাহি গণে,
সবারে দেখে সমান।
অনাথ দেখিলে, লয় কোলে তুলে,
আতুরে আশ্বাস দানে।
বিগলিত চিত্ত, সাধে পরহিত,
নাশনা শোকার্ত্ত প্রাণে।
কি কাজ রতনে, কি কাজ ভূষণে,
কি কাজ রূপেতে তার,
গুণের ভূষণ, পরে যেই জন,
গৌরব রতন হার।

শ্রীমতী উষা প্রমোদিনী বসু।

---

৩১ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীবঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 624. August, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২২। আগষ্ট, ১৯১৫। | ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমার

(১)

সরলার বিবাহের সময় বাড়ী আসিতে পারি নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই আসি নাই। কলির ছেলেরা যেমন "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ভুলিতেছে, কলির পিতাঠাকুরমহাশয়েরাও বুঝি তেমনি "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" ভুলিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন। নহিলে আজ আমার সোণার সরলার এই দশা। তোমরা বলিবে তাহার "কপাল"। ডাম্ তোমাদের কথা। আমি হিন্দু হইয়াও "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা নচ পৌরুষম্" এ কথার পদাঘাত করি। আমি ছোট বেলা হইতে শিখিয়াছি "দৈবেন দেয়ন ইতি কাপুরুষা বদন্তি।" বড় হইয়া হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায়, গীতার প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে শুনিয়াছি :—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ
গুণৈঃ।

আমার তরুণ বুদ্ধিতে এই কথার মর্ম্ম যতদূর বুঝিয়াছি তাহা "পুরুষকার", passiveness নহে। ভাগ্য যাহা করিবার থাকে করুক, আমার সে দিকে দৃক্‌পাত করিবার আবশ্যক নাই,—ভাগ্যের দোহাই দিয়া হাত পা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবার আমার অধিকার নাই। গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশের এক আধ শ্লোক কণ্ঠস্থ করিবার জন্য এই কর্ম্মবীর পাশ্চাত্য

জাতিকে আজি সম্মুখে পাইয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম পুঁথিতে আছে কাজে নাই, তাহাদের ধর্ম্ম কাজে আছে পুঁথিতে নাই, তাই তাহারা বড়।

জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি কি রকম হিন্দু?"—এই প্রাচ্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য উদাহরণের সমবায়ে যে হিন্দু সৃষ্ট হইবে, যে হিন্দু প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বয় করিবে, যে হিন্দু "এদিক্ ওদিক্ দু দিক্ রেখে দুধের বাটী" খাইবে, যে হিন্দু সংসার ও সন্ন্যাসের দুখানি তরবারি দুই হাতে ঘুরাইবে, যে হিন্দু ভারতের দর্শন ও পাশ্চাত্যের শিল্পবিজ্ঞান একত্র করিয়া সোণার সংসার গড়িবে, যে হিন্দু বর্ত্তমান অধঃপতিত হিন্দু সমাজের আবর্জ্জনার ঝাড়ু দিয়া, তাহার স্থানে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্যের উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে,—সেই হিন্দু আসিতেছে! এই আশার অরুণালোক যে সকল বঙ্গীয় যুবকের মানস-চক্ষে পতিত হইয়াছে, এ অধম তাহাদেরই অন্যতম। যে হিন্দুকে দেখিয়া জগৎ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, যে হিন্দু প্রাচীন আর্য্য জাতির জ্ঞানগরিমার সুপ্ত আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিবে, আর যে হিন্দু স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, মাতৃভূমি, আর্য্যভূমি, ভারতবর্ষকে আবার ঐশ্বর্য্য-শালিনী করিবে, সেই হিন্দু আসিতেছে,—এই দুরাশা (?) যে সকল যুবক হৃদয়ে পোষণ করে, এ অধম তাহাদেরই একজন।

(২)

যাক্ সে কথা; এখন, যাহা বলিতে-ছিলাম, বাবার কথা, সরলার বিবাহের কথা, সরলার অকাল বৈধব্যের কথা,—আমার মর্ম্মজ্বালার কথা, ক্ষোভের কথা, দুঃখের কথা।

বাবা দরিদ্র স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি-নাশী,"—দরিদ্র হইলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, কিন্তু চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইলেও কি বুঝিতে নাই। আমিতো আর ছেলে মানুষ নহি; এখন আমার সহিত পরামর্শ করিয়া, আমার মতামত একটু শুনিয়া, একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আমার যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে মন্দ ছিল কি? তাহাতো হইবার যো নাই; আমি ছেলে মানুষ, আমি নির্ব্বোধ, আমি সমাজের এবং কৌলীন্য-ধর্ম্মের কি বুঝি? আমি ইংরাজী পড়িয়া গোল্লায় গিয়াছি, তার উপর মড়া কাটিয়া কাটিয়া আমি আরও ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করিতেছি, বাস্!

গত বৈশাখ মাসে সরলার বিবাহ হইয়াছে, বাবার হাতে পয়সা থাকিলে আরও দুই তিন বৎসর পূর্ব্বেই হইয়া যাইত। তাহাতে আর কিছু লাভ হৌক আর না হৌক, গৌরী দানের ফললাভ হইত, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই।

গত বৎসর আমি স্বয়ং আমার একটী বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিয়া-ছিলাম। আমার বন্ধু সুন্দর, সরল,

সচ্চরিত্র এবং বুদ্ধিমান, আমার সঙ্গেই পড়িতেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল, এজন্য বিনা অর্থে আমার ভগ্নীর পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এবং সুখ্যাতি করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আপত্তি উঠিল, তাঁহারা উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ—অতএব অস্পৃশ্য। কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার পিতা শিক্ষিত, এজন্য আমাদের সহিত অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ীর সহিত মিলিয়া, করিলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে মনে করিতেন না, এজন্য রাজি হইয়াছিলেন, এবং আমার ভগ্নীর মত সুন্দরী এবং শিক্ষিতা সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বলিয়া, এ প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বাবার মত করাইতে পারিলাম না, দত্ত মহাশয় এবং মেজদিদিও বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই। হয়ত বাবাকে রাজি করিতে পারিতাম, কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় সব মাটি হইল। তিনি বাবাকে বুঝাইয়া দিলেন যে,—এখনকার ছোঁড়াগুলা সমাজটাকে নষ্ট করিবে, তাহাদের মাথা গরম, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান নাই, তাহারা খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, বেল্লিক ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবা বলিলেন "ঠিক কথা।" তর্করত্ন মহাশয় আমার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন, কারণ যখন তাঁহার চতুর্থ পক্ষের বিবাহ হয়, তখন অপরাধের মধ্যে আমি বলিয়াছিলাম "তর্করত্ন ঠাকুরদাদা! পর পর তিনটি ঠান্‌দিদি যখন আপনার ঘরে আসিয়া বর্ত্তা প্রমাণ হইলেন, তখন নূতন ঠান্‌দিদি যে উর্ব্বরা হইবেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিলেন? শেষ কাল, এখন ও সব ছাড়িয়া ঈশ্বরোপাসনায় মন দিন,"—আর যাবে কোথায়? আমি যদি উকুন হইতাম, তবে বুঝি তিনি নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া আমাকে টিপিয়া মারিতেন। এজন্য বাবার কাছে বিস্তর বকুনি খাইয়াছিলাম।

তার পর দেখিয়া শুনিয়া আমরা হাল ছাড়িয়া দিলাম, কি করিব?

(৩)

মেজ দিদি ও দত্ত মহাশয় ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অর্থ সাহায্য করিয়া সরলার ভাল যায়গায় বিবাহ দেন। কিন্তু বাবার একটি মহৎ গুণ ছিল,—উত্তরাধিকারিত্বে আমিও তাঁহার সেই গুণের একটু অংশ বোধ হয় পাইয়াছি,—তিনি বিনিময় ব্যতীত কাহারও কোনও উপকার লইতে বড় রাজি ছিলেন না। বাবার সংসারে চির-দারিদ্র্য, মেজদিদি অতুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী, এবং দত্ত মহাশয়ও সর্ব্বদা বাবাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বাবা কোনও দিন তাঁহাদের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি বলিতেন "বাবা, তুমি গরিবের কন্যা বিনা দক্ষিণায় গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না, তোমরা সুখ স্বচ্ছন্দে থাক, তাই দেখিলেই আমার সুখ। আমার সন্তুষ্ট ঈশ্বর এক রকম করিয়া অবশ্যই করিবেন।" (ক্রমশ)

সর্ব্বদা মেজদিদির কাছে থাকিত, প্রায় সেইখানেই খাইত, মেজদিদি প্রায়ই তাকে এটা ওটা কিনিয়া দিতেন, তাহাও যেন বাবা পছন্দ করিতেন না।

আমি যখন এখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চদশ টাকা বৃত্তি পাইলাম এবং কলিকাতায় পড়িতে চলিলাম, দত্ত মহাশয় ও মেজদিদি বার বার করিয়া বলিয়াছিলেন "তোর পোনেরো টাকায় কলিকাতায় থাকা কষ্ট হইবে, যখন যাহা আবশ্যক হবে লিখিস্ টাকা পাঠাবো—মচ্ছা করিস্‌নে ভাই।" পাছে তাঁহারা প্রাণে ব্যথা পান, এজন্য আমি বলিয়াছিলাম "লিখিব, কিন্তু না লিখিলেও যদি টাকা পাঠাও তবে তাহা ফিরাইয়া দিব"। বলা বাহুল্য, অতি কষ্টে দিন কাটাইয়াছি, তথাপি চারি বৎসরের মধ্যে একটী পয়সাও গ্রহণ করি নাই। তবে বাড়ী আসিলে বা পূজার সময় পোষাক পরিচ্ছদ যাহা কিছু তাঁহারা আহ্লাদ করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিতেন তাহা ফিরাইয়া দিতে পারি নাই, কিন্তু মনে মনে মাথা কাটা যাইত।

এফ্, এ, পরীক্ষায়ও বৃত্তি পাইয়াছিলাম। পড়িবার কালে তাহাতেই চলিয়া ছিল, কিন্তু বি, এ পাস করিবার পর যখন আমার মেডিকেল্ কলেজে পড়িবার কথা হইল, তখন আমার নিজের কোনও আয় ছিল না। ছেলে পড়াইয়া মেডিকেল কলেজে পড়া তেমন সুবিধা নহে। এবার মেজদিদি বাবাকে ধরিয়া পড়িলেন, আমার পড়াইবার ভার সব লইবেন, দত্ত মহাশয়কে আমায় বিলাতে পাঠাইতেই প্রস্তুত, কিন্তু এক পুত্র—পিণ্ড তো চাই, আমি তাহা উড়াইয়া দিলাম। বাবা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আমিও খবরের কাগজে wanted (কর্ম্মখালি) দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ১৯ বৎসর বয়স শুনিয়া আমার কোনও দরখাস্তই প্রায় মঞ্জুর হইল না—অবশ্য হেডমাষ্টারী করিয়া এম্ এ দিবার জন্যই এই সকল দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কেরাণী গিরীতে প্রবৃত্তি যায় নাই।

এদিকে দক্ষিণ পাড়া হইতে এক বিবাহের সম্বন্ধ আসিল। তখন চৈত্র মাস, মেজদিদি লুকাইয়া আমার ভাবী পাত্রীকে তাঁর গাড়ী করিয়া আপনার বাড়ীতে আনিলেন—মা ও বাবাকে ভাল করিয়া দেখাইবেন এবং আমাদের দুটীকে বিবাহের আগেই একবার 'শুভদৃষ্টি' করাইয়া রাখিবেন। আমি অবশ্য এ সকল কথা আগে কিছুই টের পাই নাই। দত্ত মহাশয় হঠাৎ ডাকা সাজিয়া আমায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন, বলিলেন "বাগান থেকে কলমের আম এসেছে, খাবি আয়।" দত্ত মহাশয় কিন্তু বাড়ীর মধ্যে না গিয়া, সরাসর খিড়কির বাগানের গেট খুলিয়া আমায় লইয়া চলিলেন। আমি বলিলাম "তুমি কি আমায় গাছে তুলিয়া দিয়া আম খাওয়াইবে নাকি?" তিনি বলিলেন "চলতো!" রসাল লোভে লোল রসনায় আমি অগ্রসর হইলাম।

তিনি ক্রমে আমার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁর মাধবী-কুঞ্জের মধ্যে ঢুকিলেন, আমায় বলিলেন "শান্তমিদমাশ্রমপদম্—কেমন রে?" আমি বলিলাম "তার পর?" "তার পর তোর বোধ হয় এতক্ষণ "স্ফুরতি চ বাহু"। আমি বলিলাম "অপরাধ"? "তোর জন্ত আজ যে বকুলগুলা যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছি!" আমি বলিলাম "কোন্ গাছে?" "গাছে কিরে? ঐ একবার তাকিয়ে দেখ্না —তখন বলিস্ সত্যসত্যই 'পরাজিতা খলু উদ্যান-লতা বনলতাভিঃ' কিনা?" আমি বলিলাম "তুমি খুব অং বং সং শিখেছ তা জানি, এখন আম দেবে তো দাও। "আরে আম তো খাবি, একবার দেখ্ দেখি, আজ মালতীকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে—তার সঙ্গে তোর বোন কেমন বেড়াচ্ছে, একবার তাকিয়ে দেখ্", এই বলিয়া আমায় আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন। তাঁর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে চাহিয়া দেখি মেজদিদি আর মালতী দুজনে অদূরে পাঁচীলের ধারে বেলফুলের সারে জল দিতেছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দত্ত মহাশয় মেজদিদিকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওগো শ্রিমতী!" এতক্ষণে দত্ত মহাশয়ের নষ্টামী বুঝিতে পারিলাম, সব ষড়যন্ত্র বুঝিলাম। মেজদিদি যেমন আমাদের দিকে চাহিয়াছেন, আমার লজ্জায় প্রাণ বাহির হইয়া গেল, দত্ত মহাশয়কে ধাক্কা দিয়া একখানা বেঞ্চের উপর ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পাঁচিল উল্লম্ফন করিয়া পলাইয়া এক দৌড়ে বাড়ী আসিলাম। মেজদিদি কি মনে করিবেন! লুকাইয়া আমি মালতীকে দেখিতে আসিয়াছিলাম! আর ওখানে যাবো না।

তোমরা বলিবে "কেমন দেখিলে?" মালতীকে আজ নূতন দেখি নাই। তাদের পাড়ায় আমাদের স্কুল, তাদেরই বাড়ীর পার্শ্বে আমাদের খেলিবার ময়দান এবং জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া। খেলিতে খেলিতে জল পিপাসা পাইলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাদেরই বাড়ী যাইতাম, সে হাতে করিয়া অনেক জল দিয়াছে। তাহার দিদি মা তামাসা করিয়া বলিতেন "পেরফুল্লোর সঙ্গে মুলুতীর বিয়ে দেবো—দুটীতে বেশ মানাবে!" আমরা দুজনে চোখ-চোখি করিয়া হাসিতাম, আমি মুখ-কোঁড় ছিলাম, বলিতাম "তুমি আমার বৌ", মালতী "যাঃ" বলিয়া হাসিয়া পলাইত। আবার ঘরের ভিতর গিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইত, আমি মুখ ভেংচাইতাম, সে আবার আমায় ছোট বাঙা হাতের কীল দেখাইয়া পলাইত। যখন কলিকাতায় বি, এ পড়ি, তখনও পূজার ছুটীতে, গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী থাকিতাম, মালতীদের পাড়ায় খেলিতে গিয়া তাদের বাড়ী বসিতাম, আর তার সঙ্গে অমনি করিতাম। মালতী দূর সম্পর্কে মেজদিদির ননন্দা, মেজদিদি বলিয়াছিলেন নিশ্চয়ই এদের দুটীতে বিবাহ দিব। কাযেই মনে মনে মালতীর সঙ্গে এক প্রকার—হইয়াই গিয়াছিল। অতএব মালতীকে এই নূতন

দেখিলাম না। কিন্তু যদি নূতনও আজ দেখিতাম, তথাপি একবার মাত্র দেখিয়াই বলিতে পারিতাম "সুন্দরী"। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই জানি যে, সৌন্দর্য্য চিনিতে খুঁটি নাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় না। সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের বিষয় নহে, সংশ্লেষণের বিষয়। কেমন নাক, কেমন চোখ, কেমন দাঁত, কেমন হাস, কেমন তান, এমন করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতে যাওয়া অন্ধতার পরিচায়ক। যাহার চক্ষু আছে তাহার সম্মুখে একবারমাত্র পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ সুন্দর অসুন্দর চিনিয়া লইতে পারে—তাহাকে আর অন্ধ কসিয়া দেখিতে হয় না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাহারা মন প্রাণ নিক্ষেপ করে, তাদেরও বুঝি এই রীতি! তাই বুঝি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—"Who ever loved, that loved not at the first sight?"

তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি কি তবে তাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলে?" আমি তাহা স্বীকার করি না। জীব-হৃদয়ের—বিশেষতঃ মনুষ্য-হৃদয়ের ঐ বৃত্তিটীকে আমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া তাহাকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি নাই। ইচ্ছা ছিল মনকে কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করাইব। শুনিয়াছি ভাল বাসিয়া আজিও নাকি কেহ সুখী হয় নাই। তবে তো এ যাত্রা বিলক্ষণ জিত দেখিতেছি।

(৪)

তার পর শুনিলাম বাবা ও মা রূপমুখে মালতীর সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক আমার ভগ্নীদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার উপযুক্ত—রূপে ও গুণে—গ্রামে অন্য কোনো মেয়ে ছিল না—কেবল মালতীই ছিল। আর এজন্য ভারি টান ছিল তাকে পুত্রবধূ করেন। কিন্তু—

মেজদিদির ইচ্ছা সেই দ্বাদশবর্ষীয়া নারী-রত্নকে আমার হস্তে, অথবা আমাকে সেই নারী রত্নের হস্তে, সমর্পণ করিয়া রাখিয়া, আমার নিজের খরচে ডাক্তারী পড়ান। অথবা বাবা যদি তাতে রাজি নাও হন, তথাপি অন্য কোনও স্থানে চাকরীর জোগাড় করিয়া দেন, অথবা কলিকাতায় আমি ছেলে পড়াইয়া এম্‌ এ অথবা আইন পড়ি। দত্ত মহাশয়ের অনেক বড় লোক বন্ধু বান্ধব আছেন, এসব জোগাড় তিনিই করিয়া দিবেন।

মেজদিদির খরচে ডাক্তারী পড়ানতে বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না—বলা বাহুল্য আমিও নই। শেষে বাবা প্রস্তাব করিলেন, যদি মালতীর পিতা আমাকে ডাক্তারী পড়াইতে পারেন, তবে বিবাহ দিবেন। তিনি এখন না হয় ধার কর্জ্জ করিয়া কিছু দিতে পারেন, কিন্তু পড়ার খরচ তাঁর সাধ্যাতীত। দত্ত মহাশয় অন্যত্র পাত্রী সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে পড়ার খরচও পাওয়া যায়, মেয়েও ভদ্রলোকের মত হয়;—কেননা বাবা কন্যা গ্রহণের বিনিময়ে পড়ার খরচ লইতে রাজি আছেন। বাবার ইচ্ছা আমি খুব বড় মানুষ হই—তার জন্য

ডাক্তারীই নাকি তাঁর মতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়।

এইবার হঠাৎ তাহা মিলিল। তর্করত্ন মহাশয় আসরে অবতীর্ণ হইলেন। যাহাতে আমার ভবিষ্যতে "ভাল" হয়, তাহার উপায় না করিয়া তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না।—তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন কিনা! বাবাও তাঁর খুব অনুগত, যেহেতু তিনি জবরদস্ত পণ্ডিত, তর্কে তাঁর ভয়ানক তেজ, কত সব সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিয়াছেন—খুব জাঁক। রামতনু বসুর পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে যখন ভট্টপল্লীর বিখ্যাত রণজয়ী পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তাঁহার "তৈলাধাঃ ভাণ্ড অথবা ভাণ্ডাধার তৈল" এই গুরুগম্ভীর দার্শনিক মীমাংসা লইয়া গজকচ্ছপী তর্ক হয়, তখন তাঁহার সাতবার কাছা খুলিয়া গিয়াছিল এবং তিন বার নস্যের ডিবা উল্টাইয়া গালিচার উপর নস্য পড়িয়া গিয়া, নস্যাধার ডিবা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বীরদর্পে প্রমাণ করিয়াছিলেন—তৈলই ভাণ্ডের আধার, অন্ততঃ তৈল যে ভাণ্ডের আধার নহে, ইহা কেহ ন্যায় শাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রে প্রগাঢ় দখলের নমুনা আমাকে একদিন দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার শেষ বিবাহ উপলক্ষে করিয়া যখন বলিয়াছিলাম "তিন কাল গিয়াছে, এখন ছেলে মানুষকে বিবাহ করিলে লোকেই বা কি মনে করে, আর বিবাহিতা তরুণীই বা কি মনে করবে?" তাহাতে তিনি আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, পঞ্জিকা যেমন কখনো পুরাতন হয় না, তেমনি পুরুষমানুষ কখনও পুরাতন হয় না। অধিকন্তু, মানুষের আহার্য্য চতুর্বিধ—চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়—তার মধ্যে আজিও যখন তাঁহার চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই ত্রিবিধ খাদ্যে অধিকার আছে, তখন তাঁহার বয়সেরও তিন কাল আছে, এক কাল মাত্র গিয়াছে—ইহাই ন্যায়ানুমোদিত সিদ্ধান্ত। বলিহারি! আমি যখন তাঁহার এই অপূর্ব্ব লজিকের কথা মেজদিদি ও দত্ত মহাশয়কে শুনাইলাম, তখন দত্ত মহাশয় বলিলেন "হাঁ, genius বটে! নহিলে আর চার বিঘা ভূমিতে এক গাছা খড়ও জন্মিল না! আজ কত!" মেজদিদি মুখে কাপড় দিয়া উঠিয়া গেলেন। দত্ত মহাশয় বড় বেয়াদব। যাহোক, এহেন পুরুষ-প্রধান, ধর্ম্ম এবং সমাজ তত্ত্বজ্ঞ তর্করত্ন মহাশয় যাহা বলিবেন বাবার তাহা শিরোধার্য্য।

কলিকাতার একজন ধনী ডাক্তার তাঁহার শিষ্য, তিনি কুলীন, তাঁহার কন্যা ঘরে আসিলে আমাদের বংশ-গৌরবে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে, এবং তিনি খোদ সুপারিস্ করিলে তাঁহার শিষ্য মহাশয় এ অধম বংশে কন্যা দান করিবেন, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আর কন্যাটীও দেখিতে "মন্দ নহে"—মেয়ে মানুষ কুশ্রী হইতেই পারে না, নামই যার fair sex, যেমন বাংলাতে "কোমলাঙ্গী,"

"সুন্দরী" প্রভৃতি বলিলে, মেয়ে মানুষই বুঝিতে হইবে। তার পর গুণের তো কথাই নাই, এখনকার ছোঁড়ারা মেয়ে মানুষের লেখা পড়া পছন্দ করে, তা সে মেয়ের নাকি তাও পর্য্যন্ত জানা আছে—এমন কি যুক্ত অক্ষর পর্য্যন্ত সে নিজে হাতে লিখিতে পারে। অধিক কথা কি, তর্করত্ন মহাশয় স্বয়ং একবার দেখিয়া আসিয়াছেন যে, সে মেয়ে, এত বড় লোকের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, আপন হাতে ভাত ডুলিয়া খাইতে পারে। আরও প্রশংসার কথা এই যে, পান পর্য্যন্ত সে শীঘ্রই সাজিতে শিখিবে এমন সম্ভাবনাও নাকি তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। বয়স ত্রয়োদশ মাত্র—এরই মধ্যে এমন তৈয়ার হইয়াছে। বাবা এ সকল কথায় কর্ণপাত যত করুন আর নাই করুন, পড়ার খরচ মিলিবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন এবং আমি বড় মানুষ হইব তদ্বিষয়েও দৃঢ়-নিশ্চয় হইলেন।—মালতীর সঙ্গে বিবাহ দিলে ভবিষ্যতে আমার বড় লোক হওয়া অনিশ্চিত। ঝট্ পট্ সমস্ত স্থির হইয়া গেল, বিবাহও হইয়া গেল। আমিও good boy অর্থাৎ ভাল ছেলেটীর মত বিবাহ করিয়া ফেলিলাম। মেজদিদি ও দত্ত মহাশয় ক্রোধে গর্ গর্ করিতে লাগিলেন, আমি চুপ্ চাপ্। বাবার ইচ্ছা আমি বড় মানুষ হই,—তথাস্তু। সেই অবধি "যস্য কন্যা বিবাহিতা" মহাশয়ই আমায় ডাক্তারী পড়াইয়াছেন, এম্-বি পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছি, দেখি কি হয়।

(৫)

সে সব কথা যাক, এখন একি সর্ব্বনাশ হইল!—আমার সরলার এখন কি হবে? এ কথা ভাবিয়া যে আমি অন্ধকার দেখিতেছি। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, দীক্ষা সবই যে আমায় ত্যাগ করিতেছে।

সরলা বড় চঞ্চলা, বড় মুখরা, বড় প্রখরা ছিল। আহা পর-দুঃখ-কাতর, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবচরিত্র, বিদ্যারত্ন মহাশয় আজ দুই বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সূর্য্যদেবের মত তেজঃপুঞ্জময় অথচ শশধর-সদৃশ কমনীয় মুখকান্তি মনে হইলে ভক্তিভরে আজিও চক্ষে অশ্রু গড়াইয়া আসে। দয়ার সাগর, গুণের সাগর, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার যেন হরি-হর আত্মা ছিল। মনে হয় এই সকল শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই, আজিও ভারতের আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠে, হিন্দুসমাজ আবার সুস্থ হইবে বলিয়া আশা হয়, আমরা আজিও মরি নাই বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় বাবাকে বলিতেন "ছেলে মেয়েগুলাকে ছোট বেলায় চঞ্চল দুরন্ত দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়। এ সকল তাহাদের ভবিষ্যতের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য এবং কার্য্যতৎপরতার পূর্ব্বাভাস, তোমার ছোট মেয়েটিকে আমি বেশ দেখি—যেন ঠিক শারদ সন্ধ্যার চঞ্চল জোনাকি পোকাটি, তোমার সরোজিনীর চেয়েও এর বুদ্ধিসুদ্ধি বেশী হবে। এ সকল মেয়ে রত্ন-গর্ভা, ভাল দেখে বিয়ে দিও। আহা, বেঁচে

থাক্, বেঁচে থাক্।" স্বর্গীয় বিদ্যারত্ন মহাশয়! আপনার পবিত্র মুখের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে,—সরলা বাঁচিয়া আছে। আপনি পরম জ্ঞানী, আপনি প্রকৃতির গতির উপর অভিমতের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যে "খোদার উপর খোদ্‌কারি" করিতে শিখিয়াছি, আপনার সরল বুদ্ধিতে তাহা আপনি কেমন করিয়া ধরিবেন?

বিদ্যারত্ন মহাশয় সত্যই বলিতেন, সরলার মত প্রখরবুদ্ধি আমি দেখি নাই। তেরো বৎসর বয়সের মধ্যে সে দত্ত মহাশয় ও মেজদিদির কাছে যতটা শিক্ষালাভ করিয়াছে, আমি বুঝি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ততটা পারি নাই, আমি চৌদ্দ বৎসরে এনট্রান্স পাশ করিয়াছিলাম। এ আশ্চর্য্য মেয়ে! এ ছাড়া মেজদিদির মস্তিষ্কে এমন কোনও প্রকার শিল্প-বিদ্যা নাই যাহা সে এই বয়সে আয়ত্ত করে নাই। মেজদিদি বলিতেন "আর তোকে কি শিখাইব? বিয়ে হ'লে শ্বশুরবাড়ী গিয়া ননদ-জায়েদের কাছে আরও শিখিস্।" তাতো সবই হইল, আর হইলেও তাঁহার শিষ্যার শিক্ষার উপর কেহ টেক্কা দিতে পারিত বলিয়া তো বোধ হয় না। আমার মেজদিদির মত শিক্ষিতা নারী-রত্ন আমাদের বর্ত্তমান সমাজ কয়জন বাহির করিতে পারে?—বড় বেশী নয়। কিন্তু সবই তো হইল। সরলা পাতা কুড়াইয়াই মরিল—আগুন পোহান আর তার হইল না,—বুঝি পাতা কুড়াইতেই তার জীবন যাইবে। কিন্তু—কিন্তু—কেন যাইবে? যাইতে দিব না—সে নিরপরাধিনী—রাক্ষস সমাজ আমার সরলাকে নিরপরাধে মারিবে? তা—কখনই না—এর জন্য আমার যাহা করিতে হয় করিব, বাবার অবাধ্য হইতে হয়, তাহাও হইব—বাবার পায়ে ধরিয়া কাঁদিব—আমি সরলার নিশ্চয়ই বিবাহ দিব—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

ঠিক কথা, আর সহ্য হয় না—অন্যায়—এই মেজদির কাছে চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

মার্কিন ও বঙ্গমহিলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

স্বাস্থ্য।

আমেরিকাতে যে সমস্ত মহিলা উচ্চ-শিক্ষা পাইয়া থাকেন এবং যাঁহারা পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্তা, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে; কেহ বা অত্যন্ত স্থূলকায়, কেহ বা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী এবং তাঁহাদের

শরীরের মধ্যেও নানাবিধ ব্যাধি আছে। আবার যাঁহারা পুরুষদের মত বেশী বক্তৃতাদি করেন, পুরুষদের সঙ্গে পাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাঁহাদেরও শরীরে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশের কলেজ-ক্লাসের মেয়েদের স্বাস্থ্য আমেরিকার ছাত্রীদের অপেক্ষাও মন্দ, তাহার কারণ এ ভিন্ন আর কিছু নহে —(১) তাহাদিগকে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। (২) হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। (৩) প্রচুর পরিমাণে ঘি, মশলা না দেওয়া বোর্ডিংএর রান্না ভাত, তরকারী খাইয়া তাহাদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (৪) "বাস্" আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে শুনিবামাত্র মেয়েরা নাকে মুখে তাড়াতাড়ি ভাত গুঁজিয়া স্কুল কলেজে যাওয়াতে অনেকে appendicitis রোগে ভুগিতেছেন। (৫) তাহাদিগকে যেরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তদনুরূপ ব্যায়ামের সুব্যবস্থা নাই। আমেরিকার মহিলাদের dormitoryর যিনি তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, প্রত্যেক মেয়ে নিয়মমত কোনরূপ ব্যায়াম করিতেছে কিনা তাহা দেখা। বোধ হয় আমাদের মেয়েদের স্কুলের ও কলেজের হষ্টেলের সুপারিণ্টেনডেণ্ট সে দিকে দৃষ্টি রাখেন না। আমেরিকার মহিলারা ঘোড়ায় চড়েন, বাইসাইকেলে চড়েন, বরফের উপরে স্কেট করেন, টেনিস্ খেলেন, পদব্রজেও বেড়ান। তাঁহারা আমাদের মেয়েদের মত অবরুদ্ধ গাড়ীতে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাতায়াত করেন না, তাঁহাদের স্বাস্থ্য উন্নতিরও নানাবিধ সুবিধা আছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কোন একটী মেয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য আসেন, তাঁহাকে Black কার্ডে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকলের উত্তর লিখিয়া ঐ কার্ডটি সঙ্গে লইয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হয়। যদি কাহারও শরীরমধ্যে কোন ব্যাধি থাকে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের উপদেশ মত সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হয়:—

নং— নাম—

জন্ম তারিখ—

তোমার চেহারা তোমার পিতার মতন, না তোমার মাতার মতন, বা বংশের মধ্যে অন্য কাহার মতন?

তোমার পিতা জীবিত?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ?—

তিনি মৃত?—কি অসুখে মারা যান?—

তোমার মাতা জীবিত?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ?—

তিনি মৃত?—কি অসুখে মারা যান?—

তোমার ক'টী ভাই ও বোন?—কি কি ব্যারামে তাহাদের মৃত্যু হয়?—

তুমি সহরের মেয়ে? না পল্লিগ্রামের?—

কি কি পীড়ায় তুমি শয্যাশায়ী হইয়াছিলে?—তোমার ক্ষুধা হয়?—তোমার কি অজীর্ণ রোগ আছে?—তোমার কি কোষ্ঠবদ্ধ হয়?—তুমি নাক দিয়া সহজে

নিঃশ্বাস ফেলিতে পার?—তোমার কি মাথা ধরে?—তোমার চক্ষুর বা কর্ণের কোন পীড়া আছে?—তুমি কখন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?—তুমি কি ভারূপ নিদ্রা যাও?—কয় ঘণ্টা?—কয় ঘণ্টা তুমি প্রত্যহ উন্মুক্ত বাতাসে কাটাও?—তোমার শরীরের উপর কখন অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল?—

Menstrual period—কোন্ বয়সে তুমি প্রথম অসুস্থ বোধ কর?—

নিম্নলিখিত ব্যায়ামের মধ্যে যে গুলি তুমি করিয়াছ, সে গুলির তলায় দাগ দাও:—টেনিস, গল্‌ফ্, বাইসাইক্লিং, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান, লাফান, কুস্তিকরা, সাঁতার দেওয়া, দাঁড়টানা, স্কেটিং, বরফের উপর হকি খেলা, বেড়ান, শীকার করা, বাস্কেট বল।'

স্নান।

আমেরিকার অনেক বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত না থাকাতে অনেক মহিলা প্রত্যহ স্নান করিতে পারেনা। কেহ কেহ মাসের মধ্যে দু, তিনবার মাত্র স্নান করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম প্রথম ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ক্লাসে বসিবার সময় তাহাদের শরীর হইতে কি রকম একটা দুর্গন্ধ পাইতাম। প্রত্যহ স্নান না করাতে এমন কি দেখিয়াছি যে, কেহ কেহ নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয়। তাঁহারা এমন সুন্দরী যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাও উহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য চর্ম্মের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নান করিবার বন্দোবস্ত নাই, সে সমস্ত বাড়ীর মহিলারা Public Bath House-এতে ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ ৸০ আনা দিয়া একবার স্নান করিতে পারেন। তাহা সকলের অবস্থায় সম্ভবপর হয় না বলিয়া অনেকে নানারূপ অসুখে ভোগেন। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত আছে, সেই বাড়ীর মহিলারা বলিয়া থাকেন যে, শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের মুখ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সে জন্য চুল শুকাইবার অসুবিধা হয়, এই কারণ বশতঃ তাঁহারাও প্রত্যহ স্নান করেন না। আজকাল আমেরিকায় "electric hair dryer" ঘরে ঘরে হওয়াতে যখন তখন চুল শুকাইবার সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে মহিলারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নান করিতেছেন।

আমাদের দেশে মেয়েদের যেমন স্নান করিবার সুবিধা আছে, তেমন আর কোন দেশে নাই। আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তা ঘাটে যে ভাবে স্নান করেন, তাহা পাশ্চাত্য জাতিদের চক্ষে কেমন ঠেকে। মহিলাদের Bath room ভিন্ন অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে বিশেষতঃ পুরুষের সাম্‌নে স্নান করাটা তাঁহাদের দেশের সভ্যতার মধ্যে গণনীয় নহে।—

"BEAUTY PARLOUR"

আমেরিকার অধিকাংশ মেয়েরাই পর-চুলা পরিয়া থাকেন। শীত-প্রধান দেশে যে প্রকার বরফ পড়ে তাহাতে মাথায় টুপি অথবা কোন রূপ বনেট্ থাকা প্রয়োজন।

আজ কাল আমেরিকার মেয়েদের যে রকম বড় বড় টুপির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ পরচুলা না পরিলে টুপির ভার বহা একটু শক্ত হয়। আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে মধ্যে নাপিতের বাড়ী যাইয়া পরচুলা কিনিয়া আনিতে হয়, চুল রং করাইতে হয়, চুল ছাঁটিতে হয়, পা'র ও হাতের নখ কাটিতে এবং পায়ের কড়া আরোগ্য করিতে হয়। ইহার fee'র দরুণ কোন্ কোন্ সোসাইটীকে ২৫ ডলার অর্থাৎ ৭৫৲ টাকা একবারে দিতে হয়। নিউইয়র্কে Beauty Parlour নামে ঐ রকম বড় বড় নাপিতের দোকান আছে। সেখানে সর্ব্ব শ্রেণীর মহিলারা, কেহ বা সপ্তাহে একবার করিয়া, কেহ বা মাসের মধ্যে একবার করিয়া নিজের বেণী ঠিক করিবার জন্য ও গাল ও বক্ষ হইতে চর্ম্মরোগ ভাল করিবার জন্য যাইয়া থাকেন।

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে অনেকে অবাক হইতেছেন যে, সামান্য চুল ছাঁটিতে ও চুল রং করিতে ৭৫৲ টাকা নাপিতকে দিতে হয়! আমি তবে ঐ Beauty Parlour কিরূপ তাহা একটু বলি। ওখানে দুই তিন জন পুরুষ নাপিত ও দুইই তিন জন মেয়ে নাপিতানীও থাকে। 'Beauty Parlour' যখন নাম, তখন ওখানে মহিলা ভিন্ন পুরুষ চুল ছাটিবার জন্য ঢুকিতে পারেন না, তবুও কিন্তু পুরুষ নাপিত থাকে। সেখানে নাপিত ও নাপিতানীদিগকে নানাবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে হয়। সেগুলি সমস্ত টেবিলের উপর সাজান থাকে। তাস ও "পুল" খেলিবার সরঞ্জামও তথায় আছে। মহিলাদিগের অপেক্ষা করিবার জন্য ২০।২৫ খান চেয়ারও রাখা হয়। ঘরগুলি বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার দ্বারা সজ্জিত। মুখ ও চুল ধুইবার জন্য সেখানে গরম জল, সাবান প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলি বড় বড় আয়না দ্বারা আবৃত। যে নাপিতকে establishment স্বরূপ এতদূর সরঞ্জাম করিয়া রাখিতে হয়, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ উচ্চ fee আদায় না করিলে তিনি কিরূপে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিবেন?

যখন একেবারে অনেক মহিলা প্রবেশ করেন এবং নাপিত ও নাপিতানীগণ ইতিপূর্ব্বে যদি পাঁচ ছয়টী মহিলার চুল কাটিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন মহিলাদিগকে অগত্যা খবরের কাগজ পাঠে বা তাস খেলাতে বা বিলিয়ার্ড খেলাতে সেখানে সময় কাটাইতে হয়। নাপিত "Next" বলিয়া ডাক ছাড়িলেই তাঁহার পরে যিনি আসিয়াছেন, সেই মহিলাটী চুল ছাঁটিবার বা তাঁহার যে জন্য দরকার সেই জন্য প্রবেশ করেন। এখানে এই নিয়ম যে, যিনি যেমন প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পর পর চুলছাঁটা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাইবেন।

পোষাক।

"যাঁহাদের রূপ আছে তাঁহাদের বেশী

অলঙ্কারের দরকার নাই।" একজন আমেরিকার মহিলা গল্পচ্ছলে এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। প্রকৃত তাই, সে দেশের মহিলাগণ আমাদের হিন্দু-রমণীদের মত অত অলঙ্কারপ্রিয় নহেন, তবে তাঁহাদের বেশ ভূষার খুব পারিপাট্য। যখন তাঁহারা কর্সেট্ আঁটিয়া, কোমরটী বোতলের ন্যায় সরু করিয়া, নাসিকা থাকিতে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলেন, লম্বা স্কার্ট পরিয়া খস্‌খস্ ও মস্‌মস্ শব্দে তদুপরি উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা পরিয়া হাঁটেন, এবং আরও যখন রং করা পালকের উপর ছাতার মত বড় টুপি পরেন, সে দৃশ্য দেখিয়া কোন বলবান্ পুরুষও nervous না হইয়া থাকিতে পারেন না। শুনিয়াছি আমাদের মধ্যে কোন কোন বিলাত-ফের্ত্তা নিজের গৃহলক্ষ্মীকে ঐরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিতেছেন। কলিকাতার হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌লো এণ্ড কোম্পানীর দোকানের সম্মুখে চৌরঙ্গির পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহা বেশ দেখা যায়। আমরা ঐ সমস্ত বিংশ শতাব্দীর নূতন বাঙ্গালী বিবিদের অগ্র হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, কর্সেট্ পরাতে শরীরের গঠন কখন স্বাভাবিক হয় না। নাসিকা থাকিতে গাল দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়, কর্সেট্ পরাতে পৃষ্ঠদেশ ও কোমরে চাপ পড়িয়া দাগের সৃষ্টি হয় ও তদ্দ্বারা চর্ম্মের শোভা নষ্ট হয়। মে মাসের আমেরিকার 'Physical Culture' নামক মাসিক পত্রে আছে :—"যদি তুমি বিবাহ করিতে চাও, কখন কর্সেট্ পরা মেয়ের পাণিগ্রহণ করিও না। নিশ্চয় জানিও তিনি কখন ভবিষ্যতে ভাল 'মা' হইতে পারিবেন না।" আজকাল বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চাকচিক্য, জরীর কাজ করা পেটীকোট্ পরিয়া এবং তাহার উপর অতি পাতলা ফিন্‌ফিনে সাড়ী পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইতেছেন। এ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ডিফিন্‌সন্ তাঁহার নিউইয়র্ক বক্তৃতাতে বলিয়াছেন :—"ভদ্রবংশের মহিলাদের ঐরূপ পেটীকোট্ পরিধান করিয়া গির্জ্জায় আসাতে নিজেদের অতিশয় লজ্জা বোধ করা উচিত"। আমাদের দেশের মহিলারা যখন উচ্চ গোড়ালিযুক্ত ও টাইট্ জুতা পরিয়া হাঁটেন্, তাঁহাদের দ্রুত চলিতে গেলে, হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, এবং পরিশেষে "কড়ার" সৃষ্টি হওয়ায় জুতা পায়ে দেওয়া কিছু দিনের জন্য একেবারে ছাড়িতে হয়। আমাদের এইরূপ সভ্যতার প্রয়োজন কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

মাতৃ-স্নেহ।

সন্ধ্যার পর জনপূর্ণ সরাইখানা কলরব-কোলাহলে গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে দাবা-বড়ে, অন্য দিকে পাশা এবং অপর দিকটী বিষয়ী বুদ্ধিমান্‌দিগের মামলা-বাজীর উৎকট ছন্দে, উদ্ধত সুরে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রকাণ্ড ঘরের একটী কোণে বসিয়া, আলোর কাছে হেঁট হইয়া, একজন তরুণ চিত্রকর আপন মনে তাহার সদ্যঃসম্পূর্ণ ছবিটীর বর্ণবিন্যাসগুলি গভীর মনোযোগের সহিত সংশোধন করিতেছিল। সমস্ত সরাইখানা ভরা—সমস্ত কলরব তাহার স্থির নিবিষ্ট চিত্তের পরদায় ঠেকিয়া আহত হইয়া ফিরিতেছিল, চিত্রকর নিশ্চিন্ত উদাসীন।

পাশা-খেলাওয়াড়গণের কোলাহল জাঁকিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য দিকে একটী পয়সাওয়ালা পিতৃহীন যুবককে ঘেরিয়া মামলাবাজ আইনজ্ঞের দল কি করিয়া বিধবা মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফাঁকী দিয়া নিরুদ্বেগে পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

একটা মিথ্যা মার পিটের মামলা সাজান হইতেছিল। বুদ্ধিমান্ মোক্তার সুদক্ষ কারিকরের মত ঘটনাটা নিপুণতার সহিত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পরামর্শ চুপি চুপি চলিতেছিল, সহসা তিনি জোর গলায় শেষ কথা বলিয়া উঠিলেন "মুখ থুবড়ে পড়ে ঠোঁট টা গেল ছেঁচে!"...

তুলি হাতে চিত্রশিল্পী চমকিয়া বলিল "কই?"—সে সবিস্ময়ে বক্তার মুখ পানে তাকাইল, বক্তা নির্ব্বাক্। চিত্রশিল্পী উদ্ভ্রান্তদৃষ্টিতে গৃহস্থ সকলের মুখপানে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া দারুণ বিস্ময়ে নিজের ছবিটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কই না, তাহার ছবি তো কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই, তা তো তেমনি সুন্দর, তেমনি মনোহর—তেমনি উজ্জ্বল আছে। চিত্রশিল্পী আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল, "না, ঠিক আছে!"

পরামর্শ উৎসবের কেন্দ্র সেই ধনী যুবকটী, মামলা-বাজীর সমিতির ভিতর হইতে উঠিয়া সৌৎসুক্যে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন "কিহে ব্যাপার কি?"

—কিন্তু ব্যাপার কি, শব্দের উত্তর দৃশ্যের মধ্যেই মিলিল। যুবক দেখিলেন, সে কি চমৎকার চিত্র!—

সদ্য দূরাগত পথ-শ্রান্ত পুত্রকে উৎসুক-নয়না জননী বক্ষে লইবার জন্য প্রসারিত-হস্তে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মানা, ঘন-কুঞ্চিত-কেশগুচ্ছ-শোভিত সুকুমার-কান্তি পুত্র হাস্যোজ্জ্বল মুখে দুই হাত বাড়াইয়া ধাইয়া আসিতেছে, কি সুন্দর, কি চমৎকার দৃশ্য! জননীর ললাটে প্রশান্তি

সজল নয়নে উচ্ছ্বসিত আনন্দ, অধরে স্বর্গের সুষমা মিশ্ত হাসি, বক্ষে পরিপূর্ণ মমতা।

যুবক স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। চিত্রকর উল্লাসদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "ঠিক আছে, আমার 'মাতৃ-স্নেহ' ছবিখানি ঠিকই আছে; ঠোঁটের হাসি টুকুন্ অবধি.....।"

যুবক স্তম্ভিত দৃষ্টি তুলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল "শিল্পী—ভাই এ মূর্ত্তি কার?"

শিল্পী মুহূর্ত্ত কাল নীরব রহিল, তার পর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল "আমার অন্তরের —আমার ধ্যানের — প্রত্যক্ষ মাতৃ-স্নেহের!"

সে শব্দ গৃহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ শব্দ ছাপাইয়া—সমস্ত কলরবের উর্দ্ধে করুণ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল! চালবাজ মোক্তারের মাথায় এতক্ষণ যতগুলি ফন্দীর অন্ধি সন্ধি দ্রুত লীলায় ঘুরিতেছিল, সেগুলি মুহূর্ত্তের জন্য—ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া গেল!—কিন্তু হায় রে—অভ্যাসের জয়,—সারা জগতের উপর যে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া মোক্তারটী প্রবল বিজ্ঞতায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন "তোমার কল্পা কৌশলে বোধ শোধ মন্দ নয়, তবে কি জান, প্রতিপাদ্য বিষয়টা—তেমন কিছু নয়, নেহাৎ হাল্কা!"

শিল্পী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই ক্রূর দম্ভপূর্ণ প্রখর বুদ্ধিজীবী, আইনদক্ষ লোকটীর মুখপানে চাহিল!—হা হা ঠিক এমন নিষ্ঠুর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব নীচ দৃষ্টি না হইলে কি চিত্র বর্ণিত দৃশ্যটা কুচ্ছ বে-আইনী ব্যাপার বলিয়া ঠাওর করে! ধিক্। শিল্পীর দুই চক্ষু ঘৃণায় ঝল্‌সিয়া উঠিল, শিল্পী বেগে মুখ ফিরাইল!

কম্পিত কণ্ঠে সেই পয়সাওয়ালা যুবক বলিল "ভাই যত দাম চাও দিতে রাজী, এ ছবিখানি আমায় দাও।"

শিল্পী গম্ভীর দৃষ্টিতে যুবকের পানে চাহিল, সে চাহনির তেজ-স্ফুরিত আলোকে যুবকের গোপন মর্ম্মের সমস্ত দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যুবক সহ্য করিতে না পারিয়া অপরাধীর মত মাথা নামাইল, শিল্পী দৃঢ় স্বরে কহিল "না।"

তার পর একটী কথা বলিবার বা শুনিবার অবকাশ রহিল না, শিল্পী গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘরের নির্লজ্জ লোকগুলা সহসা দুঃসহ অপমান বোধ করিয়া নিষ্ফল ক্রোধে শিল্পীর ও শিল্পের কুৎসা জুড়িল।

(২)

সারা আদালত লোকে লোকারণ্য। আজ মাতা পুত্রের মামলার দিন। সম্পত্তি লইয়া বিবাদ? বাদী পুত্র, প্রতিবাদিনী মাতা! কি জমকাল হজুক? সারা সহরটা ভাঙ্গিয়া আদালতে আসিয়াছে।

আদালতের কাছে একটা দোকানে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছিল। কেহ পান, কেহ তামাক খাইতেছিল, আর গল্প করিতে করিতে হো হো হাসির ঢেউ তুলিতেছিল।

সেই ধনী যুবকটী অত্যন্ত সাধারণ বেশে ম্লান মুখে অন্য দিকে একটা গাছ-তলায় নিঝুম হইয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। তাঁহার উদ্বেগ-কাতর ললাটে মর্ম্মভেদী বিষাদের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। যুবক কেবলই ভাবিতেছিলেন মানুষ মানুষকে ফাঁকী দিয়া সহস্র সম্পত্তি লইয়া নিজের বাহিরের ভাণ্ডার যতই ভরিয়া তুলুক না কেন—তাহার হৃদয় ভাণ্ডারটা কেবল সেই অগাধ অপরিমেয় অতৃপ্তির দাহ-জ্বালায় ভরিয়া উঠিবে!

মুহ্যমান যুবক নীরবে ভাবিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে শিবিকারোহণে কোন পর্দ্দানসীন মহিলা আদালত গৃহের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন, চারিদিক উৎসুক জনতার অস্ফুট গুঞ্জনে ধ্বনিয়া উঠিল—"ঐ—ঐরে!"

দূরাগত অস্ফুট চাঞ্চল্যের মৃদু অভিঘাতে যুবক মুখ তুলিয়া চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন? হাঁ, হাঁ, কৃতী পুত্রের দুর্ভাগিনী গর্ভধারিণীই আজ অপমান কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে লইয়া রাজকীয় বিচারালয়ের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন বটে? আঃ!

যুবকের মস্তিষ্কের ভিতর উচ্ছৃঙ্খল আকুলতার সুরে মর্ম্মভেদী বেদনার ঝঞ্ঝনা জাগাইয়া তুলিল?.....যুবক হৃদয়হীন স্বার্থপরতার দীন হৃদ্ধ কাটাইয়া মুহূর্ত্তে অন্তরের মাঝে সতেজে সোজা হইয়া উঠিল। কোন দিকে না চাহিয়া সহসা তীর বেগে ছুটিয়া আসিয়া শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া মাতার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়ন ও বিকল কণ্ঠে বলিল "মা—মা, আমায় ক্ষমা কর।"

আকাশস্পর্শী অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখার উপর যেন লক্ষ সমুদ্রের শান্তি-নির্ব্বাণ বারি যুগপৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। জননীর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল, তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল সযত্নে পুত্রের মাথাটী বুকে তুলিয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটে একটি ক্ষমাপূর্ণ শীতল স্নেহের চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

মাতা পুত্রের কাহারই মুখে কথা নাই, কেবল দুইজনেই রুদ্ধ আবেগে বুক-ফাটা অভিমানে অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে কি গভীর বেদনা! কি নিগূঢ় শান্তি!

খানিক পরে কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া সেই আইনবাজ, কর্ত্তব্যপরায়ণ মোক্তারটী এই যে আইনী ব্যাপারটা সংশোধন করিবার জন্য শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন "ও মশাই শীঘ্রী আসুন, হাকিম এখনি মামলা ধরবেন।"

মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে যুবক বলিল "কিসের মামলা? কে ধরে?—আমাদের মামলা রদ হয়ে গেছে!"

পশ্চাৎ হইতে মোক্তারের গড়া পেটা চেলা চামুণ্ডার দল কোলাহল করিয়া বলিল "সে কি মশাই, আমরা যে সাক্ষী।

দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া যুবক বলিল "চুপ

অপদার্থ ছোট লোকের দল, ঘৃণা হয় না। মাতা পুত্রের মনোমালিন্যের মাঝখানে সালিশীর মুখোস পরিয়া শয়তানী করতে লজ্জা হয় না।—মাতা পুত্রের এ বিবাদ, এ অন্তর-দ্বন্দ্বের ধারা, আজও রাজার আইনে বিধিবদ্ধ হয় নাই, রাজার বিচারালয়ের সাধ্য কি যে আমাদের এ জন্মভেদী সমস্যায় হস্তক্ষেপ করে!—চলে যাও তোমরা, আমার সমস্ত অভিযোগের মীমাংসা সমাধান হইয়া গিয়াছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আদালতে—এইখানে!"—যুবক মাতার চরণের নীচে নিজের মাথাটি পাতিয়া দিল।

লোকগুলা মুখ চাওয়া-চাহি করিয়া পিছু হটিয়া গেল। এ যে অসহ্য বিশ্রী ব্যাপার, কাজের সময় এমন ছেলেমানুষী! ভারি অন্যায় ছিঃ, নেহাৎ বাঁদর!

অন্তরীক্ষে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র—তপ্ত পবন কর্কশ কৌতুকে হা হা করিয়া, অট্টহাসে প্রশ্ন করিলেন কে—কে—কে!

পুত্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মা, সব ভুলে যাও"। কোমল কণ্ঠে জননী বলিলেন "ভুলিয়ে তো দিয়েছিস বাবা!"

পুত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, হাঁ সেই ক্ষমা—সুন্দর, শান্ত, স্নেহপূত, মাতৃ-মূর্তিই বটে। ললাটে সেই স্বর্গ-সুষমা-দীপ্তি, অধরে সেই অপার্থিব, পুণ্যস্মিত হাসি! কি অপরূপ লাবণ্য, কি সুমহান্ মাধুর্য্য রে, সমস্ত প্রাণ যে জুড়াইয়া গেল। অন্ধ মূঢ় তাই সে, এত দিন এই ত্রিদিব-লাঞ্ছিত মাতৃস্নেহ সে অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া আসিয়াছে। কি ভ্রম! আজ যে বুদ্ধিমান্ যাই বলে বলুক—সে কিছুতে মানিবে না, মাতৃস্নেহ নর-শিল্পীর কল্পনা-সৃষ্ট অলীক বস্তু নয়, তুচ্ছ ব্যাপার নয়।—এ স্বয়ম্ভূ সৃষ্ট রমণীয় মহৎ ব্যাপার!

মানুষ যখন প্রেয়সীর মহিমা ভুলিয়া প্রেয়সীর চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া, রসাতলের দিকে অগ্রসর হয়, তখন যে শক্তি শুভ সহৃদয়তার বলে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফিরিবার শক্তি সৃজন করিয়া দেয় তাহাই তো শিল্প, তাহাই তো সার্থক! তাহা যে সহস্র মুখ ধরিয়া, সহস্র হৃদয়ের সহস্র চিন্তা-বিকশিত অভিজ্ঞতার কল্যাণ ভাগিনী! অমৃতের মত চিরদিনই সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে, কলা কৌশলে, তাহা সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান সত্যকার জবর-জঙ্গকাল আস্ফালনকারী কাজের লোক তাহা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিক্—কিন্তু হৃদয়ের 'নিরিখের' কাছে সেই মুখের কিছু নয়, সত্যের কিছু নয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। তাহাকে আটকাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

যুবক স্তব্ধ-মুগ্ধ-নীরব।—অকস্মাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া একখানি প্রসারিত চিত্র হস্তে এক তরুণ, সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া হর্ষ-বিকম্পিত স্বরে বলিল "এই নিন্ মশায়, আপনার সেই ছবি।"

যুবক চকিতে দেখিলেন সেই সরাইখানার শিল্পী। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া

তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন "একি তুমি—এখানে!—"

প্রসন্ন উজ্জ্বল হাস্যে শিল্পী বলিল "হাঁ ছবিতে আজ আমার রং ফলান শেষ হয়েছে, তাই আপনাকে দিতে এসেছি।"

যুবক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তুমি যে বলেছ আমায় দেবে না।"

"হাঁ সেদিন আপনার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, এ চিত্রের মর্ম্ম আপনি বোঝেন নি, আজ আমার ভ্রম গেছে, ক্ষমা করুন, আমার চিত্র আজ বাস্তবের মধ্যে সার্থক হয়েছে!"

যুবক শ্রদ্ধা-মুগ্ধ-দৃষ্টিতে একবার শিল্পীর পানে চাহিলেন, একবার চিত্রের পানে চাহিলেন, তার পর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে জননীর স্নেহোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিলেন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তরুণ শিল্পীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিলেন তুমিই জ্ঞানদাতা গুরু,—লক্ষদয় সহোদর! সংসারে তুমিই ধন্য!

ধূলার উপর জানু পাতিয়া বসিয়া সেই চিত্র মাথার উপর তুলিয়া লইলেন।

চারি দিকের জনতা মুগ্ধ, স্তম্ভিত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

১ শ্লোক।

ঊত ধামে যো অন্তর নাম।
সরব থৈ পে থৈ ভগবান্।
সিমথ নিমথ ঠাকুর নমস্কারে।
নানক তহে অপরশ সগল নিসতারৈ॥

যিনি নামকে হৃদয়ে ধারণ করেন,
তিনি সকল বস্তুতেই ভগবান্‌কে দর্শন করেন।
তিনি প্রতি নিমেষে ঠাকুরকে নমস্কার করেন।
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সকলকে উদ্ধার করেন॥

অষ্টপদী।

মিথিয়া নাহি রসনা পরশ।
মন মহি প্রীতি নিরঞ্জন দরশ॥
পরত্রিয় রূপ ন পেখৈ নেত্র।
সাধকী টহল হৃদয় সঙ্গ হেত॥
করণ ন শুনৈ কাহুকি নিন্দা।
সভতে জানৈ আপস কউ মংদা॥
গুরু প্রসাদি বিষয়া পর হরৈ।
মন কি বাসনা মনহি তে টরৈ॥
ইস্ত্রী জিত পঞ্চ দোষতে রহত।
নানক কোটী মধ্যে কো ঐসা অপরশ॥১॥

যার রসনা মিথ্যা স্পর্শ করে না,
যার মনে নিরঞ্জন দর্শনে প্রীতি,
যার নেত্র পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করে না,
যে সাধু সেবা করে এবং সাধু সঙ্গে যার প্রীতি,
যার কর্ণ কাহারও নিন্দা শুনে না,

যে আপনাকে সকলের অপেক্ষা নীচ জানে,
গুরুপ্রসাদে যে বিষয়-বাসনা ছাড়িয়াছে,
যে মনের বাসনা মনেই মিটাইয়া লয়,
যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, এবং পঞ্চ দোষ
যাহার দূর হইয়াছে,
নানক বলিতেছেন, এমন ব্যক্তি কোটির
মধ্যে একজন পাওয়া যায় ॥১

বৈষ্ণবী সো যিস উপর সুপ্রসন্ন।
বিষ্ণু কী মায়াতে হোয় ভিন্ন ॥
কর্ম্ম করত হোবৈ নিহ কর্ম্ম।
তিস বৈষ্ণবী কা নির্ম্মল ধর্ম্ম ॥
কাহু ফল কী ইচ্ছা নহি বাঞ্ছৈ।
কেবল ভগতি কীরতন সঙ্গ রাচৈ ॥
মন তন অন্তরি সিমরন গোপাল।
সভ উপর হোবত কিরপাল ॥
আপি দৃঢ়ৈ অবরহ নাম দৃঢ়াবৈ।
নানক ওহ বৈষ্ণবী পরমগতি পাবৈ ॥২

সেই বৈষ্ণব, যার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন।
তিনি বিষ্ণুমায়া হইতে ভিন্ন।
তিনি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া যান।
তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল
কোন ফলেরই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না।
তিনিও কেবল ভক্তি কীর্ত্তনেই মগ্ন থাকেন।
তাঁহার শরীর এবং মন কেবল গোপালের
স্মরণেই নিযুক্ত।
সকলের উপরেই তিনি দয়ালু।
আপনি দৃঢ় রূপে নামকে ধরিয়া থাকেন
এবং অপরকে নাম জপান।
নানক বলিতেছেন, এমন বৈষ্ণব পরম
গতি পাইয়া থাকেন ॥২

ভগউতী ভগবন্ত ভগতি কা রঙ্গ।
সগল তিয়াগৈ দুসট কা সঙ্গ ॥
মনতে বিনসৈ সগলা ভরম।
করি পূজে সগল পারব্রহ্ম ॥
সাধ সঙ্গি পাপা মল খোবৈ।
তিস ভগউতী কী মতি উতম হোবৈ ॥
ভগবন্ত কী টহল করৈ নিত নীতি।
মন তন অরপৈ বিসন প্রীতি ॥
হরিকে চরণ হিরদৈ বসাবৈ।
নানক ঐসা ভগউতী ভগবন্ত কউ পাবৈ ॥৩

সেই ভাগবত, ভগবানের ভক্তিতে যার
আনন্দ,
যে সকল প্রকার দুষ্ট সঙ্গ ত্যাগ করে,
যে মন হইতে সকল ভ্রম নাশ করে,
যে সকল বস্তুতে পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা
করে,
এবং যে সাধুসঙ্গে পাপের মল দূর করে।
সেই ভক্তেরই মতি উত্তম হয়,
সে ভগবানের সেবা নিত্য নিত্য করে,
সে শরীর মন বিষ্ণুর প্রীতিতে অর্পণ
করে,
সে হরির চরণ হৃদয়ে ধারণ করে।
নানক বলিতেছেন, এইরূপ ভক্তই ভগ-
বান্‌কে লাভ করেন ॥৩

সে পণ্ডিত যো মন পরবোধৈ।
রাম নাম আতম মহি সোধৈ ॥
রাম নাম সার রস পীবৈ।
উস্ পণ্ডিত কৈ উপদেশ জগ জীবৈ ॥
হরি কি কথা হিরদৈ বসাবৈ।
সে পণ্ডিত ফির যোনি ন আবৈ ॥
বেদ পুরাণ সিমৃত বুঝৈ মূল।
সুতম মহি জানৈ অস্থূল ॥

চাহ বরনা কউ দে উপদেশ।
নানক উস পণ্ডিত কউ সদা আদেশ ॥৪

সেই পণ্ডিত যে মনে সন্তোষ রাখে এবং
যে আপনাকে শোধন করিবার জন্য রাম-
নাম করে।

যে রাম-নাম সার রস পান করে,
সেই পণ্ডিতের উপদেশে জগৎ বাঁচিয়া
থাকে।

যে পণ্ডিত হরি-কথা হৃদয়ে বসায়,
সে আর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না।
সে বেদ পুরাণ ও স্মৃতির মূলকে বুঝিতে
পারে,

সে সূক্ষ্মমধ্যে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে,
সে চারি বর্ণকে উপদেশ প্রদান করে।
নানক বলিতেছেন, সেই পণ্ডিতকে সদা
নমস্কার ॥৪

বীজ মন্ত্র সরব কউ গয়ান।
চাহ বরনা মহি জপৈ কেউ নরম ॥
যো যো জপৈ তিসকী গতি হোয়।
সাধ সঙ্গি পাবৈ জন কোয় ॥
হরি কিরপা অন্তরি উর ধারৈ।
পশু প্রেত মুখদ পাথর কউ তারৈ ॥
সরব রোগ কা ঔষধ নাম।
কলিয়ার কৃপ মঙ্গল গুণ গাম ॥
কাহু যুগত কি তৈ ন পাই ঐ ধর্ম্ম।
নানক তিস দিবৈ যিস লিখিয়া ধুর কর
মি ॥৫

বীজ মন্ত্র সকল জ্ঞানের সার।
চারি বর্ণের মধ্যে ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ
নাম জপ করে।
যে জপ করে তার গতি হয়।
সাধুসঙ্গে কোন কোন ভাগ্যবান্ নাম
লাভ করে।
নাম ব্রহ্ম কৃপা করিয়া হৃদয়ে স্থান গ্রহণ
করেন,
পশু, প্রেত, মুখ এবং পাথরকে তরান।
নাম, সকল রোগের ঔষধ।
ইহা কল্যাণকর এবং মঙ্গলের আধার।
কোন প্রকার যুক্তি বা ধর্ম্মকার্য্যে আসল
ধর্ম্ম লাভ হয় না।
নানক বলিতেছেন, সেই সে বস্তু লাভ
করে, যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ॥৫

যিসকে মনে পার ব্রহ্ম কা নিবাস।
তিসকা নাম সতি রামদাস ॥
আতম রাম তিস নদরী আয়া।
দাস দসংতণ ভার তিন পায়া ॥
সদা নিকট নিকট হরি জান।
সোদাস দরগহ পরবান ॥
অপুনৈ দাস কউ আপি কিরপা করৈ।
তিস দাস কউ সভ সোঝি পরৈ ॥
সগল ৎংগি আতম উদাস।
ঐসী যুগতি নানক রামদাস ॥৬

যাঁর মনে পরব্রহ্মের বাস,
তাঁর নাম সত্য রামদাস।
আত্মারাম তাঁর দৃষ্টিপথে আসেন।
সেই ভক্ত দাসের দাস হয়ে তাঁহাকে লাভ
করেন।
তিনি হরিকে সর্ব্বদা নিকটে বলিয়া
জানেন।
সেই দাস ভগবানের দ্বারে সম্মানিত হন।
প্রভু আপনার দাসকে আপনি কৃপা
করেন।

সেই দাসের দৃষ্টিপথে সকল বস্তু আসে।
তিনি সকলের মধ্যে থাকেন অথচ নিঃসঙ্গ।
নানক বলিতেছেন, রামদাসের এইরূপ
মুক্তি ॥৬

প্রভু কি আজ্ঞা আতম হিতাবৈ।
জীবন মুকতি সোউ কহা বৈ॥
তৈসা হরখ তৈসা উস শোগ।
সদা অনংদ ওহ ন বিয়োগ॥
তৈসা সুবরণ তৈসা উস মাটি।
তৈসা অমৃত তৈসী বিখ খাটী।
তৈসা মান তৈসা অভিমান।
তৈসা বংক তৈসা রাজন॥
যো বরতায় সাই মুগত।
নানক উহু পুরুষ কহিয়ে জীবন মুকত ॥৭

যে আত্মার হিতের জন্য প্রভুর আজ্ঞার অনুসরণ করে, তাহাকে জীবনমুক্ত বলে।
তাহার পক্ষে যেমন হর্ষ তেমনি শোক,
সে সদাই আনন্দে মগ্ন, ভগবান হইতে
বিচ্যুত হয় না।
তার কাছে সুবর্ণ এবং মাটি সমান।
তার কাছে অমৃত এবং বিষ সমান।
তার কাছে মান এবং অপমান দুই সমান।
তার কাছে যেমন ভিখারী তেমনি রাজা।
যার এইরূপ মুক্তি আছে,
নানক বলিতেছেন, সেই জীবনমুক্ত ॥৭

পার ব্রহ্মকে সগলে ঠাউ।
নিত নিত হৃদয় রাখৈ তৈসা ভিন নাউ॥
আপে করণ করাবন যোগ।
প্রভ ভাবৈ সেই ফুনি হোতা॥
পসারিয়ো আপ হোয় অনন্ত তরঙ্গ।
লখে ন জাহি পারব্রহমকে রঙ্গ॥
যৈসী মত দেয় তৈসা প্রগাশ।
পারব্রহম করতা অবিনাশ॥
সদা সদা সদা দয়াল।
সিমর সিমর নানক ভয়ে নিহাল ॥৮

পরব্রহ্মের আবাস সকল স্থান।
যেমন যেমন স্থানে জীবকে রাখেন,
তেমনি তেমনি নামকরণ করেন।
তিনি আপনিই সৃষ্টি করিতে পারেন এবং
সৃষ্টি করেন।
যাহা তিনি ভাবেন, তাহাই হয়।
তিনি আপনাকে প্রসারিত করিয়া অনন্ত
হন।
তাঁহার রঙ্গ মনে ধারণা হয় না।
যার যতটুকু বুঝিবার শক্তি দেন সে তত-
টুকু বুঝে।
সেই কর্ত্তা পরব্রহ্ম অবিনাশী।
নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা
করিয়া কৃতার্থ হইলাম ॥৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী।)

ধৈর্য্য।

"তরোরিব সহিষ্ণুনা"।

তরুর ধৈর্য্য কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন? গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অগ্নিদাহে—তরু দহ দগ্ধ হইতেছে, বৃক্ষ অটল ভাবে দণ্ডায়মান—ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতেছে—দারুণ শীতের নিহারে তাহাকে পত্রহীন করিয়াছে—অবাক্। কিন্তু বৃক্ষ সমুদয় শক্তি দিয়া পৃথিবী ধরিয়া আছে এবং সজোরে রস আকর্ষণ করিতেছে। বসন্তের মৃদু মলয় ভ্রমরগুঞ্জন—বিশ্বাসী জীবন তো এইরূপ হইবে।

১। আমরা যে সংসারে বাস করিতেছি, এখানে নিজের ইচ্ছামত সব কার্য্য হয় না, পদে পদে আমাদের ইচ্ছা বিফল হয়। ধৈর্য্য ধর।

২। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, বিপদ, এত ধৈর্য্য ধরা।

৩। পরিবার, জনসমাজ, লোক সকলের সঙ্গে ব্যবহার।

৪। ধৃতি ক্ষমা দমোস্তেয়ং—অধিকাংশ ধৈর্য্য শিক্ষা।

৫। ধর্ম্ম সংগ্রামের ব্যাপার—পরীক্ষা।

সুশীলেরা ধর্ম্ম করেন—স্বর্গরাজ্য তাঁহাদের।

সাধু লোকের জীবনে ধৈর্য্যের দৃষ্টান্ত—বিশিষ্ট।

ঈশ্বরের ধৈর্য্য। আমরা এক একটী পাপ করি তাঁহাকে আঘাত করিয়া।

স্ত্রীলোকের সতীর পতির প্রতি এক মন। তাহার রাগ, হিংসা, সহস্র দোষ থাকিলেও সে সতী।—

ঈশ্বরকে আপনার গতি মুক্তির কারণ বলিয়া যে একমনে তাঁহাকে চায়, সেই ভক্ত, তাহার আর সহস্র দোষ থাকিলেও সে ভক্ত। এক নিষ্ঠা—

মানুষ নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যে যে অবস্থায় থাকুক, তাহাতেই সে ঈশ্বর সাধনে অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু সৎপতির অনুগত হইলে রমণী যেমন তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরে তদ্গতচিত্ত হইলে সকল দোষ গিয়া প্রাণ বিশুদ্ধ হয়।

সত্যং শিবং সুন্দরং দেবতাতে যে অনুরক্ত হয় অসত্য, অকল্যাণ, অপ্রেম লইয়া সে সুখী হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার আপনার চরিত্রকে পবিত্র করিবার জন্য ব্যাকুলতা হয়।

দুরন্ত ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগণকে বলদ্বারা দমনের আশা বিফল, কিন্তু প্রেমের আকর্ষণে হয়। বন্য হরিণকে বাটগড়ায় পুরিয়া প্রহারে স্থির করা যায় না, কিন্তু বংশীর ধ্বনিতে সে এমন মুগ্ধ হয় যে, প্রহারেও নড়ে না।

একনিষ্ঠ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান, ক্রমে মধুর হয়, প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন পাপের সংস্পর্শ ভাল লাগে না।

প্রেমময়কে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে হইলে ইহাকে নির্ম্মল করিতে হয়, তাঁহাকে মলিন হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহাকে অসুখী করিতে ক্লেশ অনুভব কর।

আত্মহারা হইয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ কর।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালুসাই প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বস্তুর আবশ্যক :—

	টা	আ	পা
ময়দা ২॥০ সের, মূল্য	০	৪	০
ঘৃত ৩ সের (মিশ্রি ঘি)	১	১৫	০
চিনি ২॥০ সের	১	৪	০
গন্ধ দ্রব্য	০	০	১
জ্বালানী কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৩	৮	১

উক্ত উপকরণে দশ সের বালুসাই প্রস্তুত হইবে। ময়রা টাকায় ২॥০ সের এবং ফেরিওয়ালা সওয়া দুই সের বিক্রয় করিয়া থাকে। ময়রা পৌনে আট আনা এবং ফেরিওয়ালা সাত আনা লাভ করিয়া থাকে।

পাঁড়া প্রস্তুতের উপকরণ :—

	টা	আ	পা
খির (জমাট বাঁধা) সওয়া ছয় সের দাম	২	৩	০
চিনি ৫ সের	২	৮	০
পেস্তা ২ ছটাক	০	১	২
জ্বালানী কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	১৩	২

উক্ত উপকরণে ১১ সের পাঁড়া প্রস্তুত হইবে। ময়রা টাকায় দুই সের এবং ফেরিওয়ালা পৌণে দুই সের বিক্রয় করে। এই হিসাবে ১১ সেরে ময়রার লাভ সাড়ে দশ আনা এবং ফেরিওয়ালার সাড়ে বার আনা।

লাড্ডু খাইতে মন্দ নহে। তবে বাঙ্গালীর রুচি অনুরূপ। হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে লাড্ডুর আদর অধিক। ইহার উপকরণাদি :—

	টা	আ	পা
বাদাম ৪ সের মূল্য	০	৪	০
ঘি ৩ সের ২ ছটাক (খারাপ)	২	০	২
চিনি ২ নম্বরের ৫ সের	১	৯	০
কিস্‌মিস্‌	০	৪	০
জ্বালানী কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	২	২

উক্ত উপকরণে সাড়ে ১২ সের লাড্ডু প্রস্তুত হইবে। ময়রা স্বয়ং বিক্রয় করিলে টাকা প্রতি ২৩০ সের লাড্ডু বিক্রয় করে এবং ফেরিওয়ালা সওয়া দুই সের। ইহাতে ময়রার লাভ সাড়ে তের আনা ও ফেরিওয়ালার সাড়ে আট আনা।

লুচিকে পুরী বলে। বাঙ্গালা দেশে লুচির উপকরণ ময়দা কিন্তু এদেশে আটা। আটার লুচি খাইতে সুস্বাদ নহে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে। এদেশে কিন্তু পুরীর আদর খুবই অধিক। পুরী ক্রয় করিলেই তাহার সহিত তরকারীটা পাওয়া যায়। তরকারীটা ফাও।

পুরী প্রস্তুতের উপকরণ :—

	টা	আ	পা
আটা ১৪ ছটাক মূল্য	০	১	০
ঘি আড়াই ছটাক	০	১	২
তরকারীর জন্য শাক সব্জি ও আচার	০	০	১
জিরা	০	০	১
জ্বালানী কাষ্ঠ	০	০	১
মোট	০	৩	১

উক্ত উপকরণে দেড় সের পুরী প্রস্তুত হইবে। ময়রা সাড়ে চারি আনায় এক সের পুরী বিক্রয় করে, তাহাতে তাহার চারি আনা লাভ হয়। ফেরিওয়ালা পাঁচ আনায় এক সের বিক্রয় করে, তাহাতে তাহার লাভ নয় আনা।

ময়রা মিষ্টান্নের কড়া ধৌত করিয়া ফেলিয়া দেয় না। ধৌত পদার্থটা জমা করিয়া তাহা হইতে সির্কা প্রস্তুত করে। সেই সির্কা দ্বারা তাহাদিগের চাটনি বা আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সির্কা প্রস্তুতের প্রণালী এই :—যত রস তাহার দ্বিগুণ জল মিশ্রিত করিয়া একটা নাদে ভরিয়া মাটীতে পুঁতিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় নাদটী মৃত্তিকামধ্যে পাঁচ মাস কাল প্রোথিত থাকে। মধ্যে এক দিন তৃতীয় মাসের অন্তে নাদটী উঠাইয়া পদার্থটি ছাঁকিয়া লয়। নাদে যদি পদার্থটী পৌণে দুই মাস থাকে, তবে তাহা হইতে এক মণ উত্তম সির্কা এবং ত্রিশ সের মধ্যম সির্কা পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তটির দর চারি পয়সায় এক সের এবং শেষোক্তটীর দর দুই পয়সা।

ময়রারা বাতাসাও প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাঁচা চিনি এক মন কিনিয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া কড়ায় চড়াইয়া দেয়। যখন তাহা ফুটিয়া ফুটিয়া গাঢ় হইয়া আইসে, তখন তাহা হইতে কিয়দংশ লইয়া একটা ছোট কড়াইতে রাখে। এই ছোট কড়াই "দোহরা" নামে খ্যাত। ইহাতে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা লম্বা হাতল থাকে। রসটাকে দোহরায় পুনরায় পাক করা হয়। যখন তাহা গাঢ় হইতে আরম্ভ হয় তখন ময়রা দোহরাকে উত্তোলিত করিয়া "কতরণীর" সাহায্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতলের গাত্রে কাটিতে থাকে। "কতরণী" একপ্রকার ছুরির নাম। নিম্নদেশে এক খানা কাপড় পাতিয়া

জমান যায়। উত্তম রসটায় বাতাসা হইয়া থাকে। যে রসটা বাকী থাকে তাহাকে কড়াতে জমিতে দেওয়া হয় এবং তৎপরে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া সুতার ন্যায় টানা হয়। এইরূপে তাহা দড়ির ন্যায় হইয়া যাইলে পরে তাহাকে কাটিয়া লওয়া হয়। ইহাই খুটিয়া নামে খ্যাত। বাতাসা প্রস্তুত করিতে যে কাঁচা চিনি ব্যবহৃত হয় তাহাতে মণ প্রতি সাড়ে চারি সের বাতাসা প্রস্তুত হইলে ক্ষতি হইয়া থাকে। দেড় মণ কাঁচা চিনির মূল্য ১৪ টাকা মণ হিসাবে ২১ টাকা পড়ে। ঘুঁটে খরচ ৪ আনা এবং বাতাসা অন্যান্য দোকানে যোগাইবার জন্য চারিজন চাকরের আবশ্যক হয়। প্রত্যেক জনের পারিশ্রমিক দুই আনা হিসাবে ৮ আনা পড়ে। সর্ব্ব শুদ্ধ খরচ ২১ টাকা ১২ আনা। ইহাতে সওয়া ষাট সের বাতাসা ও পৌনে চারি সের খুটিয়া প্রস্তুত হইবে। টাকা প্রতি ২৷৷০ সের বাতাসা বিক্রয় হইলে ২৪ টাকা ৪ আনা ৯ পাই দরে বিক্রয় হইবে। খুটিয়া টাকায় পাঁচ সের বিক্রয় হয়। এই হিসাবে পৌনে চারি সের খুটিয়ার দাম ১২ আনা। সর্ব্বশুদ্ধ বিক্রয়ের দাম ২৫ টাকা ৯ পাই।

আচার বিক্রেতা, আচার, চাটনি ও মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সোহারা, কিসমিস্, লেবু, কাঁঠাল, আদ্রক, শালগম, শশা, পেঁপে, কমলা লেবু, পেটা, আমলকী, হরিতকী, নাসপাতী, বিবি, বাঁশ, সেব, আনারস, পেয়ারা, তেঁতুল প্রভৃতি উক্ত বস্তুর উপাদান স্বরূপ হইয়া থাকে। সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে চিনি ও লেবুর রসের আবশ্যক হয়। শেষোক্তটী পূর্ব্বোক্তটির সহিত মিশ্রিত করা হয় না। সেবের চাটনি হইলে চিনির রসের সহিত লেবুর রসের সংমিশ্রণ আবশ্যক।

এক সের মোরব্বার মূল্য বস্তু বিশেষে ৮ আনা, ১২ আনা এবং ১ টাকা। আদ্রকের মোরব্বা ১২ আনায় সের। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে তিন পোয়া খাঁড় (চিনি) ও আধ সের আদার আবশ্যক। পূর্ব্বোক্তটী ৫ আনায় ও শেষোক্তটি দুই আনায় পাওয়া যায়। চিনিকে সওয়া দুই সের জলে মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। যতক্ষণ না রসটা গাঢ় হইয়া হাতায় লাগে ততক্ষণ উহা অগ্নির উত্তাপে রাখা আবশ্যক। যখন দেখিবে রসটা হাতার গায়ে এমন ভাবে লাগিয়াছে যে তাহা টানিয়া উঠাইতে পারা যায় তখনই জানিবে রসটা ঠিক হইয়াছে। আদাকে তৎপরে জলে সিদ্ধ করিয়া যখন নরম ও অনাবিল দেখিবে তখন উক্ত রসে ফেলিয়া দিবে। এক পয়সার কেওড়া তাহাতে মিশ্রিত করিলেই বেশ সুগন্ধ বিশিষ্ট হইবে। এই মোরব্বায় সওয়া সাত আনা খরচ পড়ে। ইহাতে জ্বালানী কাষ্ঠের খরচ আরও এক আনা যোগ কর। সর্ব্বশুদ্ধ খরচ সওয়া আট আনা। মোরব্বাটী বিক্রয় হইবে বার আনায়।

গৃহ কর্ম্ম।

নারিকেলের পরমান্ন।

প্রথমতঃ একটী নারিকেল উপর উপর কুরিয়া লইয়া (এমন ভাবে কুরিতে হইবে যেন তলার খোলা না বাহির হয়) উহা পরিষ্কার শিলে মিহি করিয়া বাঁটিয়া লও, অর্দ্ধ পোয়া ছানা বাঁটিয়া পৃথক রাখ, অর্দ্ধ ছটাক বাদাম, এক ছটাক কিস্‌মিস ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইয়া, বাদাম ভাজাগুলিকে কুচাও, তৎপরে এক সের দুগ্ধ এক পোয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া ঘন করিয়া জ্বাল দাও। অল্প ঘন হইয়া আসিলে সেই দুগ্ধে ভাজা বাদামের কুচি ও কিস্‌মিস্‌গুলি ফেলিয়া দিয়া একবার ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে ছানা বাটাটী ফেলিয়া দিয়া হাতা দ্বারা মিশাইয়া দাও। ছানা বেশ মিশিয়া যাইলে পর নারিকেল ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে উহা ঘন আটার ন্যায় হইয়াছে তখন নামাইয়া লইয়া তাহাতে আরও অর্দ্ধ ছটাক বাদাম বাটা মিশ্রিত করিবে। পরে উহাতে দুইটি বড় এলাইচের গুঁড়া ও অল্প পরিমাণে কর্পূর ছড়াইয়া দিবে। কর্পূর বেশী দিলে তিক্ত হইয়া যাইবে।

যে পরিমাণে দুগ্ধ লওয়া হইবে, সেই পরিমাণে অন্যান্য জিনিষগুলিও লইতে হইবে।

চোষির পরমান্ন।

এক ছটাক ময়দা জল দিয়া মাখিয়া ছোট ছোট ধানের ন্যায় পুলির আকারে পাকাইতে হইবে, তৎপরে সেইগুলি রৌদ্রে শুকাইবে। এই শুষ্ক ময়দার পুলি গুলিকে চোষি বলে। চোষি গুলিকে ঘৃতে ভাজিয়া রাখিবে, এমন ভাবে ভাজিতে হইবে যেন লাল না হইয়া যায়। এদিকে এক সের দুগ্ধ আগুণে চড়াইয়া তাহাতে চিনি তিন ছটাক ও কিস্‌মিস্‌ এক ছটাক দিয়া দিবে। দুগ্ধ যখন মরিয়া তিন পোয়া আন্দাজ হইবে তখন চোষিগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিবে। চোষিগুলি দুগ্ধের সহিত ফুটিয়া ফুটিয়া যখন দুগ্ধ ঘন আটার ন্যায় হইবে তখন নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে বাদাম অর্দ্ধ ছটাক, পেস্তা সিকি ছটাক কুচাইয়া ফেলিয়া দিবে। শেষ কালে অল্প পরিমাণে গোলাপ জল উপরে ছড়াইয়া দিলেই অতি উপাদেয় রসনার তৃপ্তিকর পরমান্ন প্রস্তুত হইবে।

এক সের দুধের পরমান্নের অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ উপরে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী হইবে।

প্রবীনা গৃহিণী শ্রী ন—স।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। মনুষ্য।

২। চিন্তা॥

সমালোচনা।

বঙ্গ মহিলা—বৈশাখ ১৩২২ সাল, ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ—দ্বীপাঠা মাসিক পত্রিকা। শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রবন্ধগুলি মহিলাদিগের উপযুক্ত। পত্রিকা খানি স্থায়ী হইলে নারীগণের সেবা করিতে সক্ষম হইবে আশা করা যায়।

নূতন সংবাদ।

স্বর্গীয় এ, শ্রীনিবাস রাও মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী শকুন্তলা বাই স্বামীর স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনার্থ মহীশূর রাজ্যে নিরন্ন পিতৃ-মাতৃহীনদিগের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন।

২। গত বৎসরের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ড জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এ বৎসর ৪ঠা আগষ্ট সমগ্র দেশময় মঙ্গলানুষ্ঠান হইয়াছে।

৩। সম্প্রতি পাতিয়ালায় মার্ব্বেল প্রস্তরের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে খনি হইতে প্রস্তর তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই খনি হইতে নানারূপ বিচিত্রবর্ণ প্রস্তর পাওয়া যাইতেছে।

৪। বালেশ্বর, পটুয়াখালি প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক স্থান জল প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানের লোকদিগের কষ্ট দূরীকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট ও সদাশয় জমীদারবর্গ যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

৫। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল ঢাকার সেবাশ্রমে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। গোলা নির্ম্মাণের নিমিত্ত বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি যন্ত্র দিয়াছেন।

৭। কুমারী নাইটিঙ্গেল ইউরোপে যে সেবাধর্ম্মের মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি রাজকুলের মহিলারাও

সেই মহান আদর্শের অনুসরণ করিয়া সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। রুষ সম্রাজ্ঞী ও তাঁহার কন্যাগণ যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সেবা করিতেছেন। ইংলণ্ডের রাজপরিবারস্থ মহিলাগণও এই কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

ভূত না মানুষ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দনী—বন্দিনী।

চন্দনী বন্দিনী হইয়া এই অপরিচিত স্থানে আনিত হইয়াছেন। কতক্ষণ তিনি বন্ধন দশায় ছিলেন ও অজ্ঞান হইয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিন্তু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াই দেখিলেন, তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া বসিলেন। তিনি একখানি ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে শায়িতা ছিলেন। ঘরখানি নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। শয্যাতে কাঠিন্যতা অথবা দুর্গন্ধ ছিল না। তিনি উপবেশন করিয়াই আহারের উপযুক্ত নানাবিধ সামগ্রী দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ক্ষুধা ও পিপাসা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তিনি পানাহার না করিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে গৃহ হইতে বহির্গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি শীঘ্রই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহের পশ্চাৎদিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তথাকার নির্জ্জন প্রকৃতির অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রকৃতির নির্জ্জনতার অংশটুকু বিধাতা কি স্বর্গীয় মধুরতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন! এই স্থানের নির্জ্জন সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই মনে প্রাণে ঈশ্বরের সত্তা জাগাইয়া তোলে। তদ্দর্শনে চন্দনীর প্রাণে ঈশ্বর ভক্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি ভগবানের নিকট এইরূপে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

যদি তুমি না দেও দেখা
তাতে কোন ক্ষতি নাই।
দান করি নাম সুধা
বিনাশ করেছ ক্ষুধা
অধম অধমাধম
ধন্য হইয়াছি তাই।
পাপ পরিশুন্য হয়ে
গাহিব আনন্দ ভরে
নিরজনে নিরিবিলি
প্রেমাশ্রু পড়িবে গলি।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

তাহার নয়ন বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। ইহার একটু দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছিল। চন্দনীর দৃষ্টিপথে তাহা পতিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে সেই নদীর তীরাভিমুখে চলিলেন। কেহই তাঁহার গমনে বাধা দিল না সত্য কিন্তু

একজন বলবান বলিষ্ঠকায় যুবা পুরুষ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনী সেই পশ্চাৎবর্ত্তী যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আপনার দুরবস্থার বিষয় সম্যক বুঝিতে পারিলেন। তিনি আপন বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত তিক্ষ্ণ ছুরি খানি বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, কারণ ইতিপূর্ব্বেই অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা অপহৃত হইয়াছিল। তিনি নিরাশ হইলেন।

তথা হইতে নদীর সৈকত ভূমি পরিষ্কৃত ভাবে দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি সেই দিকে চলিলেন। স্থানে স্থানে কুঞ্জ কাননের মধ্যস্থিত পুষ্প-বিথিকাগুলি দিক দিগন্তের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছিল। চন্দনী চলিলেন—দ্রুতবেগে নদী তীরাভিমুখে চলিলেন যখন তিনি নদীর সৈকত ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিতে লাগিলেন এবং ঘর্ম্মজলে তাঁহার বসনাদি অত্যধিক পরিমাণে সিক্ত হইতেছিল। তখনও সেই কল্লোলমুখরিত বেলাভূমি পশ্চিমাকাশস্থ রবির অপরিসীম আলোক সাগরে একেবারে ডুবিয়া যায় নাই। চন্দনী ঘর্ম্মাক্ত শরীরে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন পাঁচজন অতিশয় বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি তাঁহার কুড়ি হাত দূরে অবস্থান করিতেছে।

চন্দনী আশ্চর্য্য হইলেন ইতি পূর্ব্বে একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অতিরিক্ত চারিজনের আগমন তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এই সব দর্শন করিয়া তিনি ভালরূপেই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি বন্ধন মুক্ত হইলেও এই লোকদিগের দ্বারা প্রকারান্তরে বন্দিনী হইয়াছেন। চন্দনী নদী সৈকতে উপবেশন পূর্ব্বক নীরব নিস্পন্দ হইয়া সময় যাপন করিতে লাগিলেন। পলাইবার একটুও চেষ্টা তাঁহার মনে উদয় হইল না। কারণ তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার পলাইবার চেষ্টা সম্যকরূপে বৃথা হই যে তিনি পলাইতে চেষ্টা করিলেই ঐ বলবান যুবকগুলি আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবে। যখন সূর্য্যালোক সম্যকরূপে তেজপ্রাপ্ত হইল, বেলাস্থিত বালুকাগুলি উজ্জ্বল রজত খণ্ডের ন্যায় চক্‌চক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, তখনও পর্য্যন্ত চন্দনী উপবিষ্টা রহিলেন একবারও উঠিলেন না অথবা পানাহারের চেষ্টা করিলেন না। চিন্তায় তখনও তাহার শরীর বহিয়া ঘর্ম্মজল পড়িতেছিল। এই ভাবে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। সায়াহ্ন আসিতেছে তথাপি চন্দনীর চৈতন্য নাই। সম্পূর্ণ বিদেশ, অতি নির্জ্জন নদীর সৈকত, শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা, সম্মুখে অন্ধকার রজনী, তিনি একাকিনী।

বামারচনা।

তুমি।

২

তুমি যে আমার জীবন কাননে
মধুর বসন্ত হেন,
তুমি যে আমার হৃদয়-গগনে
শারদ চন্দ্রমা যেন।

২

তুমি যে আমার মরম বীণার
উষার পুরবী তান।
তুমি যে আমার অন্তর রাজ
প্রাণের হৃদয়ে প্রাণ।

৩

তুমি যে আমার নয়নে নয়ন
লক্ষ্য পথে ধ্রুব তারা,
তুমি যে আমার হরষ আরাম
কিবা স্নিগ্ধ সুধা-ধারা।

৪

তুমি যে আমার সাধনার ধন
স্বর্গ, মোক্ষ, ধ্যান, জ্ঞান।
তোমারি মূরতি ধরিয়া হৃদয়ে
লভিব যে নির্ব্বাণ।

"শিশির" রচয়িত্রী।

শ্মশান।

মরতের ধূলা খেলা এখানে ফুরায়।
মানবের দিন শেষে,
উপনীত হেথা এসে,
জীবন স্বপন সুখ যবে ভেঙ্গে যায়।
যবে দেহ অচেতন।
অবশ ইন্দ্রিয়গণ।
মায়ার দৃঢ় বন্ধন বাঁধেনা হিয়ায়।
ভবলীলা অবসানে,
সেই দিন এই স্থানে,
অন্তিম শয়ানে লভে অনন্ত নিদ্রায়,
লুকায় মানব নাম শ্মশান ছায়ায়।

কে বলে শ্মশান তুমি ভীষণ দর্শন।
উন্মুক্ত তোমার দ্বার।
অবারিত অনিবার।
পশিছে মানব নিত্য মুদিত নয়ন।
জীবনের শেষ দিনে,
ত্যজিয়া স্বজনগণে,
তোমার ভবনে করে আশ্রয় গ্রহন।
তুমি প্রিয় বন্ধুবর,
দিয়া সূক্ষ্ম কলেবর,
পাঠাও মানবে সেই শান্তি নিকেতন।
শ্মশান! তোমার মত বন্ধু কে এমন।

তুমি চির শান্তিময় সুখের আগার।
নাহি হেথা কোলাহল,
অশান্তির দাবানল,
নাহি হিংসা, অভিমান, মিছা অহঙ্কার।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান,
কি শান্ত তোমার প্রাণ,
কি শান্ত হৃদয় তব অনন্ত উদার।
না থাক কুসুম বন,

না থাক সে সমীরণ,
না থাক কুটন্ত ফুলে মধুপ ঝঙ্কার।
শশ্মান! তুমিই তব শোভার ভাণ্ডার।
থাকনা শশ্মান মাঝে পিশাচের দল,
শৃগাল গৃধিনীগণ,
থাকুক না অগনন,
জুড়িয়া শশ্মান বক্ষ করি কোলাহল।
মানব গৃধিনী লয়ে,
সংসার শশ্মান চেয়ে,
শত গুণে ভাল এই শশ্মানের স্থল।
শশ্মান বিধৌত করি,
পতিতে হৃদয়ে ধরি,
জননী জাহ্নবী বহে পবিত্র নির্ম্মল।
কে বলে শশ্মান তুমি ভীষণ কেবল

শ্রীমতী উষা প্রমোদিনী বসু

পূর্ণিমা-নিশিথে।

১

অয়ি হাসিভরা শশী,
অনন্ত গগন তলে,
আনন্দে ভেসেছ ভাসি
কি পেয়ে ও হৃদিতলে?

২

এত হাসি হেসে কেন
সবারে ভুলাতে চাও?
কি পেয়ে মজেছ হিয়ে
কারে না বুঝিতে দাও?

৩

এই কি তোমার শশী,—
এই কি উচিত ভাই?
নিজে কি আনন্দে ভাস
কারে কি জানাতে নাই?

৪

বল শশী বল মোরে
নীরবে রয়েছ কেন?
আমারে জানায়ে কিগো
ব্যথিত হইবে প্রাণ?

৫

হেরিলে তোমার কায়
সকলি ভুলিয়া যাই,
মনে হয় এ জগতে
দুঃখ বলি কিছু নাই।

৬

চকোর চকোরি সদা
মিশিয়ে তোমার সনে,
কত সুখে ভাসে তারা
তোমারে লভিয়ে প্রাণে।

৭

শরতের শশী তোরে
ক্ষণেক হেরিতে গিয়ে,
জানি না কি ভাবে কোথা
হৃদি যায় মিশাইয়ে

৮

অনন্ত গগনে থাক
অনন্তের ভাবে মিশে,
আমার প্রাণের কথা
তুমি কি শুনিবে এসে?

৯

(ও) হৃদয়ের সঙ্গে মাখা
যদি তো লুকান আছে,
কাহারে বলি না বলি—
'পাগলিনী' বলে পাছে।

১০

তাই আজ মনে হয়
(তোরে) জানায়ে প্রাণের আশা,
কি আনন্দ পাব তায়—
লিখিতে নাহিক ভাষা।

১১

(তবে) তুমি যদি নাহি শুন
আর কারে নাহি ক'ব,
নীরবে বসেছি হেথা
নীরবেই স'য়ে র'ব।

১২

ইহাতেও এক বিন্দু
নাহি মোর চক্ষে লেখ,
(তবে) তোমার সৌন্দর্য্য হেরে
(যেন) এ জীবন হয় শেষ।

১৩

ইহা ছাড়া অন্য সাধ
আর কিছু নাহি চিতে,
(তবু) তোমারি মতন যেন
পারি প্রেম বিলাইতে।

১৪

বল শশী তুমি কবি
বড় অভাগিনী আমি,
তবু এই পদ ছায়ে,
মোরে কি রাখিবে তুমি?

১৫

নাহি যদি রাখ কথা
চ'লে যাও পায়ে ঠ'লে,
(আমিতো) সহিতে এসেছি ভবে
সহিয়া যাব চ'লে।

১৬

কিছু যদি নাহি পাবে
আছে তো গো অশ্রু জল?
(কিন্তু) আমারে কাঁদায়ে শশী,
কিবা তব হবে ফল?

১৭

(আমি তো) কাঁদিতে এসেছি ভবে
কাঁদিয়া জনম যাবে,
আমাকে কাঁদায়ে শশী,
কিবা তব ফল হবে?

১৮

আর মোর নাহি ভয়
কিবা তার অশ্রুজলে!
(এই) অশ্রুতে ফোটে যে ফুল
নিভৃতে হৃদয় তলে!

১৯

তাই সদা অশ্রুজল
বড় ভালবাসি আমি,
কেন যে বেসেছি ভাল,
সখি তো গো জান তুমি!

২০

অশ্রু মোর চির বন্ধু
তাই যেন বাসি ভালো,
ফেলিতে ফেলিতে অশ্রু
(যেন) হৃদে জাগে তব আলো।

২১

(আজি) তার কিছু নাহি সাধ
আর কিছু নাহি চিতে
(শুধু) তোমারি মতন যেন
পারি 'প্রেম' বিলাইতে।

শ্রীপ্রি।

৩৭ নং বহুবাজার লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু কর্ত্তৃক ৩৯নং আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 625. September, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে ও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৫ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩২২। সেপ্টেম্বর, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর-অখিল বিধাতা! তুমি চিরকালের পিতা-মাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। তোমার প্রসাদে এই সুদীর্ঘকাল সঙ্কটময় পথ অতিক্রান্ত হইয়াছে। ৫২ বৎসর পর্য্যন্ত তোমারই আশ্রয়ে এ প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে; ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা-সহকারে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি এবং তোমার হস্তে জীবন সমর্পণ করিতেছি। তুমি মাতার ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষা কর, সকল প্রকার শ্রীসৌন্দর্য্যে ও মহদ্‌গুণে বিভূষিত কর। হে বিশ্ববিধাতা, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইষ্ট-লিন।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লেডী ইজাবেল।

একখানি আরাম কেদারায় মাউন্ট সানারিণের আর্ল, উইলিয়াম তাঁহার নবনির্ম্মিত বাটীর সুসজ্জিত পুস্তকাগারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার কেশগুলি সমস্ত শুভ্র, ললাটস্থ চর্ম্ম সকল কুঞ্চিত হওয়ায় মুখখানি অত্যন্ত মলিন দেখাইতেছিল। তাঁহার একখানি পা কুশিন দিয়া বড়ান, সেই পাখানি একটি ভেলভেটের আসনের উপর স্থাপিত ছিল, তাঁহার ঐ পাখানিতে বাত আশ্রয় করিয়াছে বলিতেন; তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যে তিনি অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক

* মিসেস হেমনী উডের রচিত "ইষ্টলিন" নামক উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

তাহাই। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯শের অধিক নয়, তথাপি তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

আর্ল অফ মাউন্ট সাভারিণের চরিত্র ভাল বলিয়া খ্যাত ছিল না। কিন্তু তিনি অসাবধান অপব্যয়ী, জুয়াড়ী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। বৃদ্ধির দোষে তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় মহৎ গুণগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি যদি পূর্ব্বের অবস্থায় থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষে ভাল হইত।

তিনি ২৫ বৎসর (বয়স অবধি) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শৈশব ও পাঠ্যাবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল ছিল। তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বাঙ্গ করিয়া জর্জ্জ ভেন বলিয়া ডাকিত, তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে উইলিয়াম ভেন কালে একজন খুব বড় লোক হইবেন, কারণ তিনি পরিশ্রমী, মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃদ্ধ মাউন্ট সাভারিণের আর্ল তাঁহার একজন আত্মীয় ছিলেন। উইলিয়ম ভেনের আর্ল হইবার সম্ভাবনা কখন ছিল না, কারণ বৃদ্ধ আর্লের তিনজন সবল সুস্থকায় উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু উইলিয়মের সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বেশী দিন জীবিত রহিল না। তাহাদের একজন মৃগী রোগে, একজন আফ্রিকার জ্বরে ও তৃতীয় জন অক্সফোর্ডের নৌকায় প্রাণ ত্যাগ করে এবং আইন অধ্যয়নকারী ছাত্র যুবক "উইলিয়ম, হঠাৎ দেখিলেন তিনি মাউন্ট সাভারিণের আর্ল হইয়াছেন, এবং বৎসরে ৬০ হাজার টাকার আইন সঙ্গত অধিকারী হইয়াছেন।

আর্ল উপাধি লাভ করিয়া উইলিয়মের প্রথম মনের ভাব এইরূপ ছিল যে তিনি কখনও অর্থ অপব্যয় করিতে শিখিবেন না। কিন্তু তাঁহার এ সঙ্কল্প অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। বৎসরের পর বৎসর কিছু কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাহিরের লোকের শত তোষামোদে ও তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। তিনি সকল শ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে মিশিতেন ও সকলের নিকট আদৃত হইতেন। এই সময় তাঁহার নূতন স্বাধীন অবস্থা, ধন ও উপাধির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া ছিলেন, সর্ব্বোপরি তাঁহার মনমুগ্ধকর আচরণ ও সৌম্যমূর্ত্তি বিশেষরূপে আকর্ষনীয় ছিল। দুর্ভাগ্য, পরিণামদর্শী, সহিষ্ণু, দরিদ্র আইন অধ্যয়নকারী ছাত্র উইলিয়ম ভেন তাঁহার সেই নিভৃত বাস স্থানের মধ্য হইতে অকস্মাৎ আর্ল অফ মাউন্ট সাভারিণ হইয়া পূর্ব্বের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে অক্ষম হইলেন। ক্রমে তাঁর ব্যয় এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে দেশস্থ সমগ্র লোকে বলিত তিনি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। আর্লের এই বিপুল সম্পত্তি কখনও এক দিনে নিঃশেষ হওয়া সম্ভব নহে। যাঁর বৎসরে ষাট হাজার

টাকা আর তাঁহাকে কখন একদিনে দরিদ্র করিতে পারে না। আর্ল তাঁহার পুস্তকাগারে বসিয়া আছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স এখন ৪৯ বৎসর। এখনও তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন নাই। এদিকে দৈন বিষে যে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত, বাহিরের কে তাঁহার সে অবস্থা ভেদ করিবে? সাধারণে জানে তাঁহার অবস্থা ভালই আছে. কিন্তু ঋণের করালগ্রাসে তাঁহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া আসিয়াছে।

পুস্তকাগারের টেবিলের উপর তাড়া বাঁধা যে সকল কাগজ ছিল তাহার নিকট বসিয়া আর্ল অতীতের কথা ভাবিতে ছিলেন। তাঁহার সেই নির্ব্বোধের ন্যায় বিবাহ। গ্রেট্না গ্রীনকে সেই ভালবাসা, যতদূর নির্ব্বোধের কাজ হইবার তা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁর সেই হতভাগ্য, অপ্রেম সত্ত্বেও কাউণ্টেস তাঁহার পতিপ্রাণা প্রেমময়ী স্ত্রী ছিলেন। সাধ্বী একটীমাত্র সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। আজ ১৩ বৎসর হইল কাউণ্টেস সেই একটী মাত্র সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদি এই সন্তানটী তাঁহার কন্যা না হইয়া পুত্র হইত তাহা হইলে আজ তাঁহাকে এত চিন্তায় অভিভূত হইতে হইত না। বালক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পথ দেখিয়া লইত, এবং—(চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল)।

একজন ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "প্রভু, একজন ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান"।

আর্ল কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "তিনি কে? তাঁহার নাম লিখাইয়া আন নাই"? তাঁহার পাওনাদারদিগের সম্বন্ধে ভৃত্যদের সাবধান হইয়া চলিবার জন্য শিখান ছিল।

ভৃত্য পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল "প্রভু", এই তাঁর নাম। ইনি "ওয়েষ্টলিনের মিষ্টার কার্লাইল"।

"ওয়েষ্টলিনের মিষ্টার কার্লাইল—" আর্ল গোঁয়াতে গোঁয়াতে এই কথা বলিলেন, কারণ এই সময় তাঁর পায়ের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ছিল। "তিনি কি চান? তাঁহাকে উপরে লইয়া আইস।" ভৃত্য আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল, এবং মিঃ কার্লাইলের সহিত আর্লের আলাপ হইল। কার্লাইল দেখিতে দীর্ঘাকার বয়স অনুমান ২৭ বৎসর, তাঁহার আকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে সৎ লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি মস্তক অবনত করিয়া নম্রতার সহিত ধীরে ধীরে কথা বলিতেছিলেন। তাঁর স্বভাব একটু স্বতন্ত্র রকমের ছিল, সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত অমায়িক বলিত। তিনি তাঁর পিতার স্বভাব পাইয়াছেন লোকে যখন এই কথা বলিত তিনি হাস্য করিয়া বলিতেন তিনি যাহা করেন তাঁহার অজ্ঞাত ভাবেই করেন। তাঁহার আকৃতি অতি সুন্দর, রং একটু ফ্যাকাসে ধরণের, চুলগুলি কাল, সুদীর্ঘ আঁখিপল্লব ও নীল চক্ষু। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। তিনি একজন

আইন ব্যবসায়ীর পুত্র, পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি ভদ্র সন্তানের উপযোগি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। রাগ্‌বিতে শিক্ষা পাইয়া অক্সফোর্ড হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখন আর্লের নিকট একটী প্রয়োজনে আসিয়াছেন।

আর্ল,—মিষ্টার কার্লাইল, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। আমি পায়ের বাথায় জন্য উঠিতে পারি না, এই দারুণ শত্রু আমাকে একেবারে উত্থান শক্তি রহিত করিয়াছে। বসুন। আপনি কি সহরে থাকেন?

কার্লাইল,—আমি এখন ওয়েষ্টলিন হইতে আসিতেছি। আপনার সাক্ষাৎ লাভই আমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?" আর্ল অপ্রসন্ন ভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মনে হইল কার্লাইল বুঝি পাওনাদারদিগের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

মিষ্টার কার্লাইল তাঁহার কেদারা আর্লের নিকট টানিয়া আনিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন।

"মহাশয়, এইরূপ একটি জনরব শুনিতেছি, যে আপনি ইষ্টলিন বিক্রয় করিবেন।"

"মহাশয় এক মুহূর্ত্ত থামুন," আর্ল চীৎকার করিয়া বলিলেন, এবং নিজেও নীরব হইলেন, কারণ তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। বহুক্ষণে উত্তেজিত ভাবে বলিলেন "আপনার কি লোকের সম্মানে আঘাত করা রূপ কোন গুপ্ত অভিপ্রায় আছে, অথবা আপনার প্রশ্নের পশ্চাতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে?"

মিষ্টার কার্লাইল বলিলেন "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

আর্ল "একটী কথা—ক্ষমা করিবেন মহাশয়, আমি সহজ ভাবেই বলিতেছি আমি মনে করিতেছি যে মহাশয়, আমার পাওনাদারদিগের প্রতিনিধি হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন"।

অভ্যাগত উত্তর করিলেন "মহাশয়, আমি জানি উকীলদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন পাওনাদারদিগের জন্যই, কারণ তাহাদের জাতীয় ব্যবসাই তাই, কিন্তু আপনি জানিবেন আমি আপনার নিকট সে দোষে দোষী নই। আমার জীবনে এরূপ অপরাধ কখনও হয় নাই এবং আমি মনে করি কখন হইবেও না"।

আর্ল,—মিষ্টার কার্লাইল, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যদি জানিতেন যে এই সকল লোক আমাকে কিরূপ উত্তাক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোককে সন্দেহ করিলেও আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না। আপনার কি প্রয়োজন এখন বলুন।"

কার্লাইল,—"আমি শুনিলাম ইষ্টলিন গোপনে বিক্রীত হইবে আপনার দালাল এইরূপ অসম্পূর্ণ কথা আমাকে

বলিয়াছিল যদি তাহা হয়, আমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি।"

"কাহার জন্য?" আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কার্লাইল,—"আমার নিজের জন্য।"

"আপনার জন্য!" আর্ল হাস্য করিয়া উঠিলেন। "আপনার ওকালতীর আয় তাহা হইলে মন্দ নয়, মিঃ কার্লাইল।"

কার্লাইল বলিলেন "তাহা নহে," "আমি আমার মাতুলের ও পিতার অনেক সম্পত্তি পাইয়াছি।"

আর্ল,—এ সমস্ত সম্পত্তি ওকালতীর দ্বারা উপার্জ্জন কিনা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

কার্লাইল—না, সব নয়। আমার মাতা তাঁহার বিবাহের সময় কতক টাকা পাইয়াছিলেন এবং আমার পিতা ব্যবসা দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইষ্টলিন আমার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে, উপযুক্ত মূল্য হইলে আমি ইহা ক্রয় করিতে পারি।

লর্ড মাউন্ট বাভারিণ ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। পরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মিঃ কার্লাইল আমার বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে, আমার সমুদয় সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে। এখন ইষ্টলিন খানি কেবল অবশিষ্ট, এখানি আজিও বন্ধক পড়ে নাই। ইহার মত সুন্দর বাড়ী আর কোথাও দেখা যায় না। আপনিও বোধ হয় তাহাই মনে করেন।

আমার স্মরণ হইতেছে ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই বাড়ী ক্রয় করি আপনি তখন ইহার পক্ষে বিপক্ষের উকিল ছিলেন"।

সে আমি নই, "আমার পিতা", মিঃ কার্লাইল হাসিতে হাসিতে বলিলেন। "আমি সে সময় অত্যন্ত ছোট ছিলাম"।

"তাহাই হইবে, আমি আপনার পিতার কথাই বলিতে ছিলাম নগদ কয়েক হাজার টাকা আমার হস্তগত হইলেই আমি ইহা বিক্রয় করিতে পারি, যখন ইহা আমার হস্ত হইতে যাইবেই। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছেন, যদি আমার পাওনাদারগণ জানিতে পারে যে ইষ্টলিন আমি বিক্রয় করিতেছি, তাহা হইলে তাহারা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিবে। আপনি এরূপ ভাবে ইহা লইবেন যেন এ বিষয় সকলের অজ্ঞাত থাকে। আমার কথা বুঝিতে পারিলেন ত"?

মিষ্টার কার্লাইল উত্তর করিলেন "হুঁ"।

কার্লাইল—আপনার এই সম্পত্তির জন্য কত টাকা দর দিয়াছেন?

আর্ল,—আমার কর্ম্মচারী ওয়ারবর্টনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি আপনাকে ঠিক দাম বলিতে পারি না। তবে ৭০ হাজার পাউণ্ডের কম ত নয়ই।

মিষ্টার কার্লাইল "অত্যন্ত বেশী", বলিলেন।

আর্ল উত্তর করিলেন,—"এ মূল্যও তার উপযুক্ত নয়"।

কার্লাইল,—ধারে পড়িয়া বিক্রয় করিলে হইার মূল্য এত অধিক হইতেই পারে না। আমি এইরূপ মনে করিয়াছিলাম, বিচাল্সের নিকট হইতেও এইরূপ আভাস পাইয়াছিলাম যে ইষ্টলিন আপনি আপনার কন্যাকে দিবেন।

আর্ল,—আমি তাহাকে কিছুই দিয়া যাইতে পারিব না।

এইসময় তাঁহার সেই অপরিণামদর্শী বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—"জেনার্ল কনওয়ের কন্যার ভালবাসায় আমি পতিত হই, এবং সেও নির্ব্বোধের মত আমার পথানুসরণ করে। পরে দুই জনেই আমরা এই বুদ্ধি হীনতার জন্য দুঃখ পাইয়াছি। জেনার্ল আমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন,আমিও বলেছিলাম যে আমি অবশ্য তাঁহাকে দেখাব আমি তাঁর মেয়েকে বিবাহ করিতে পারি কি না। এইরূপে আমি তাঁর কন্যা গ্রেটনগ্রীনকে লাভ করি, এবং সে কাউণ্টেস অফ মাউণ্ট সাভারিণ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। এই বিবাহের অপরাধেই সমস্ত নষ্ট হইল। জেনারল যখন তাঁহার কন্যার পলায়নের কথা জানিতে পারিলেন, তখনই তাঁহাকে হত্যা করা হইল"।

"তাঁহাকে হত্যা করা হইল"? মিষ্টার কার্লাইল বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন। "হাঁ" তাহাই। তাঁহার হৃদ্ রোগ ছিল, এবং হঠাৎ এই সংবাদে চিত্তের উত্তেজনায় তিনি মারা পড়েন। আমার হতভাগিনী স্ত্রী এ সময় কি কষ্টই না পাইয়াছিলেন। তাহার পিতার মৃত্যুর জন্য সেই সম্পূর্ণ দোষী। এবং আমি বিশ্বাস করি তাঁহার নিজের মৃত্যুও এই কারণেই হয়। এক বৎসরের মধ্যে সে পীড়িত হইয়া পড়ে, ডাক্তারেরা বলেন যে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছিল। বাস্তবিক এ রোগ হইবার আর কোন কারণ ছিল না, তাঁহাদের বংশেও এ রোগ কাহার ছিল না। এরূপ বিবাহে কোনও সুখ পাওয়া যায় না। আমি অনেক স্থলে অনেক লোককে দেখিয়াছি যে এই অপরাধের জন্য তাহাদের পরে দুঃখ পাইতে হইয়াছে"। মিঃ কার্লাইল দেখিলেন, আর্ল নীরব হইয়া সেই চিন্তাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

আর্ল,—আমি কন্যার জন্য যে কিছু রাখিতে হইবে জানিতাম, কিন্তু রাখি নাই। আমার স্ত্রীর কোন বিষয় সম্পত্তি ছিল না। আমিও অত্যন্ত ব্যয় করিতাম। আমরা তখন আমাদের ভাবি সন্তানের জন্য ভাবি নাই ও কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখি নাই। মিঃ কার্লাইল, একটা প্রবচন আছে, সেটী এই যে, যে কাজটা যখন হ'ক করা যাইতে পারে, এরূপ যদি হয় সে কাজ কখনও সম্পন্ন হয় না"।

কার্লাইল মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন "এ কথা সত্য"।

আর্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই কারণেই আজ আমার কন্যা কপর্দ্দক হীনা। তার জন্যই আমার এখন ভাবনা। আমি এমন মূঢ়, আজ যদি আমি মারা যাই, আমার কন্যা কোথায় দাঁড়াইবে তাহার ঠিক নাই। তবে আমার এই একমাত্র আশা আছে যে, সে ভাল পাত্রে বিবাহিতা হইবে. কারণ সে ইংরাজ মহিলাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সুন্দরী বলিয়া খ্যাত। সে সুশিক্ষিতা, তার মার নিকট হইতেও সে সৎশিক্ষা পাইয়াছে, তাহার মা অতি শান্ত ও নির্ম্মল অন্তঃকরণ ছিলেন। পরে একজন সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা পাইতেছে। সে যে গ্রেটনা গ্রীণের মত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই"।

আগন্তুক বলিলেন "সে ছোট বেলায় অতি সুন্দর দেখিতেছিল, আমার যেন এই রকম স্মরণ হচ্চে"।

আর্ল,—"হাঁ, আপনি তাহাকে ইষ্টলীনে দেখিয়াছেন, তাহার মা তখন জীবিত ছিলেন"। তৎপরে তিনি বাড়ীর কথা পাড়িলেন। "মিঃ কার্লাইল. আপনি যদি ইষ্টলিন ক্রয় করেন তাহা হইলে টাকা আনিবেন, এবং দেখিবেন ইষ্টলিন হস্তান্তর হইয়াছে একথা যেন কেহ না জানিতে পারে। লর্ড মাউণ্ট ভাসারিণ এখনও ইষ্টলিনের অধিকারী এ যেন সাধারণে জানে—অবশ্য ইহা অল্প দিনই গোপন রাখিতে হইবে। ইহাতে আপনার কোনও আপত্তি নাই ত"?

মিষ্টার কার্লাইল তাহাতে সম্মত আছেন বলিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া উঠিতে অনেক বেলা হইয়া গেল।

আর্ল বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আহার করিয়া যান, তাহা হইলে সুখী হইব"।

মিষ্টার কার্লাইল দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া নিজের পোষাকের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার পরিধানে ভদ্রলোকের উপযোগী সাদাসিধা সকাল বেলার পরিচ্ছদ ছিল। তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী পরিচ্ছদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আর্ল বলিলেন "ওঃ, সেজন্য কিছু মনে করিবেন না, এ বাটীতে আমি ও আমার কন্যা ব্যতীত আর কেহ নাই। কাস্‌ল মারলিংহের মিসেস ভেন, এক আমাদের এখানে আছেন, তা তিনি এখন শেষের দিককার বসিবার ঘরে আমার মেয়ের সঙ্গে রহিয়াছেন। আমি শুনিছিলাম তাঁহার আজ অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। যদি তাহা না হয় আমরা এইখানেই আহার করিব। মিষ্টার কার্লাইল, অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিলে বাধিত হইব।

ভৃত্য প্রবেশ করিল"।

আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ ভেন কোথায় আহার করিবেন"। ভৃত্য উত্তর দিল, "মিসেস্ ভেনের অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে মহাশয়। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দরজায় গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে"।

"ভাল হইয়াছে। মিষ্টার কার্লাইল আপনি তাহা হইলে থাকুন"। সাতটার সময় আহার প্রস্তুত হইল। আর্ল ও মিঃ কার্লাইল আহার গৃহে যেমন প্রবেশ করিলেন, ঠিক সেই সময় অপর দিককার দ্বার দিয়া আর একজন প্রবেশ করিল। কে—এ কোথায় ছিল? মিঃ কার্লাইল চাহিয়া রহিলেন, ইহাকে মানুষ বলেত মনে হচ্ছে না, তিনি মনে করিতেছিলেন এ যেন একটি পরী।

একটি সুন্দরী বালিকা, মুখখানি অতুলনীয় সুন্দর, এরূপ সৌন্দর্য্য প্রায় দেখা যায় না ঠিক যেন তুলি দিয়া আঁকা। কাল কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল স্কন্ধের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে, শিশুর মত সরল মুখ, সুন্দর হাত দুইখানি মুক্তার অলঙ্কারে শোভিত, পরিধানে সাদা লেসের পোষাক। উকীল মহাশয়ের মনে হইল তিনি যেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে স্বপ্নে দেখিতেছেন।

আর্ল—"মিষ্টার কার্লাইল, এইটী আমার কন্যা লেডী ইজাবেল"। ইজাবেল তাঁহার আসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে লর্ড মাউন্ট সাভারিণ বাতগ্রস্ত পাটী একটি টুলের উপর রাখিয়া বসিলেন, যুবতী লেডী ইজাবেল ও মিঃ কার্লাইল দুইজনে সম্মুখ সম্মুখী বসিলেন। মিষ্টার কার্লাইল নিজেকে রমণীদিগের সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী মনে করিতেন না, কিন্তু আজ এই যৌবনোন্মুখ বলিকার সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখ, কোমল গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডস্থল, কুঞ্চিত কেশ নয়র ছিপছিপে গঠন, এই সকলের জন্য তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখাইতেছিল। তার সেই কমলতাপূর্ণ কৃষ্ণতার চক্ষু দুটি সর্ব্বাপেক্ষা নয়ন মনমুগ্ধকর। তাঁহার জীবনে এমন সুন্দর চক্ষু তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি একাগ্রচিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বোধ হইতেছিল তাহার মুখে যেন দুঃখের ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিও যেন দুঃখপূর্ণ। কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝা যায় না। যখন সে স্থির ভাবে চাহিতেছিল তখনই ইহা প্রতীয়মান হইতেছিল; কিন্তু মিঃ কার্লাইল বুঝিতে পারিলেন না এই সরল নির্দ্দোষী সুন্দরী ইজাবেলের দুঃখের কারণ কি?

আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন "ইজাবেল, তুমি কি বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়াছ"?

ইজাবেল,—হাঁ বাবা। বৃদ্ধা মিসেস্ লিভসনের চা খাবার দেরী করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি সকাল সকাল চা খাইতে ভাল বাসেন, এবং আমি জানি মিসেস্ ভেলও তাঁহার আহার লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যখন এখান হইতে যান তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছিল।

আর্ল—ইজাবেল, আমি আশা করি তুমি আজ রাত্রিতে ফিরিতে অধিক বিলম্ব করিবে না।

ইজাবেল,—হাঁ মিসেস্ ভেলের উপর

নির্ভর করিতেছে।

আর্ল তুমি কি করিবে তা আমি ঠিক বুঝেছি। যখন এই যুবতীদের রাত্রি দিন ঘোড়ার পশ্চাতে ঘোরার কথা মনে হয় তখন মন বড় চিন্তাকুল হয়। মিঃ কার্লাইল, আপনি কি বলেন?

মিঃ কার্লাইল তখন অপর দিকে সুন্দরীর রক্তিম গণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন তাহার প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল মুখে একটি ম্লান ছায়া পতিত হইয়াছে।

আহার শেষ হইতেই একজন পরিচারিকা একখানি শ্বেতবর্ণ কাশ্মিরী গাত্রাবরণ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। যুবতীর স্কন্ধে সেই খানি রাখিয়া বলিল, গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে।

লেডী ইজাবেল অগ্রসর হইয়া পিতাকে নমস্কার করিল।

আর্ল তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার সুন্দর মুখখানিতে চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণাধিকে কন্যে! তোমার মঙ্গল হউক।'

"মিসেস্ ভেনকে বলিও আমি সকাল পর্য্যন্ত তোমাকে সেখানে রাখিতে পারিব না, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। মিঃ কার্লাইল, অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিবেন? আমার মেয়েকে কেহ গাড়ীতে তুলিয়া দিতে না গেলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

আপনি যদি অনুমতি করেন এবং লেডী ইজাবেল যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, এই বলিয়া মিঃ কার্লাইল ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন।

আর্ল তাঁহার এই সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, যুবতীও হাসি মুখে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কার্লাইল তখন তাহার সহিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া অবতরণ করিলেন। বাহিরে মাথা খোলা একখানি সুন্দর চেরেট দাঁড়াইয়া ছিল। যুবতী তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও অভিবাদন করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ী গম্যব্য পথে অগ্রসর হইল, কার্লাইল আর্লের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

আর্ল বলিলেন, কেমন আমার কন্যা —কি সুন্দরী নয়?

কার্লাইল আস্তে আস্তে বলিলেন, ইঁহার মত সুন্দরী বোধ হয় আর নাই। ইঁহার সৌন্দর্য্যের অর্দ্ধেকও আমি কোথাও দেখি নাই।

আর্ল—দুনিয়ায় গত সপ্তাহেই এক সভাতে সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে যাওয়ার জন্য আমি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। সে যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী।

আর্ল নিজের মেয়ে বলিয়া যে এত প্রশংসা করিতেছেন তাহা নহে। লেডী ইজাবেলের স্বভাব বাস্তবিক আশ্চর্য্য রূপ

মধুর ছিল। কেবল যে তাহার মন ভাল ও দেখিতে সুন্দরী, তাহা নহে, তাহার অন্তঃকরণ ও অতি মহৎ। সে তাহার সৎশিক্ষা ও পল্লীগ্রামে বাসের জন্য নগরবাসিনী বালিকাদিগের ন্যায় ভোগ বিলাসী হয় নাই। তাহার মাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন সে কখন কখন ইষ্টলিনে থাকিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আর্লের নিকট মাউণ্ট সাভারিণে থাকিত। তাহার মাতার মৃত্যুর পর হইতে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষয়ত্রীর অধীনে মাউণ্ট সাভারিণেই বাস করিতেছে। এখানে তাহাদের জন্য অতি সামান্য ঠৈজস পত্র ছিল। আর্ল মাঝে মাঝে তাহাদের কাছে আসিয়া থাকিতেন। ইজাবেল মহৎ হৃদয়, পরোপকারী, যত্নশীলা, বিবেচক, শান্ত ও গম্ভীরপ্রকৃতি ছিল। পাঠিকাগণ তাহাকে প্রশংসা করিতে বারণ করিও না, যতক্ষণ পার তাহাকে প্রশংসা কর, কারণ এই নিষ্কলঙ্ক বালিকা এখন প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য এমন সময় আসিবে যখন আর তাহাকে এরূপ প্রশংসা করা যাইবে না। আর্ল পূর্ব্বে যদি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার পরিণাম জানিতে পারিতেন তাহা হইলে শৈশবেই তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতেন।

বামাবোধিনী পত্রিকার ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

তুমি গো "বামাবোধিনী, পত্রিকা"-ব্রত চারিণী,
তোমার জীবনে দেখি করুণা অপার;
ভক্তের মানসী কন্যা, আজ তুমি হ'লে ধন্যা,
তোমার এ জন্মোৎসবে স্মরি শত-বার।
কাহার বৎসর হেন, জীবিত রয়েছ কেন?
কার তরে প্রেম-অশ্রু ঝরে অনিবার;
কোথা পিতা প্রেমময়? দাও তাঁর পরিচয়,
চির-কল্যাণ-দায়িনি ভগিনি আমার!

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-তব, এ যে দেখি অভিনব,
তোমার নির্জ্জীব প্রাণে খেলে চমৎকার;
নহ তুমি আশা-হত, সদা প্রেমে হও রত,
খুলে এই বিশ্বময় প্রেমের ভাণ্ডার।
শিখায়েছ কত তুমি, আত্মার প্রতিষ্ঠা ভূমি,
জ্ঞানের বিকাশ এই মানব অন্তরে;
যাঁহার পূজার অর্ঘ্য, আনে সবে প্রজাবর্গ,
লয়ে তাই সাজাইছ অতি সমাদরে।
লইয়া বরণ-ডালা, পরাও যতনে মালা,
আর ত নাহিক হেরি দীনাবঙ্গভাষা;

সোদর-সোদরা তব, মোরা আজি কিলা
ফল।
শুভ দিনে জাগে প্রাণে এই নব আশা—
প্রাণের ভগিনী তোরে, চিরদিন থাকি
ধরে,
সতত পুণ্যের পথে চলে যাই সোঁহা;
অনন্ত করুণাধার, বিশ্বপতি বিশ্বাধার!
তাঁরে যেন হয় সদা এ জীবনে খোঁজা
হও তুমি আয়ুষ্মতী, ভগিনি গো পুণ্যবতি,
দেব আশীর্ব্বাদ তুমি লভিয়ে গো আজ,
তোমার জীবন-ব্রত, সার্থক করিবে কত,
ধন্য কৃতকৃত্য হবে রমণী-সমাজ।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরলা।

কি ঘৃণার কথা! দাদা আমার আবার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন! প্রথমে একবার বাবার কাছে বকুনী খাইয়া চুপ করিয়াছিলেন। এখন বাবা ও মা স্বর্গারোহন করিয়াছেন, দাদার ঘাড়ে সংসার, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই, হাতে কত রোগী, দেখনা দেখি এক বিন্দু চিন্তা নাই, এখন কিনা কোথাকার সব পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থা আনাইয়াছেন, কত হাঁটা হাঁটি, ছুটাছুটি, ঝটাপটি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁর খেয়ে দেয়ে আর কাজ নাই! ছি, ছি, ছি, ঘৃণায় মরি। যমরাজ! এত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ, এ হতভাগিনীর দিকে একবার ফিরিয়া চাও না কেন? ধিক্ আমার জীবনে, গলায় দড়ি আমার!

মনের এই ভাব, এমন সময় বিবাহের কথাটা চাপা পড়িল——বাঁচিলাম।

এখন কি করি? কোথায় যাই? আমার কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আমি সংসারে কি করিতে আসিয়াছিলাম? কি বা করিতেছি? মেজদিদি ও দাদার কাছে কিঞ্চিৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখিয়াছি, নিজ গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা আসিলে ঔষধ দিয়া থাকি, আর দাসীর মত সংসারের সমস্ত কার্য্য করি। জীবন পাত করিয়া তিন বৎসর বৌ-দিদির কাজ করিতেছি—তবুও বৌ-দিদির মন পাইলাম না!—সবাই সুখ ভার করিয়া থাকেন, আমি দুটা খাই তাও যেন তাঁর গায় সয় না। ঈশ্বর! যদি সবই লইলে, পোড়া পেটটা কেন রাখিলে? দুপরে ও সন্ধ্যার পরে মেজদিদির কাছে গিয়া একটু পড়িতাম শুনিতাম, তাহাও, বৌ-দিদির সহ্য হইল না। তিনি দাদাকে বলিলেন, আমি রাত্রিদিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়াই। দাদা আমার সহোদর, আমায় চিনেন, তবু বৌ-দিদির মান রাখিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা আমি বারণ করিয়া দিব।

দাদা গো! আমার বারণ করিতে হইবে না, আমি আর তোমার বাড়ীর বাহির হইব না। সেই অবধি আমি আর মেজ-দিদির কাছেও যাইতাম না। মেজদিদি ও দাদা বাবু এক দিন না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "সময় পাই না আর আমি না থাকিলে খুকী (দাদার একটী মেয়ে হইয়াছে) বৌদিদিকে জ্বালা-তন করে, তাঁর কষ্ট হয়," তাঁহারা সব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলিলেন "আচ্ছা"

বৌদিদি কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন না। তিনি তাঁর মায়ের ছোট মেয়ে, এজন্য কাজ কর্ম্ম করিতে দিয়া তাহা অভ্যাস করান উচিত মনে করেন নাই। এখানে বিধবা ননদ আছে—কোন চিন্তা নাই।

পাড়ায়, গ্রামে, কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে, কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার সময় আমি উপস্থিত থাকি না—কি জানি, যদি এ অভাগিনীর উপস্থিতি কোন অমঙ্গল ডাকিয়া আনে! পোড়ার মুখ করিয়া, চুপটি করিয়া, বাড়ীতে বসিয়া থাকি। বাড়ীতে কেহ আসিলে একটু শুষ্ক আপ্যায়িত করি। কাহারো কষ্টের কথা শুনিলে, কাহারো ছেলে মরিয়াছে শুনিলে, কাহারো মেয়ে বিধবা হইয়াছে শুনিলে, মন দিয়া শুনি, বুঝিতে পারি, দুঃখ হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিয়া বড় একটা সমবেদনা জানাই না। কি জানি, যদি কেহ মনে করে 'এর বুঝি আপনার বৈধব্যে বড় দুঃখ হইয়াছে, বুঝি সুখী হইতে মনে বাসনা ছিল; ছিঃ, সে বড় লজ্জার কথা। আমি যে বিধবা, আমার আবার সুখ দুঃখ? ধিক্! হাসির কথা হইলে একটু হাসি, নহিলে বেয়াদবী হয়, কিন্তু আমার সে হাসি মেঘাবৃত চন্দ্র কিরণের মত—ক্ষীণ, ম্লান। সুখের কথা উঠিলে, আনন্দের কথা উঠিলে, উৎসব-সম্ভোগের কথা উঠিলে, প্রায়ই ছুতা নাতা করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাই,—এ সকল প্রসঙ্গ যে সংক্রামক। এ সকল শুনিলে যে কত পূর্ব্ব স্মৃতি আবার মনে জাগিয়া উঠিতে চাহে, কত বিসর্জ্জিত আশা আবার যে মাথা ভাসাইয়া উঠিতে চাহে, কত কাল্পনিক সুখের কল্পনা আবার যে বিরক্ত করিতে আসিতে চাহে। আমাকে যে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, আমি যে দুর্ব্বল, আমি যে কলিকালের সামান্যা, রক্ত মাংস গঠিতা, অল্পতা-প্রাপ্তা নারী। আমার কতটুকু বল? শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করা আমার সাধ্য নহে, তাই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করি। যদি কখনও বল সঞ্চয় করিতে পারি, তখন নির্ভয়ে শত্রু সম্মুখীন হইব। তাই এখন সুখের প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমি "কিছুই না" "কেহই না" হইয়া থাকিতে চাই। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ দুইই আছে জানি, কিন্তু আমি যে বিধবা,—আমার যে দুঃখ জীবনের সঙ্গী, দুঃখই যে আমার দুঃখের পরিণাম, দুঃখেই যে আমার সুখ, দুঃখেই যে আমার অধিকার। তাই সুখ দেখিলে, সুখের

কথা শুনিলে ভয় হয়, পালাইতে ইচ্ছা হয়। সুখ আছে জানি,—কিন্তু তার রাজ্যে আমার স্থান কোথায়?—আমি তার কে?

(২)

এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করি, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করি, স্বাস্থ্যের প্রতি যতদূর পারি অবহেলা করি, তবুও পোড়া শরীর যেন দিন দিন হাতীর মত হইতেছে, এ বালাই চুলের বোঝাও আর বহিতে পারি না। সে দিন কাঁচি লইয়া বসিলাম, ভাবিলাম বৌদিদির মাথায় একেতো চুল ছিলই না, তার উপর খুকী হওয়ার পর থেকে যে কয়টা ছিল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে—চুল বাঁধিতে গিয়া কান্না পায়, ঐজন্য মেজদিদি বৌ-দিদির মাথায় হাতই দিতে চান না, বলেন "ঐ শিয়ালের ল্যাজ তুই পারিস্ বাঁধ, আমি ও পারবোনা."—ভাবিলাম আমার চুলগুলা কাটিয়া তাঁর জন্য গুছি করিয়া দিব, এ ছাই চুল লইয়া আমি আর কি করিব? আমার মাথায় চড়িয়া বসিয়া থাকিয়া এরা কি করিবে? তার চেয়ে বরং সদ্ব্যবহার হউক। এই ভাবিয়া বসিয়াছি, পোঁচ লাগাইব বলিয়া এক গোছা ধরিয়া কাঁচির গোড়ার ভিতর পুরিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে দাদা আসিয়া উপস্থিত। দাদা দেখিয়া সবই বুঝিলেন। তিনি বারণ করিলেন, বলিলেন "আমার কথা শুনবি না সরলা?" —আমার সাধ্য কি? আমার দাদা বলিলে আমি অম্লান-বদনে হুতাশনে দগ্ধ হইতে পারি—আমার যে দাদা।—চুল কাটা হইল না।

কিন্তু বৌদিদি রাত্রিদিন আমায় অমন করেন কেন? আমি তাঁর কি করিয়াছি? সে দিন দুপুর বেলা বৌদিদি খুকীকে লইয়া খাটের উপর ঘুমাইতেছেন, আমি নিচে শুইয়া "প্রভাস" খানা লইয়া একটু পড়িতেছি, পড়িতে পড়িতে বইখানা বুকে করিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, খুকী উঠিয়া গিয়া বাহিরে দুরন্তপনা করিতেছে। দাদা অপরাধের মধ্যে আসিয়া বৌদিদিকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "নিজের ছেলে পুলেকে একটু নিজে দেখা ভাল," আর যাবে কোথায়? যত রাগ আমার উপর। অর্থাৎ আমার উচিত ছিল, না ঘুমানো, এবং যদিও বা দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুম আসে, তবে কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতা বলে ঠিক খুকীর ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে জাগ্রত হওয়া। তাহা যদি না পারিব তবে বিধবা হওয়াই বা কেন, আর যদি বা বিধবা হওয়া, তবে তাঁর সংসারে থাকিতে আসাই বা কেন?

আবার সেদিন কাদীর মা আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, তার কাদীর কাপড় নাই, লজ্জা নিবারণ হয় না, যদি একটু ছেঁড়া-কুটা কাপড় পায়, পরিয়া বাঁচে। আমি দুঃখ বুঝিতে পারি, আমার খান কাপড় দিলাই বা কি করিব? এইজন্য বৌদিদির একখানি জীর্ণ বস্ত্র তাঁর বিনা অনুমতিতে তাকে দিয়া ফেলিলাম। তাঁর অনুমতি লই নাই, অন্যায় করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষমা কি নাই? তা না, বৌদিদি ঠেস্

দাদা গো! আমায় বারণ করিতে হইবে না, আমি আর তোমার বাড়ীর বাহির হইব না। সেই অবধি আমি আর মেজ-দিদির কাছেও যাইতাম না। মেজদিদি ও দাদা বাবু এক দিন না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "সময় পাই না আর আমি না থাকিলে খুকী (দাদার একটী মেয়ে হইয়াছে) বৌদিদিকে জ্বালা-তন করে, তাঁর কষ্ট হয়," তাঁহারা সব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলিলেন "আচ্ছা"

বৌদিদি কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন না। তিনি তাঁর মায়ের ছোট মেয়ে, এজন্য কাজ কর্ম্ম করিতে দিয়া তাহা অভ্যাস করান উচিত মনে করেন নাই। এখানে বিধবা ননদ আছে—কোন চিন্তা নাই।

পাড়ায়, গ্রামে, কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে, কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার সময় আমি উপস্থিত থাকি না—কি জানি, যদি এ অভাগিনীর উপস্থিতি কোন অমঙ্গল ডাকিয়া আনে! পোড়ার মুখ করিয়া, চুপটি করিয়া, বাড়ীতে বসিয়া থাকি। বাড়ীতে কেহ আসিলে একটু শুষ্ক আপ্যায়িত করি। কাহারো কষ্টের কথা শুনিলে, কাহারো ছেলে মরিয়াছে শুনিলে, কাহারো মেয়ে বিধবা হইয়াছে শুনিলে, মন দিয়া শুনি, বুঝিতে পারি, দুঃখ হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিয়া বড় একটা সমবেদনা জানাই না। কি জানি, যদি কেহ মনে করে 'এর বুঝি আপনার বৈধব্যে বড় দুঃখ হইয়াছে, বুঝি সুখী হইতে মনে বাসনা ছিল; ছি, সে বড় লজ্জার কথা। আমি যে বিধবা, আমার আবার সুখ দুঃখ? ধিক্! হাসির কথা হইলে একটু হাসি, নহিলে বেয়াদবী হয়, কিন্তু আমার সে হাসি মেঘাবৃত চন্দ্র কিরণের মত—ক্ষীণ, ম্লান। সুখের কথা উঠিলে, আনন্দের কথা উঠিলে, উৎসব-সম্ভোগের কথা উঠিলে, প্রায়ই ছুতা নাতা করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাই,—এ সকল প্রসঙ্গ যে সংক্রামক। এ সকল শুনিলে যে কত পূর্ব্ব স্মৃতি আবার মনে জাগিয়া উঠিতে চাহে, কত বিসর্জ্জিত আশা আবার যে মাথা ভাসাইয়া উঠিতে চাহে, কত কাল্পনিক সুখের কল্পনা আবার যে বিরক্ত করিতে আসিতে চাহে। আমাকে যে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, আমি যে দুর্ব্বল, আমি যে কলিকালের সামান্যা, রক্ত মাংস গঠিতা, অসহায়া-প্রাণা নারী। আমার কতটুকু বল? শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করা আমার সাধ্য নহে, তাই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করি। যদি কখনও বল সঞ্চয় করিতে পারি, তখন নির্ভয়ে শত্রু সম্মুখীন হইব। তাই এখন সুখের প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমি "কিছুই না" "কেহই না" হইয়া থাকিতে চাই। পৃথি-বীতে সুখ দুঃখ দুইই আছে জানি, কিন্তু আমি যে বিধবা,—আমার যে দুঃখ জীবনের সঙ্গী, দুঃখই যে আমার দুঃখের পরিণাম, দুঃখেই যে আমার সুখ, দুঃখেই যে আমার অধিকার। তাই সুখ দেখিলে, সুখের

কথা শুনিলে ভয় হয়, পালাইতে ইচ্ছা হয়। সুখ আছে জানি,—কিন্তু তার রাজ্যে আমার স্থান কোথায়?—আমি তার কে?

(২)

এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করি, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করি, স্বাস্থ্যের প্রতি যতদূর পারি অবহেলা করি, তবুও পোড়া শরীর যেন দিন দিন হাতীর মত হইতেছে, এ বালাই চুলের বোঝাও আর বহিতে পারি না। সে দিন কাঁচি লইয়া বসিলাম, ভাবিলাম বৌদিদির মাথায় একেতো চুল ছিলই না, তার উপর খুকী হওয়ার পর থেকে যে কয়টা ছিল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে—চুল বাঁধিতে গিয়া কান্না পায়, ঐজন্য মেজাদিদি বৌ-দিদির মাথায় হাতই দিতে চান না, বলেন "ঐ শিয়ালের ল্যাজ তুই পারিস্ বাঁধ, আমি ও পারবোনা।"—ভাবিলাম আমার চুলগুলা কাটিয়া তাঁর জন্য ওছি করিয়া দিব, এ ছাই চুল লইয়া আমি আর কি করিব? আমার মাথায় চড়িয়া বসিয়া থাকিয়া এরা কি করিবে? তার চেয়ে বরং সদ্ব্যবহার হউক। এই ভাবিয়া বসিয়াছি, পোঁচ লাগাইব বলিয়া এক গোছা ধরিয়া কাঁচির গোড়ার ভিতর পুরিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে দাদা আসিয়া উপস্থিত। দাদা দেখিয়া সবই বুঝিলেন। তিনি বারণ করিলেন, বলিলেন "আমার কথা শুন্‌বি না সরলা?"—আমার সাধ্য কি? আমার দাদা বলিলে আমি অম্লান-বদনে তুষানলে দগ্ধ হইতে পারি—আমার যে দাদা।—চুল কাটা হইল না।

কিন্তু বৌদিদি রাত্রিদিন আমায় অমন করেন কেন? আমি তাঁর কি করিয়াছি? সে দিন দুপুর বেলা বৌদিদি খুকীকে লইয়া খাটের উপর ঘুমাইতেছেন, আমি নিচে শুইয়া "প্রভাস" খানা লইয়া একটু পড়িতেছি, পড়িতে পড়িতে বইখানা বুকে করিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, খুকী উঠিয়া গিয়া বাহিরে দুরন্তপনা করিতেছে। দাদা অপরাধের মধ্যে আসিয়া বৌদিদিকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "নিজের ছেলে পুলেকে একটু নিজে দেখা ভাল," আর যাবে কোথায়? যত রাগ আমার উপর। অর্থাৎ আমার উচিত ছিল, না ঘুমানো, এবং যদিও বা দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুম আসে, তবে কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতা বলে ঠিক খুকীর ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে জাগ্রত হওয়া। তাহা যদি না পারিব তবে বিধবা হওয়াই বা কেন, আর যদি না বিধবা হওয়া, তবে তাঁর সংসারে থাকিতে আসাই বা কেন?

আবার সেদিন কাদীর মা আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, তার কাদীর কাপড় নাই, লজ্জা নিবারণ হয় না, যদি একটু ছেঁড়া-কুটা কাপড় পায়, পরিয়া বাঁচে। আমি দুঃখ বুঝিতে পারি, আমার পান কাপড় দিয়াই বা কি করিব? এইজন্য বৌদিদির একখানি জীর্ণ বস্ত্র তাঁর বিনা অনুমতিতে তাকে দিয়া ফেলিলাম। তাঁর অনুমতি লই নাই, অন্যায় করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষমা কি নাই? তা না, বৌদিদি ঠেস্

দিয়া ঠেস্ দিয়া কত কথা না বলিলেন? তিনি বলেন "বেশতো, বেশতো, নিজের ভাইয়ের সংসার, বাপের সংসার, যাহা ইচ্ছা তাই করিবেই তো—ভাইয়ের আহুরে বোন, সুন্দরী বোন, আমি শালী ভাসিয়া আসিয়াছি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আমাকে সুন্দরী 'রূপসী' ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া যেন তাঁর কি তৃপ্তি হইত। তাঁর ঐ কথা শুনিয়া মনে হইত এক দিন কড়ার তপ্ত তৈল দিয়া এ মুখ খানা পোড়াইয়া ফেলি, তাহ'লে আর বৌদিদির বিদ্রূপ বুঝি সহিতে হইবে না। ইহাতে মনে বড় দুঃখ হইল, কান্না আসিল, বৌদিদির পা দুই খানি ধরিয়া বলিলাম—"বৌদিদি! কখনও দুঃখ পাও নাই, তাই বুঝি অন্যের দুঃখে বুঝিতে পার না? আমি যে বড় দুঃখিনী, আমায় আশ্রয় দিলে তোমার পুণ্য হইবে, আমি হতভাগিনী, চিরদুঃখিনী, পথের কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী। আমি তোমার ছোট, আমায় তুমি ক্ষমা কর, তুমি আমায় যা বলিবে আমি তাই করিব, আমার প্রতি আর মুখ ভার করিও না, আমার বড় কান্না আসে—আমার যে আর কেহ নাই বৌদিদি—"। বৌদিদি আমার কথা শুনিলেন না, "থাক্—মায়া কান্নায় আর কাজ নাই"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

আমিতো জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, যাঁরা সুখী, তাঁদের সুখের মাঝখানে দুঃখের চিন্তাও বুঝি স্থান পায় না, দুঃখীর দুঃখ তাঁদের বুঝিবারও বুঝি অবকাশ নাই, দুঃখীর কাতর ক্রন্দন শুনিলে বোধ হয় তাঁহাদের বিরক্তি বোধ হয়, রাগ হয়।

বৌদিদি রাত্রিদিন খিট্ খিট্ করেন, এ কথা আমি দাদা বা মেজদিদিকে কখনও বলি নাই—বলিতে ইচ্ছাও করি নাই, বুঝিবা বলিতে সাহস ও হয় নাই। আজ কাল মেজদিদি বড় একটা আমাদের বাড়ীতে আসেন না। দাদাবাবু তো আসেনই না—যদি বা আসেন, তা বাহিরে ডিস্‌পেন্‌সরিতেই বসেন, বাড়ীর ভিতরে আসেন না। আমি যখন যে পুস্তক চাহিয়া পাঠাই, তিনি তাহা পাঠাইয়া দেন। দাদাতো সর্ব্বদাই রোগী দেখিয়া বেড়ান।

৩

সংসারের কায কর্ম্ম তো করি, মেজ দিদির লাইব্রেরী হইতে পুস্তকাদি আনিয়া যখন সময় পাই পড়ি, ইংরাজি পড়া ছাড়িয়াছি, ইংরাজি পড়িয়া আর কি হইবে? ও সব এখন ভুলিয়া যাওয়াই মঙ্গল। বাংলাই পড়ি, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে আপনার ঘরে শুইয়া শুইয়া পড়ি। আয়রী আমার ঘরে শোয়, শুইতে না শুইতেই তার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হয়, আমার শীঘ্র ঘুম আসে না,—আমি পড়ি।

এক দিন মেজদিদির আল্‌মারি খুঁজিতে খুঁজিতে এক খানি পুস্তক পাইলাম—"বিধবা-বিবাহ!" ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কি সর্ব্বনাশ! বি—ধ—বা—র বি—বা—হ? এ পুস্তক পড়িবার জন্য

যত উৎকণ্ঠা হইল, তত উৎকণ্ঠা বোধ আর কখনও আমার হয় নাই। কিন্তু আশঙ্কা—দাদা বা মেজদিদি পাছে জানিতে পারেন। শেষে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করিল। বইখানি লুকাইয়া আনিয়া বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। পূর্ণ এক সপ্তাহে তাহাকে সমাপ্ত করিলাম। চক্ষু ফুটিল। কি রকম ফুটিল? বলিব না—

আজ চারি দিবস মেজদিদির বাড়ীতেই আছি। আমার সত্য সত্যই বিবাহ। দাদা এবং মেজদিদি অনেক বুঝাইলেন, আমি পড়িয়াছি তাহা না জানায় আমায় আবার "বিধবা-বিবাহ" পড়াইলেন, দত্ত মহাশয় লেক্‌চার দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আমায় সব বুঝাইলেন—তথাপি আমি রাজি হইলাম না। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, মেজদিদির বিবাহে আন্তরিক মত ছিল না, কিন্তু দাদা ও দাদাবাবুর মনক্ষুণ্ণ হইবার ভয়েই তিনি আমাকে প্ররোচিত করিতেছেন। দাদাবাবু সমাজ-সৃষ্টি, সমাজরক্ষা এবং শাস্ত্র এ সকলের সম্বন্ধ আমায় বিশদরূপে বুঝাইলেন—তথাপি আমি রাজি নহি। তখন দাদা কাঁদিয়া বলিয়া ফেলিলেন তিনি হয় আত্মঘাতী হইবেন নয়তো সংসার ছাড়িয়া যাইবেন। আমি—কি জানি কেন—"মৌনং সম্মতিলক্ষণং" প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তখন বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। শুনিলাম আমাদের গ্রামের ও সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, দাদাকে সমাজে রাখিবেন। দাদাকে সকলেই ভাল বাসেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেক যুবক তো দাদার পক্ষে আছেনই,—উপরন্তু অনেক বয়স্থ ব্রাহ্মণ-কায়স্থও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। অপরাপর লোকেদের এঁরা 'কেয়ার' করিবেন না। বুঝিলাম দাদা এতদূর করিয়া তুলিয়া তবে আমায় জানিতে দিয়াছেন, তাই সেদিন আমার চুল কাটিতে দেন নাই। বৌদিদির আমার প্রতি ব্যবহার এঁরা জানিতেন, তথাপি সব চুপ চাপ ছিলেন, সব দিক বাঁধিয়া লইয়া এখন আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

একটা কথা মনে পড়িল। যখন বাবার মৃত্যু হয়, তাহার মাস দুই পরে কে এক জন কতকগুলা নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়া গ্রাম-ময় বিলি করিয়াছিল "প্রফুল্লর বিধবা মায়ের বিয়ে" অর্থাৎ দাদা প্রথমে সেই যে আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বাবার কাছে বকুনি খান, তারই উপর বিদ্রূপ। দাদা তখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন। দাদা বাবু তাড়াতাড়ি সমস্ত পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং গ্রামের প্রত্যেককে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে "প্রফুল্ল বাড়ী আসিয়া এর নাম ও না শুনিতে পায়, তাহা হইলে কোন নিরপরাধ প্রাণ হারাইবে, কারণ তাহার যারই উপর সন্দেহ হইবে, তাকেই সে হত্যা করিবে—তা তিনি যত বড়ই আমীর লোক হোউন।

সে কাপুরুষ নহে—ফাঁসির ভয় রাখে না।" এই করিয়া রাখিয়া তারপর একদিন তিনি বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলিলেন আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিতে পারি যে যে এই বিদ্রূপ করিতে পারিয়াছে, সে নিশ্চয়ই Bastard (বেজাতক) কখনই সুজাতক নহে—সুজন্মার কখনও এমন মতি গতি, এমন একটা বিদ্রূপ মনে আসিতেই পারে না।" অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এ আমাদের গ্রামের নায়েব মহাশয়ের কাজ। দাদা বাবুর কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি! বাস্তবিকই নায়েব মহাশয়ের মাতার কলঙ্ক থাকায় তিনি তাঁদের সমাজে একঘরে ছিলেন, অনেক দিন তাঁর বিবাহ হয় নাই, শেষে অনেক টাকা খরচ করিয়া জাতে উঠেন (টাকায় সব হয়)। তারপর বিবাহ হয় দাদা বাবু এ সমস্ত সন্ধানে জানিতে পারেন। তিনি দাদাকে এ সব কিছু জানিতে দেন নাই, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা হইত—নায়েব মহাশয় ব্রাহ্মণ। আমি মেজদিদির চাকরানী হিমীর কাছে এসব শুনিয়াছিলাম।

৪

আমার কথা বলিব?—অবশ্য বলিব, হৃদয়ের কপাট তো খুলিয়াছি, কেন না বলিব? শুনিয়াছি নিজের পাপের কথা লোক সমক্ষে ব্যক্ত করিলে পাপ ক্ষয় হয়,—তাহাই হউক—তাই আজ আমার জীবন কাহিনী লিখিয়া যাইতেছি।—নহিলে কি আবশ্যক?

মেজদিদির বাড়ীতে আসা অবধি আমার বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।—সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়াছে। অন্তরের ভাবের কথা কেহ বুঝিবে না। সে অবস্থায় আমাদের সমাজের কাহাকেও বুঝি আজিও পড়িতে হয় নাই—লোকে কেমন করিয়া বুঝিবে? সে ভাবের মধ্যে নাই কি? এমন কি দুঃখও যেন একটু রূপান্তরিত হইয়া আছে;—আর আছে, আশা, আহ্লাদ, সুখ-কল্পনা, সুখ-স্পৃহা, আছে একটু ভয়, একটু ত্রাস, একটু সঙ্কোচ; আরও আছে খানিকটা কি হবে কি হবে ভাব, কি হলো কি হলো ভাব, একটু না হলেও বুঝি ছিল ভাল ভাব; আর আছে সর্ব্বোপরি, সর্ব্বব্যাপী, তীব্র লজ্জা। এই ভাবগুলির মধ্যে যেন অনবরত লড়াই চলিয়াছে,—কে উপরে উঠিবে, এ লড়াইয়ের কারণ কি, বুঝিতে চেষ্টা করিলাম—বুঝি সংস্কার। মনের উপর সংস্কারের যত প্রভুত্ব, এত আর কাহার?

লজ্জা করিব না, সব বলিব—পাপ ক্ষয় হউক। আমি এখন সর্ব্বদা বেশ সাজ সজ্জা করিয়াই থাকি, মেজদিদি সর্ব্বদা আমায় ফিট্‌ফাট্ রাখিতে ব্যস্ত, কিন্তু একটী বারও বাড়ীর বাহির হইতে দেন না, বাড়ীতে কেহ আসিলে আমায় লুকাইয়া রাখেন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ একেবারে নিষেধ। সকাল সন্ধ্যা খিড়কীর বাগানে পুকুর পাড়ে গিয়া একটু বসি,

বাড়ীতে বসিয়া এটা ওটা পড়ি, আর মাঝে মাঝে (এখন মনে হইলে গা শিহরিয়া উঠে, ঘৃণায় আত্মঘাতিনী হইতে ইচ্ছা হয়,) দর্পনের সম্মুখে যাইয়া আপনার রূপ দেখিয়া অহঙ্কারে ফাটিয়া যাই। কত রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করি, কত কায়দায় অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া রূপের সাগরে ঢেউ তুলি, —বৃহৎ দর্পণে তাহা প্রতিবিম্বিত হয়, আমি তাহা দেখি, আর গা উল্‌সে ওঠে।

যাঁর সঙ্গে বিবাহ হইবে (রামঃ রামঃ) তাঁকেও দেখিয়াছি—দাদাবাবুর কাছে আসিয়াছিলেন। প্রায় দাদার বয়সী, পরম-সুন্দর-দেহকান্তি, অল্পদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে এবং একটী শিশু পুত্র আছে। মন্দের ভাল, তখন আমার আহ্লাদ কত !! তিন দিন পরে বিবাহ—— আমায় পায় কে !!

তখন বৈশাখের প্রারম্ভ। সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার গিয়া পুকুর পাড়ে বসিলাম, সন্ধ্যার ফিরফিরে বাতাস মাঝে মাঝে গায় লাগিয়া প্রাণে যেন মদিরা ঢালিতে লাগিল। সেই সময়ে মনের সেই অবস্থায়, সেই নিদাঘের সান্ধ্য-সমীরণ, আমার মত মানুষের কি সর্ব্বনাশ না করিতে পারে? মন যেন সেই বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া, নেশার ঘোরে, সেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়িতে লাগিল। পাঁচীলের ধারের গুপারি গাছের পাতাগুলি সাঁই সাঁই, সর সর করিয়া হাত পা নাচাইয়া, আমায় যেন কত সুখের কথা বলিতে লাগিল। রজনী-গন্ধা ফুলগুলি দল বাঁধিয়া, লম্বা শীষের উপর চড়িয়া, দুলিয়া দুলিয়া, ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া, হাসিয়া হাসিয়া, আমায় যেন কত সুখের খেলাই দেখাইতে লাগিল; চোখের সাম্‌নে পুষ্করিণীর কালো জল, বাতাসের সঙ্গে গলাগলি করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া, আমার হৃদয় সরোবরে যেন কত সুখের তরঙ্গই উঠাইল। একটা কোকিল মেজদিদির বকুল গাছে বসিয়া রোজই ডাকিত, এতদিন তাহা কানেই উঠিত না। ছোট বেলা তাকে অনেক তেড়ে চাইয়াছি, আজও সে সেই ডালটিতে বসিয়া তেমনি একঘেয়ে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আজ যেন সে কোথায় কি শিখিয়া আসিয়াছে! আজ যেন আমার প্রাণের বাঁশীর সহিত সে গলায় সুর বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আজ যেন তাহার প্রতি ঝঙ্কারে আমার তৃষিত মরমের গালে সহস্র সোহাগ-চুম্বন বাজিয়া উঠিতেছে! পৃথিবী সুখময়, সুখেরই জন্য —কে বলে হেথায় দুঃখ আছে? মিথ্যা কথা —নহিলে এ সব কি? আমি কি?—সুখ, সুখের জন্যই আমি, (আত্মবিস্মৃত হইয়া) ভাবে বিভোরা হইলাম—সবই সুখ, দুঃখও! সুখ সুখও সুখ, সবই সুখ—কেবলই সুখ !!—

——বটে?—চমক্ ভাঙ্গিল! পেছন দিক হইতে, আমার সুখের ছবি ফুঁড়িয়া চাপা হাসির ঝিলিক্ যেন কানে গেল। গায়ে ডোল্ দিয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর ভারহইয়া উঠিল, গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া গেল—যেটুকু বাকি রহিল তাহা যেন সব গিয়া মুখে উঠিল, কান

কাটিয়া কান দিয়া বাহির হইতে চাহিল। খুবই ভয়ে ভয়ে পেছন দিকে চাহিলাম। চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিলাম; আর তা'র মধ্য দিয়া দেখিলাম,—স্বপ্নের মত দেখিলাম—গুটিচা'র পাঁচ যুবতী স্ত্রী-লোক, সব কয়টিই আমাদের পাড়ার—আমার সহিত চখো চখি হইতেই হুট্‌পাট্ করিয়া মেজদিদির বাটীর মধ্যে ঢুকিল; সঙ্গে বাল-বিধবা খুদী-ঠান্‌দিদি।

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ঘর ঘর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল; ত্রিভুবন আঁধার। মাথা আর উঁচু করিয়া রাখিতে পারিলাম না, দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম, যেন সংজ্ঞা লোপ পাইতে চাহিল। কিছুক্ষণ নিজের অবস্থা ঠাওর করিতেই পারিলাম না;—কোথায় আমি? কে আমি? কি আমি? ব্যাপার কি?—

—গুরুতর! আপনার নাম ধরিয়া আপনি ডাকিলাম—"সরলা! কোথায় এখন তোমার সুখ-বাসরের সম্ভোগ-শয্যা? কোথায় তোমার সুখ-স্বপনের রঙ্গ-রাজ্য? কোথায় তোমার বিলাস-কল্পনার নন্দন-কাননের স্বপ্ন-পারিজাত? বড় সুখের সাধ; —কেমন? কালামুখী! তোমার শাস্ত্রের বিচার, ন্যায়ের বিচার, সমাজ-তত্ত্বগুলি এইবার একবার সাম্‌নে আনিয়া দেখাও দেখি? বড় পণ্ডিত হইয়াছ,—বড় সুখ চিনিয়াছ,—এখন?'—এখন আর কি? উঠিলাম, অন্ধকার প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, কাল জলের উপর কাল ছায়া পড়িয়া আরও কাল হইয়াছে,—তারই দিকে—ধীরে—দৃঢ়পদে—অগ্রসর হইলাম। কিন্তু পায়ের কড়ি-পাতা ঘুমর দেওয়া মলের শব্দে মন চমকিল, থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এসব খুলিয়া, কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া, তাই দিয়া বাঁধিয়া আগে জলে নিক্ষেপ করিব, তারপর——। আজ বিকালে বড় ভাবন করিয়া আল্‌বার্ট-ফ্যাসান কাটিয়া চুল বাঁধিয়াছি, সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়াছি, গোলাপী সিল্কের সেমিজের উপর কাল পাছাপেড়ে ফিন্‌ফিনে ঢাকাই কোঁচাইয়া পরিয়াছি, দশ মিনিট ধরিয়া টার্কিশ্ তোয়ালে দিয়া মুখ ঘসিয়াছি;—আসিবার সময় মেজ-দিদির ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে গিয়া একবার আপাদমস্তক আপনার রূপ দেখিয়া আপনি মজিয়া আসিয়াছি; আপনার গায়ে আপনি হাত বুলাইয়া, মনে মনে কত কি—কত কি ভাবিয়া, গা দোলাইতে দোলাইতে, বাগানে আসিয়া বসিয়াছি। এর প্রায়শ্চিত্ত হুতাশন, এমন গ্রীষ্মের দিনে, অমন শীতল কাল জলের মধ্যে, আরাম করিয়া মরিলে আর কি হইল? কিন্তু উপস্থিত সুযোগের লোভ অসম্বরণীয়, কপালের কাঁচ-পোকার টিপটী খুঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া, হাতের সোণার চুড়ী খুলিব বলিয়া টানিয়াছি—

—পেছন হইতে মেজদিদির গলার শব্দ হইল "সরলা"! দেখিতে দেখিতে তিনি একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলেন। বড় রাগ হইল, সঙ্গে সঙ্গে—কি জানি

কেন—মনের দৃঢ়তাও যেন একটু কমিল, যেন কেমন হইয়া গেলাম, মেজদিদি বলিলেন "অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে, এখনো জলের ধারে দাঁড়িয়ে কি ক'রছিস্—চল্ বাড়ী চল্"। কেমন বোকার মত বলিলাম "চল যাচ্ছি।" চলিলাম বাড়ী আসিলাম, কিছুই হইল না, কি করিলাম? —কি হইল?—কিছুই যে হইল না। এখন তবে উপায়?

ঘরে আসিয়া মেঝেয় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলাম, এক প্রকার স্থির করিলাম, গহনা কাপড় কিছুই খুলিলাম না, সবই যেমন তেমনি রহিল।

হিমীকে আস্তে আস্তে ডাকিলাম, ঘরের দরজা বন্ধ করিলাম। মেজদিদি গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, দাদাবাবু বাহিরে ছিলেন। হিমীর হাত ধরিলাম, কাঁদিয়া বলিলাম "হিমী! আমার মা নাই, তুই আমার মা, আজ আমার একটী উপকার করিতে হইবে,—আজীবন তোর কাছে ঋণী থাকিব, তোর পুণ্য হইবে।" আড়ম্বর দেখিয়া হিমী অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, তাকে আদ্যোপান্ত সব বুঝাইয়া বলিলাম। সে বুঝিল, আমার কথা তার ভাল লাগিল। সে গোয়ালার মেয়ে, নিজে বিধবা, কিন্তু "বিধবা-বিবাহ" পড়ে নাই, বা দাদাবাবুর লেক্‌চারের মর্ম্মও বুঝে নাই। তার চৌদ্দ পুরুষ যাহা বুঝিয়া আসিয়াছে, সেও তাহাই বুঝিয়াছিল। আমার "বিবাহের" কথা শুনিয়া অবধি তার আক্কেল লোপ পাইয়াছিল,—তাই সে আজ আমার অবস্থা বুঝিল, আমার কথা তার ভাল লাগিল ও শেষে বলিল "এখন কি করিতে বল?" আমি বলিলাম "আজ রাত্রিতে লুকাইয়া বারটার মেলে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, আমাকে শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া তুই ফিরিয়া আস্‌বি। তারপর আমি বুঝিব।"

সে বলিল "তারপর আমার দশা?" আমি বলিলাম "আমি তোর হাতে পত্র দিব,—তোর কোন ভয় নাই, কেহ কিছু বলিবেন না।" এ ছাড়া তাহাকে উপহার দিবার প্রস্তাবও করিলাম, তাহাতে সে জিব কাটিল। হিমী কিছুক্ষণ আপন মনে ভাবিয়া শেষে রাজি হইল। বাঁচিলাম, নির্ভাবনা হইলাম।

আহারান্তে আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম, হিমী আমার ঘরেই শুইত। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে দুজনে নিঃশব্দে বাড়ীর খিড়কির দরজা খুলিয়া বাগানে আসিয়া পড়িলাম। ইতোমধ্যেই গাত্রের সমস্ত খুলিয়া তোরঙ্গে রাখিয়া, আমার পুরাতন খান কাপড় এক খানি বাহির করিয়া পরিধান করিয়াছি, বিছানার মোটা চাদর গায়ে দিয়া লইয়াছি, চুল খুলিয়া পূর্ব্বের মত করিয়াছি, পায়ের আলতা সাবান দিয়া উত্তম করিয়া ধুইয়া ফেলিয়াছি। অবশিষ্ট কএক খানি খান কাপড় এবং দশটী মাত্র টাকা বাহির করিয়া সঙ্গে লইয়াছি।

অতি কষ্টে বাগানের ফটক খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, তখন একটু

একটু জোৎস্না উঠিয়াছে। তিনী ঝাঁকু মেয়ে মানুষ, অনেক বার কত লোকের তত্ত্ব লইয়া কত জায়গায় রেলপথে যাওয়া আসা করিয়াছে, তথাপি সেই গভীর রাত্রিতে তার সঙ্গে যাইতে ভয় করিতে লাগিল, অনাথের নাথকে স্মরণ করিয়া চলিলাম। বাড়ী হইতে ষ্টেসন এক মাইল মাত্র।

যথাসময়ে, নিরাপদে, পরদিন প্রাতে আসিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবার ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্বশুরালয়ে রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

সেখ-ফরিদ্।

সেখ-ফরিদ একজন বিখ্যাত মুসলমান পীর। তিনি সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং লাহোরের অনতিদূরে বাস করিতেন। তাঁহার পন্থাবলম্বী ফকিরদিগকে সেখ-ফরিদী ফকির কহে। তিনি নানকের সমসাময়িক ছিলেন। গুরু নানকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল তাহার অনেক অংশ নানক-পন্থী-ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ-সাহেবের মধ্যে এবং গুরু নানকের জীবনচরিত জন্মসাক্ষী পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে।

সেখ-ফরিদের মাতা অতিশয় ধর্ম্মানুরাগিণী নারী ছিলেন। মাতার গুণে যে অনেক পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়, তাহার এই এক দৃষ্টান্ত। সেখ ফরিদের মাতা পুত্রকে বলিলেন, "বৎস! ফরিদ, সংসার করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি সন্ন্যাসী হইয়া ভগবদ্-ভজন কর, ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলে তুমি নিত্য সুখের অধিকারী হইবে। অনিত্য সুখের অভিলাষী তুমি হইও না। নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া তুমি সাধন ভজনে রত হও, কাহারও নিকট প্রার্থী হইও না।" সেখ-ফরিদ মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংসার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। সেখানে বন্য ফল, বৃক্ষের পত্র, মূল প্রভৃতি ভোজন করিয়া ভগবৎ-চিন্তায় রত থাকিতেন। কয়েক বৎসর এইরূপ সাধন-ভজনের পর একবার মাতৃ-চরণ দর্শনের অভিলাষে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। মাতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, কি আহার করিয়া এতদিন কাটাইলে?" ফরিদ বলিলেন, "বৃক্ষের পত্র, ফল এই সকল লইয়া আহার করিতাম"। মাতা কিছু না বলিয়া পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মস্তকের কেশ ধরিয়া সজোরে

টানিলেন। ফরিদ তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া মাতাকে বলিলেন, "মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে, আপনি এরূপ করিলেন কেন?" মাতা বলিলেন "বৎস, তুমি বৃক্ষের পত্র, ফল ছিঁড়িয়া খাইয়াছ; তোমার কেশ উৎপাটিত হয় নাই, তাহাতেই তুমি কত কষ্ট পাইলে, মনে কর বৃক্ষদের কত কষ্ট হইয়াছে। তুমি এখনও নির্ভরের ভাব শিখিতে পার নাই। পুনরায় তুমি বনে গিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হও।"

ফরিদ পুনরায় বনে গমন করিলেন এবং ভাবিলেন "কাহারো নিকট প্রার্থনা করাও নিষেধ এবং বৃক্ষদিগকে কষ্ট দেওয়াও নিষেধ। সুতরাং এক খণ্ড কাষ্ঠের টুকরা লইয়া রুটীর আকার করিয়া লইলেন এবং আপনার উদরের উপর তাহা রাখিয়া বায়ু সেবন করিয়া সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বহুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পুনরায় তাঁহার মাতৃ-চরণ দর্শনের অভিলাষ হইল। তিনি পুনরায় মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কি আহার করিয়া এতদিন কাটাইলে?" তিনি বলিলেন, "একখণ্ড কাষ্ঠ উদরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, অপর কিছু আহার করি না।" মাতা বলিলেন, "ইহাকে যথার্থ নির্ভর বলে না; তোমার এখনও আত্মসমর্পণ-ভাব যায় নাই। একেবারে ভগবানের হস্তে নিজকে অর্পণ করিতে না পারিলে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। তুমি পুনরায় গিয়া সাধন ভজন কর।" ফরিদ পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন 'সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব না আসিলেত কিছুই হইবে না।' অনন্তর একখণ্ড শিকলের এক প্রান্তে আপনাকে বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্তে একখানি কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া আপনাকে একটী কূপ মধ্যে ঝুলাইলেন এবং অধোমুখে নত হইয়া ভগবানকে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে এক মেষ-পালক জল-পানের অভিলাষে কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। জল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কূপের নিকট গিয়া ফরিদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ ভাবে আপনাকে কূপ-মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছ কেন?" ফরিদ বলিলেন, "ভগবানকে লাভ করিবার জন্য।" মেষ-পালক জিজ্ঞাসা করিল, "এইরূপ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়?" ফরিদ উত্তর করিলেন, "হাঁ—পাওয়া যায়।" মেষ-পালক তাহা শুনিয়া মেষ সকলকে পরিত্যাগ-পূর্বক কিছু তৃণ সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা একখণ্ড দড়ি পাকাইলেন এবং সেই দড়িতে নিজেকে বাঁধিয়া সেই কূপ-মধ্যে ঝুলাইলেন এবং পাছে সাধুর উপরে থাকিলে তাঁহাকে অপমান করা হয়, এই ভাবিয়া ফরিদ অপেক্ষা আরও নিম্নভাগে ঝুলিয়া রহিলেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ ভাবে ঝুলিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাদের উভয়ের অবস্থা দেখিয়া

ভগবান ভাবিলেন, "ফরিদের ত লোহার শিকল রহিয়াছে, শীঘ্র ছিঁড়িবেনা, কিন্তু এই মেষ-পালকের দড়ি এখনই ছিঁড়িয়া যাইবে এবং আমার আশায় সাধন করিতে গিয়া এখনই পতিত হইয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করা হয় না, ইহাদিগকে কৃপা বিতরণ করি। ভগবান কৃপা করিলেন, ফরিদ ও মেষ-পালককে দর্শন দিলেন। মেষ-পালক দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইল, কিন্তু ফরিদের বিশ্বাস হইল না। ফরিদ বলিলেন, "আমি কিরূপে জানিব যে আপনি ভগবান।" ভগবান বলিলেন, "সন্দেহ হইয়া থাকে ত আমাকে পরীক্ষা কর।" ফরিদ বলিলেন, "এই যে পক্ষীটী কূপের প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছে, ইহা যদি এখনি মরিয়া যায় তবে জানিব আপনি ভগবান।" পাখীটী মরিয়া গেল। ফরিদ বলিলেন, "আবার যদি ইহাকে জীবিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি।" পক্ষীটী পুনরায় জীবিত হইল। ফরিদের তখন বিশ্বাস জন্মিল। ভগবান তখন ফরিদ ও মেষ-পালককে কৃপা করিলেন। কিন্তু ফরিদকে যে অবস্থা দিলেন, মেষপালককে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর অবস্থা প্রদান করিলেন এবং উভয়কে কূপ হইতে উত্তোলন করাইলেন। মেষপালক ভগবদ্-দর্শনে আত্মহারা হইয়া সমাধি-অবস্থায় অরণ্যে রহিলেন, কিন্তু সেখ ফরিদ ভগবদ্ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশ-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ফরিদ তপস্যা-বলে শক্তিমান হইয়া নানা-দেশ ভ্রমণ করিলেন। এক দিবস তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন ও পুনরায় তাহা কূপ-প্রান্তে নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনি সেই স্ত্রীলোকের নিকট জল প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ জল উত্তোলন ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফরিদ একবার বলিলেন, দুইবার বলিলেন, তিনবার বলিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবশেষে ফরিদ রুষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "জান, আমি তোমাকে এখনই শাপ দিয়া মারিয়া ফেলিতে পারি?" তখন স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "যাও যাও, একটী পাখী পাও নাই যে, ভগবানকে বলিয়া মারিয়া ফেলিবে।" ফরিদ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বিষয় কেমন করিয়া জানিলে? তুমি কে? কেনই বা এরূপ ভাবে জল উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ করিতেছ?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "আমার ভগ্নীর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, সে আমায় স্মরণ করায় আমি এখান হইতে জল দিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিলাম।" ফরিদ সবিস্ময়ে বলিলেন,

"এখান হইতে আপনি অপর দেশের অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন, এত শক্তি আপনার!! আমার পাখী মারিয়া ভগবানকে পরীক্ষা করার বিষয়ই বা আপনি কি শক্তিতে জানিলেন? এ শক্তি আপনি কি-প্রকারে লাভ করিলেন?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন, "কিরূপে যে আমি এই শক্তি পাইলাম, তাহা আমিও জানি না; সকলই ভগবানের কৃপা। তবে এইমাত্র আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আমার স্বামী রাত্রিতে শয়নকালে দুগ্ধ পান করিতেন এবং আমি প্রতিদিন দুগ্ধ-পাত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। এক দিবস আমি দুগ্ধ লইয়া গিয়া দেখিলাম আমার স্বামী নিদ্রিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। নীরবে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, নিদ্রা-ভঙ্গ হইলেই দুগ্ধ পান করাইব। আমি দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না, এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর রাত্রি-শেষে যখন পক্ষিগণ ভগবানের নাম গান করিতে লাগিল, তখন আমার স্বামীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; তিনি জাগিয়াই আমার দিকে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "রাম কহ, রাম কহ।" আমি যে সমস্ত রাত্রি স্বামীর চিন্তায় রত ছিলাম, তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁহারই সেবাভিলাষিণী হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই তপস্যা-গুণে শুদ্ধ চিত্ত লাভ করার পর, যখন আমার স্বামী বলিলেন, "রাম কহ, রাম কহ," অমনি আমি চারিদিক রামময় দেখিলাম, আমার অন্তরে বাহিরে তখন ভগবান পূর্ণরূপে বিরাজমান হইয়া আমাকে দর্শন দিলেন। সেই হইতে আমি এই শক্তি লাভ করিয়াছি।"

ফরিদ সেই সাধ্বী এবং ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তা রমণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন; তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেই স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "ফরিদ, তুমি অতি সাধু পুরুষ, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, তাঁহারই মহিমা প্রচার কর। তোমার কোন অপরাধ হয় নাই।"

এক সময়ে গুরু নানকের সহিত সেখ ফরিদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সেখ ফরিদ তখন আশা-দেশের এক জঙ্গলে তপস্যা করিতেন। গুরু নানক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখ ফরিদ গুরু-নানককে দেখিবা-মাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আল্লা, আল্লা, হে দরবেশ!" নানক বলিলেন—"আল্লাই আমার উদ্দেশ্য, হে ফরিদ, এস, আল্লাই আমার উদ্দেশ্য।" নানকের হাত ধরিয়া ফরিদ বসাইয়া বলিলেন—"সংসারের সুখ চাও, অথবা আল্লাকে চাও; দুই নৌকায় পা দিওনা, তাহা হইলে

তোমার মাল নিশ্চয়ই ডুবিয়া যাইতে পারে।"

নানক বলিলেন—"তুমি দুই নৌকাতে পা দাও, দুই নৌকাতে তোমার মাল বোঝাই কর। একটী নৌকা ডুবিলেও অপরটীতে পার হইতে পারিবে। এই নামরূপ মাল জল বা নৌকার অপেক্ষা করে না, ইহা জলে ডোবে না বা নষ্ট হয় না, এই মালই প্রকৃত সম্পদ, ইহা সেই পরমাত্মাতে অবস্থিত।"

ফরিদ বলিলেন—"এই সংসাররূপ পিশাচীর সহিত কে ভালবাসা স্থাপন করিবে? হে নানক, ইহার দৃষ্টি-মাত্রেই উর্ব্বরা ক্ষেত্র মরু-সদৃশ হয়।"

নানক বলিলেন—"সংসারের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতঃই আসে। যদি ক্ষেত্রোস্বামী মনযোগী থাকেন, তাহা হইলে ক্ষেত্র নষ্ট হয় না।"

ফরিদ বলিলেন—"শরীরের বল গিয়াছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আমার প্রিয়তম আমার বৈদ্য হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন।"

নানক বলিলেন—"আপনার শরীরের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুকে লক্ষ্য কর। কথায় বলা অজ্ঞানতা, হৃদয়ে অনুভব কর। সেই বন্ধু দূরে নহেন, আপনারই মধ্যে রহিয়াছেন।"

ফরিদ এবং নানক এক রাত্রি সেই বনে এক সঙ্গে বাস করিলেন।

ফরিদ বলিলেন—"রাত্রিতে যে সকল সাধক, জাগরিত থাকিয়া তাঁহার নাম করেন, তাঁহারা প্রকৃত কৃপা প্রাপ্ত হয়েন। প্রথম রাত্রিতে পুণ্য, শেষ রাত্রিতে ফল ভোগ হয়।"

নানক বলিলেন—"প্রভু নিজেই কৃপা করেন, তাঁহাকে শুধু সাধন করিয়া কেহ পাইতে পারেনা। কত ব্যক্তি জাগিয়া থাকিয়াও তাঁহাকে পায় না; আবার কেহ কেহ ঘুমাইয়া থাকিলেও তিনি তাহাকে জাগাইয়া দর্শন দিয়া যান।"

পরদিন প্রাতে এক ব্যক্তি ফরিদ ও নানককে সেখানে দেখিয়া তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তাহার মধ্যে চারি খানি মোহর দিয়া লইয়া আসিল। ফরিদ দুগ্ধের কতক অংশ ঢালিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ নানকের জন্য রাখিলেন। নানক বলিলেন, "ফরিদ, দুগ্ধের মধ্যে হাত দিয়া দেখ কি আছে।" ফরিদ দেখিলেন তাহার মধ্যে মোহর রহিয়াছে; দেখিবা-মাত্র সমস্ত ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর উভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের জন্য দুগ্ধ ও মোহর যে পাত্রে আনিয়াছিল, সেই পাত্রটী উঠাইতে গিয়া দেখিল পাত্র সোণা হইয়া গিয়াছে এবং তাহা মোহরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! সে তাহা লইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে এই আক্ষেপ করিতে লাগিল, যদি আমি ধর্ম্ম দিতাম তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রতিদান পাইতাম; আমি হতভাগা তাই এই ফকীরদিগের জন্য স্বর্ণ আনিয়াছিলাম।"

ফরিদ ও নানক অতঃপর আশা দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সে দেশের লোক সকলেই সত্যবাদী। এই সত্যের প্রতাপে তাহারা দিবসে ক্ষেতে বীজ বপন করিত এবং রাত্রিতে শস্য সংগ্রহ করিত। তাহাদের রাজা এক সময়ে কোন মিথ্যা কথা বলায় তাহার মৃতদেহের সমস্ত অংশ দগ্ধ হইয়া কেবল মস্তক দগ্ধ হইতে ছিল না। অবশেষে জানা গেল মিথ্যা কথা বলার জন্য এইরূপ হইয়াছে, যখন ঐ মস্তকে কোন সাধুর পদস্পর্শ হইবে তখন তাহা দগ্ধ হইবে। নগরবাসী সকলে সেই জন্য সাধুর অপেক্ষা করিতেছিল। সাধু উপস্থিত হইলে জানিতে পারা যাইবে এজন্য নগরের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া কেবল মাত্র একটী দ্বার খুলিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন সময়ে ফরিদ ও নানক তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া নগরবাসিগণ শবের মস্তকে পদ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নানক ফরিদকে বলিলেন "ফরিদ তুমি তোমার পদ দ্বারা শবের মস্তক স্পর্শ কর। ফরিদ বলিলেন, আমার কি গুণ আছে যে আমি এই কার্য্য করিব? আপনিই ইহাকে উদ্ধার করুন।" গুরু নানক শবের মস্তকে পদ রক্ষা করিলেন, তাঁহার পদস্পর্শ মাত্র শবের মস্তক ভস্মীভূত হইয়া গেল।

সেই নগরবাসিগণ তখন নানক ও ফরিদের পদে পতিত হইলেন ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার করিলেন। নগরবাসিগণ রুটী আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে বলিলেন। ফরিদ বলিলেন, আমি আহার করিয়াছি। তাহাতে এক জন নগরবাসী বলিলেন "তুমি কি সেখ ফরিদের দেশের লোক, সে যখন ফরিদ মিথ্যা ভান করিয়া পেটে কাঠের রুটী বাঁধিয়া রাখিত?" ফরিদ শুনিয়া অবাক হইলেন, বুঝিলেন সত্যের আদরে সেই নগরবাসীগণ কত উন্নত ও কি প্রকার শক্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি আপনাকে নিজ সাধন গুণে শক্তিশালী মনে করিতেন; কিন্তু যখন দেখিলেন আশা নগরের প্রত্যেক ব্যক্তিই শক্তিশালী ও সত্যনিষ্ঠ, তখন তিনি বুঝিলেন যে ভগবানের কৃপাতেই মানুষ সব লাভ করিতে পারে, অহঙ্কার করিবার কিছু নাই।

নানক বলিলেন, ফরিদ তুমিই প্রকৃত সাধু। তোমার মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি গুরুকরণ কর পীরের আশ্রয় গ্রহণ কর।" ফরিদ বলিলেন, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এই বলিয়া পুনরায় বনে প্রবেশ করিলেন।

সেখ ফরিদ সিদ্ধ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মুসলমানদিগের মধ্যে বিখ্যাত।

সেখ ফরিদী পন্থার অনেক ফকীর মুসলমানদিগের মধ্যে আছেন।

গ্রন্থ সাহেব হইতে ফরিদের দুইটী শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কবল সুঅক্ষর কবল গুণ, কবল সুমণিয়া মন্ত্র।
কবল সুবেশো হৌ করি চিতু বশিয়া বৈং-কতু॥

সেই সুঅক্ষর কি, সেই গুণ কি সেই রত্ন মন্ত্র কি, সেই বেশই বা কি, যাহা দ্বারা বিভূষিত হইলে সেই প্রিয়তমকে পাওয়া যায়?

নিবণু সুঅক্ষর, খবণ গুণ, জিহবা মণিয়া মন্ত্র।
ইয়েহৈ ভৈণে বে শুকরি তা বশিআ নীকন্ত॥

বিনয়ই সেই সুঅক্ষর, ধৈর্য্যই সেই গুণ, জিহ্বাই সেই রত্ন যাহা দ্বারা মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

হে ভগিনী, এই তিন দ্বারা তুমি সুশোভিত হইলেই সেই প্রিয়তম তোমার বশে আসিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী। তাঁহার লিখিত ডায়েরী হইতে।

১। ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়—এই জন্য লোকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে চায় না। অনেক লোকে ধর্ম্মের পথে চলিতে চলিতে এক একটী ত্যাগের স্থানে স্থগিত হইয়া দাঁড়ান ও ফিরিবার পথ দেখেন।

২। সংসারে কি মানুষের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না—মানুষ ধনের আশায়, মানের আশায়, সুখের আশায় কত ত্যাগ স্বীকার করে। সেইগুলি রক্ষা করিতে কত কষ্ট পায়। অবশেষে সেগুলি রক্ষা হয়। কতক আপনার নির্ব্বোধতাতে কতক দস্যু তস্কর ও হিংস্র লোকের অত্যাচারে যায়, অবশিষ্ট যা থাকে, তাহা মৃত্যুকে দিয়া যাইতে হয়। পৃথিবীর হাটের বিনিময় এইরূপ।

৩। ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকারে অক্ষয় ধন লাভ হয়, যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা নশ্বর। ঈশ্বরের কাছে বিনিময় কেবল লাভের।

৪। ধর্ম্মের জন্য লোকে ভ্রান্ত হইয়া অনেক বৃথা কষ্ট করেন, অনর্থক ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্ন্যাসী বৈরাগীরা ইহার দৃষ্টান্ত, ইহা ধর্ম্মের আদেশ নহে।

৫। ধর্ম্মের জন্য সর্ব্ব প্রধান ত্যাগ স্বার্থ ত্যাগ। আমার যাহা কিছু—আমার জন্য নয়,—কিন্তু মালিকের জন্য। তাঁর দেওয়া ধন অন্তরে তাঁকে দিব, আপনার নির্ব্বোধতায়, তস্কর, দস্যু, মৃত্যুর

অত্যাচারে যাহা হারাইতে হয়, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁকে দেওয়া প্রশস্ত।

৬। এই দেওয়া প্রেম হইতে হইলেই স্বাভাবিক ও সহজ হয়। প্রেমের আশ্চর্য্য-শক্তি সংসারে দেখিতে পাই। মাতা পুত্রের, স্ত্রী স্বামীর, বন্ধু বন্ধুর জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেন আর তাহাতে আনন্দিত হন ও আপনাকে ধন্য মনে করেন।

৭। অন্তরে ঈশ্বর প্রেম হইলে তাঁহার জন্য অদেয় কি থাকে? একেত তাঁর দেওয়া ধন, তাতে তাঁর কার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণে কি দুঃখ?

৮। প্রেমিক ব্যক্তি তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁর জন্য সবই অকাতরে দেন, দিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রেমেতে সোককে ত্যাগী করায়, সেই ত্যাগেই ভোগ। ভোগীর ভোগ স্বার্থপূর্ণ তাহা কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট—ঈশ্বরে প্রেমিকের ত্যাগই ভোগ; বিশ্বপ্রাণে যাঁর আত্ম ক্ষুদ্র প্রাণ সমর্পিত—বিশ্বপ্রেমে যাঁর আত্মপ্রেম বিসর্জ্জিত তিনি সেই আনন্দময়ের সহিত কামনার বিষয় সকল উপভোগ করেন।

বারাণসী-তত্ত্ব।

সেবের মোরব্বা এক টাকায় এক সের পাওয়া যায়। উহা প্রস্তুত করিতে হইলে ৬টা সেব এবং অর্দ্ধ সের উত্তম খাঁড় (চিনির) আবশ্যক। ৬টা সেবের দাম ছয় আনা এবং অর্দ্ধসের চিনির দাম তিন আনা, লেবু দুই পয়সা, কেওড়া এক পয়সা ও জ্বালানি কাঠ এক আনা। সর্ব্ব শুদ্ধ এক সের মোরব্বার খরচ দশ আনা নয় পাই কিন্তু বিক্রয় কালে ইহা টাকায় এক সের দরে বিক্রয় হইবে।

আমলকির মোরব্বা সস্তা দরে পাওয়া যায়। ইহা আট আনায় এক সের। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে অর্দ্ধ সের চিনির আবশ্যক। ইহার দাম আড়াই আনা। তাজা আমলকি অর্দ্ধ সেরের দাম দুই পয়সা। কেওড়ার ভাগ আমলকিতে অধিক দিতে হয় কারণ আমলকি কষায় সুতরাং এক পয়সা স্থানে দুই পয়সা খরচ করিলেই যথেষ্ট। জায়ানি কাঠ এক আনা। একুনে সাড়ে চারি আনা খরচ কিন্তু বিক্রয় হইবে আট আনায়।

আচার ছয় আনা ও আট আনার সের পাওয়া যায়। আমের আচার খাইতে সুস্বাদু। দেশী লোকে আমের আচার-কেই আদরের চক্ষুতে দেখে। ইহা প্রস্তুত করিবার উপাদান যথা:—

সিকা ৩ পোয়া	১	পয়সা।
আম (শুষ্ক) ২ ছটাক	১	"
চিনি ঐ	১	"
আদা ১ ছটাক	১	"

কলোঞ্জি (কেলে জিরে)	১	„
আদা	১	„
পুদিনা	১	„
লবণ	১½	„
অন্যান্য ক্ষুদ্র ফল	১	আনা

মোট ৩ আনা ১½ পংসা।

উপরোক্ত তালিকাটি ১ সের আচার প্রস্তুতের জন্য। কিন্তু ইহা বিক্রয় হইবে ছয় আনায়।

আচার ও মোরব্বার ক্রেতা খুবই কম। সেই জন্যই বোধ হয় কিছু চড়া দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। কারণ বিক্রয় না হইলে আচার বিক্রেতার ক্ষতি। অতএব ক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই তাহারা চড়া দরে বিক্রয় করে।

হিন্দু ও মুসলমান জাতি নির্বিশেষে সকলেই পান ব্যবহার করিয়া থাকে। পান ছয় প্রকারের যথা কর্পূর, মাকর, বাঙ্গালা, কোমা, দেশাওয়ারী এবং কল্‌কাতয়া। কর্পূরী পানের দুই ঢুলির দাম সাড়ে দশ আনা। পান তৈয়ার করিয়া দিলে তাহাকে "গিলোয়া" কহে। "গিলোয়ার" উপাদান খয়ের, চুন, সুপারী এবং এলাচ। একটা গিলোয়া তৈয়ার করিতে হইলে দেড়টা পানের আবশ্যক। তিন শত গিলোয়া তৈয়ার করিলে পান বিক্রেতার তিন আনা লাভ হইয়া থাকে। শ্বেত বর্ণের পানের আদর অধিক। সুতরাং খুব চড়া দামে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুপারী বিক্রেতা অবশ্য তাম্বোলী (বারুই জাতি) নহে। যে সে জাতিতে ওয়াক বিক্রয় করিয়া থাকে। সুপারী দুই প্রকারের যথা —(১) চিক্‌নি ডালি এবং (২) নিম চিকনি। পূর্ব্বোক্তটী অমরাবতী হইতে এবং দ্বিতীয়টী বোম্বাই হইতে আইসে। চিক্‌নি ডালির মণকরা দর ৩৪ টাকা হইতে ৪২ টাকা এবং নিম চিকনির ২৫ টাকা হইতে ২৮ টাকা পর্য্যন্ত। যাহারা চিকনি ডালী তৈয়ার করে তাহারা মারওয়াড়ীদিগের নিকট হইতে থোলে ক্রয় করে এবং সুপারী গুলিকে কাটিয়া ফুটকরা দরে বিক্রয় করে। সুপারীর দুইদিক হইতে কথঞ্চিৎ কাটিয়া ফেলা হয়। তৎপরে সুপারিটার দুই দিক গর্ত্ত করা হয়। পরে ধারগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। এই সুপারিকে "দোরুখি" বলে। কর্ত্তিত টুকরা গুলি "চুরা" নামে খ্যাত। মারওয়াড়ীগণ এক মণ ৪০ সের বিক্রয় করে। যদি দশ সের সুপারি ৩৪ টাকায় মণ দরে ক্রয় করা হয় তাহা হইলে ৮ টাকা ৪ আনায় ১২ নহরী সের পাওয়া যায়। এক সের চিক্‌নি ডালি এক দিনে এবং এক জনের পরিশ্রমে তৈয়ার হইতে পারে। সুতরাং তজ্জন্য ১ টাকা ১৪ আনা আরও যোগ করা উচিত। চিক্‌নি ডালীওয়ালার লাভ প্রত্যেক সেরে প্রায় ১০ আনা হইয়া থাকে। সুপারীর মধ্যে নিম চিকনি অধম বলিয়া গণ্য সুতরাং তাহার লাভ সের প্রতি সাড়ে পাঁচ আনা।

(ক্রমশঃ)

শিল্প শিক্ষা।

পাঠিকা ভগিনীগণ আজ আপনাদের জন্য একটী ক্ষুদ্র ফ্রকের কাট লইয়া আসিয়াছি। পূজা আসিতেছে প্রত্যেক ঘরে ঘরে এখন সন্তান, সন্ততি, আত্মীয় স্বজনের জন্য নূতন বসন ভূষণের ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। যাঁহার যেরূপ অবস্থা তিনি তদনুযায়ী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত এবং পরিজনগণও তাহাই পাইয়া সন্তুষ্ট। এই আনন্দের দিনে স্বহস্তে প্রস্তুত বসনে সন্তান ও প্রিয়জনকে সজ্জিত করিতে পারিলে এই আনন্দ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। এই পূজার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা শিশু দিগেরই অধিক, কারণ তাহারা আর কিছুই জানে না কেবল খাইতে ও নূতন বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে পারিলেই আনন্দে আটখানা শিশুদের এই আনন্দ দেখিয়া পিতা মাতা আত্মীয়গণও সকল দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হন।

আজ তাই শিশুদের উপযোগী জিনিষই ভগিনীদিগের জন্য আনিয়াছি। এই ফ্রকটীর বাঙ্গালা নাম কি তাহা আমি জানি না, কারণ ইহা এদেশের আমদানী নহে বিদেশ হইতে আমদানী। ইংরাজীতে ইহাকে "poplu frock" বলে। ইহার কাট খুবই সহজ সেলাইও বেশী নয়, এক কথায় ইহা খুব শীঘ্র তৈয়ার হইয়া যায়, দেখিতেও বেশ সুন্দর। এই ফ্রক একটু মোটা কাপড়ে তৈয়ার করিতে হয়। কারণ তলায় যে ঘের দেওয়া হয় সেই ঘেরটী কুঁচাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে পাটে পাটে দিতে হয়, সেই জন্য পাতলা কাপড়ে সুবিধা হয় না। আর একটা কারণ মোটা কাপড়ে করিলে কাপড় কম লাগে।

নিম্নে ইহার প্রস্তুত প্রণালী প্রদত্ত হইল।

কাট—প্রথমতঃ একখানি কাপড় পাট করিয়া লইয়া এই নমুনার কাটটী দেখুন। ইহাতে যেরূপ আছে সেইরূপে বুক পিট এক সঙ্গে কাটিয়া লউন (ইহার কাঁধের উপর সেলাই পড়িবে না, হাতও সতন্ত্র কাটিতে হইবে না)।

হাত, বুক ও পিঠ এক সঙ্গেই কাটা হইয়া যাইবে। তৎপরে নিম্নের ঘের একখণ্ড কাপড় কাটিয়া লইয়া শেষে গলার কলারটী কাগজের নমুনা দেখিয়া কাটিয়া লউন (এই নমুনাটী ফ্রকের অর্দ্ধেকের কাট। আধখানা বুক, পিঠ, গলা, কলার ও তলার ঘেরটী চার ভাগের এক ভাগ।)

সেলাই—

উপরের অংশের দুই ধার সেলাই করিয়া, (১ চিহ্নিত স্থান) ঘের সেলাই করুন, (২ চিহ্নিত স্থান) ঘেরের তলায় চওড়া করিয়া মুড়িয়া সেলাই দিয়া, হাতের মুখ সেলাই করুন, হাতের মুখে রুচি

অনুযায়ী পাড় ফিতা বা অন্য কিছু দিয়ে পারা যায়। তৎপরে (৩ চিহ্নিত স্থান) গলা ও কলারে ৪ ৫, ৬, চিহ্নিত স্থান সেলাই করুন। গলার সম্মুখ দিক (৩ চিহ্নিত) অন্য এক টুকরা কাপড় দিয়া খুব সরু করিয়া সেলাই করিয়া লউন। গলার কলারে ও হাতের ন্যায় পাড় কিম্বা অন্য কিছু বসাইয়া লইলেই একটী অতি সুন্দর ফ্রক তৈয়ার হইবে। কোমরে একটী ঐ কাপড়ের কোমর বন্ধ দিবেন। ইহার বোতাম সম্মুখ দিকে থাকিবে।

সংবাদ।

১। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় নবদ্বীপ গমন করিলে তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে "নীতিরঞ্জন" উপাধী প্রদান করেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় এই সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"সমবেত নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত মহাশয়গণ! আপনাদের সাদর অভিনন্দনে পরম প্রীতিলাভ করিলাম, প্রতিদানস্বরূপ আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। বহুদিন হইতে বঙ্গদেশের সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্রস্থল দর্শন করিবার বাসনা ছিল, আজ তাহা ফলবতী হইল। পণ্ডিতগণের এই পবিত্র ও রমণীয় আবাস ভূমিতে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিলাম। টোল কেবল সংস্কৃত অধ্যাপনার স্থল নহে স্বল্পভোগ ও উচ্চচিন্তা, সংযম, ধৈর্য্য, পবিত্রতা এবং অপরাপর সদ্গুণের শিক্ষামন্দির বলিয়া আদরণীয়। আজ সেই টোল পরিদর্শন করিয়া আমি ধন্য হইলাম। বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকায় আপনাদের যথোচিত সম্ভাষণ করিতে অক্ষম হইলাম ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।"

২। বরোদার মহারাণী মহোদয়া দিল্লীর মহিলা কলেজে ২৫ হাজার টাকা ও বরোদার তিনন বাই হাই স্কুলে ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আরও শুনা যাইতেছে যে হিন্দু মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন কল্পে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এতৎসঙ্গে দান করিয়াছেন।

৩। মহীশুর রাজ্যে এক দেশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কারখানার স্থায়ীকরণার্থ রাজ সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করা হইবে।

৪। ইংলণ্ড প্রবাসী ১৮০ জন ভারতীয় ছাত্র কেহ আহত সৈনিকদের হাসপাতালে, কেহবা হাসপাতাল জাহাজে ডাক্তার, ড্রেসার, অনুবাদক প্রভৃতি নানা কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের ৪ জন ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। ৩ জন ফ্রান্সে দোভাষীর কর্ম্ম করিতেছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল, রায়ের পুত্র মিঃ পরেশলাল রায় গোলন্দাজ সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি অনেক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এঞ্জিনিয়ারিং বি, এস সি ইউপাধীধারী মিঃ রামলিঙ্গম রয়াল ফিউজিলিয়ার্স সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ পদমজী বিড়লাসেক্সস সৈন্যদলে নামায়া পদাতিক সেনার কর্ম্ম করিতেছেন। অন্যান্য ভারতবাসীদের কেহ টেরিটোরিয়েল কেহবা লর্ড কিচেনারের নূতন সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছেন।

৫। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যাপতি ও "চণ্ডীদাস" ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছেন এইরূপ শুনা যাইতেছে। কতক গুলি বাউল সঙ্গীত ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

মুষ্টিযোগ।

মুখক্ষত রোগে—প্রত্যহ কেৎপাপড়ার রস অর্দ্ধ ছটাক মধুর সহিত খাইলে সকল প্রকার মুখরোগ আরোগ্য হয়।

২। গরল আরোগ্যের উপায়—কাঁচা হলুদ দুধে বেটে গায়ে মাখিলে গরল আরোগ্য হয়।

৩। মাকড়সার গরল—দালিমের শেকড় ও গোল মরিচ একত্রে শ্বেত চন্দনের সহিত বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে ঘা শুকাইয়া যায়।

কাঁচ কলার আটা দিনে ২।৩ বার লাগাইলে উপকার হয়।

৪। আফিমের নেশা কমাইবার উপায়—আতার পাতা বাটিয়া খাওয়াইলে আফিমের নেশা কমিয়া যায়। অতি শিশুকে দেশীয় কাগজের টুকরা ভিজাইয়া খাওয়াইলে নেশা কমিয়া যাইবে।

৫। গলার স্বর পরিষ্কার করিবার উপায়—প্রত্যহ ঘিয়ে গোলমরীচ ভাজিয়া গরম থাকিতে খাইলে গলার স্বর পরিষ্কার হয়, ইহাতে দেহ বলিষ্ঠ হয়।

৬। কুইনাইনের দোষ নিবারণের উপায়—চিরেতার জলে চিনি মিশাইয়া খাইলে কুইনাইনের দোষ নিবারণ হয়।

৭। সুগন্ধিত নারিকেল তৈল—

লবঙ্গ	২ ড্রাম।
এলকালিন রুট	২ ড্রাম।
গোলাপের পাতা	১ আউন্স।
অয়েল স্যানথালম্ ফ্লাভা	১ আউন্স।
কাষ্টর অয়েল	১ আউন্স।
অটোডি রোজ	১২ ফোঁটা।
নারিকেল তৈল	১ বোতল।

৮। মুখের জারি ঘা—শিশুদের মুখে ঘা হইলে ভেড়ার মুণ্ড দুই বা চারি ফোঁটা

২।৪ বার লাগাইলে মুখের, জিহ্বার ও ঠোঁটের ঘা আরাম হয়।

৯। ছুলির ঔষধ খুব পুরাতন মূলার বীচি এক ছটাক, ও দুই তিন দিনের দৈয়ের সহিত বাটিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবে, পরে উক্ত ঔষধ ছুলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিলে এক দিবসেই ছুলি আরোগ্য হয়।

১০। দাদের ঔষধ—গন্ধক, গেটে-কড়ি ভস্ম ও গর্জ্জন তৈল একত্রে মিশাইয়া দাদে মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার দাদ আরোগ্য হয়। ইহাতে জ্বালা করে না। (পরীক্ষিত)।

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

বামারচনা।

অন্তর তম।

তুমি র'য়েছ হৃদে কেন বা দূরে তে যাই,
বারেক নয়ন মুদে তোমারে দেখিতে চাই।
জীবন-মুকুরে মোর, কালিমা প্রচুর—তায়
নিভৃতে দরশ দিলে নয়ন জুড়াই হায়।

শ্রীমতী—হে—জ—দেবী।

চলে গেছ!

যে দিন বরিনু তোমা পুণ্য পরিণয়ে,
জন্ম জন্মান্তরে যেন কারুণ্য সঞ্চয়ে
ভরিল রমণী হিয়া, স্নেহের আবেশ,
জন্মাল মমতা প্রীতি অন্তরে অশেষ।
আপন নন্দনবৎ আনন্দে নয়ান
হেরিতে লাগিল তব ও বিধু বয়ান,
আত্মজেরি মত কল্যাণ কামনা
করিতে লাগিল হিয়া ভাবিল ভাবনা।
আজ তুমি চলে গেছ লোক লোকান্তরে,
পুত্র শোকাতুরা আমি অন্তরে অন্তরে!
ঝরিছে শোকের উৎস, চোখে স্নেহনীর,
মুছে ফেলি তাও ভাবি করুণা বিধির।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

ভ্রম সংশোধন—আষাঢ় মাসের পত্রিকায় ৮১ পৃষ্ঠায় ঝিল্লিকা আঁক স্থানে ঝিল্লিকা আঁক হইবে।

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯নং আকিলিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 626. October, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৬ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩২২। অক্টোবর, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমার।

(১)

সব মাটি! আমার এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সব পণ্ড! ভূতের বেগার খাটা আর কি! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! এর মানেটা কি? সরলা তো রাজি হইয়াছিল, আমি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাহার মুখেও বেশ প্রফুল্লতা প্রতিভাত হইয়াছিল, তবে বড় লজ্জায় যেন মরিয়া যাইত, আমার সম্মুখে এ কয় দিন আসে নাই, তা চাহিত না, তা লজ্জা হইবারই কথা, কিন্তু হঠাৎ এ পলায়নের অর্থ কি? সরলাদিদির কল টেপা নয় তো? তাহা হইলে আমাদের এ সব আয়োজন করিবার সাধ্য হইত না।

তবে? তবে সরলার মনে হঠাৎ কোন ভাবান্তর হওয়াই বা অসম্ভব কিসে? তা হউক এখন কি করি? জোর করিয়া আনিয়া তো বিবাহ দেওয়া চলে না,—শেষে একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে!

আচ্ছা ভাবান্তরই বা কেন হইল? যাই, শুনিলাম কিনা ফিরিয়া আসিয়াছে,

তার কাছে যদি কিছু কথা পাই, পাওয়াই সম্ভব, সরলা তো বিছানায় একখানা সামান্য কাগজে লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে "আমি শ্বশুরবাড়ী চলিলাম, পৌঁছিয়া সংবাদ দিব, চিন্তিত হইও না।"

মেজদিদির বাড়ী যাইলাম, মেজদিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখে বিশেষ দুঃখের বা ভগ্নোৎসাহের লক্ষণ দেখিলাম না। আমি যাইতেই তিনি ঘরের ভিতর হইতে একখানা পত্র আনিয়া আমার হাতে দিলেন, বুঝিতে বাকি রহিল না। একখানা সোফার উপর আড় হইয়া পড়িয়া পত্রখানি খুলিলাম, বলা বাহুল্য সরলার হাতের লেখা —মেজদিকে সম্বোধন করিয়া লেখা :—

পরম পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা মেজদিদি-ঠাকুরাণী—

শ্রীচরণ-কমলেষু—

মেজদিদি!

বোধ হয় সবই বুঝিতে পারিয়াছ, এবং তুমি বোধ হয় এজন্য আমার উপর খুব রাগও করবে না। তবে একলাটী হিমীকে সঙ্গে করিয়া এবং কাউকে না বলিয়া চলিয়া আসাতে একটু রাগ হইবার কথা, কিন্তু আমি নিরাপদে পৌঁছিয়াছি শুনিয়া তোমার সে রাগ আর থাকিবে না। কি করিব? এরূপ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলাম না।

বিকাল বেলা যখন সাজিয়া গুজিয়া (ধিক্ আমার পাপ জীবনে) পুকুরপাড়ে বসিয়াছিলাম, তখন বামুনদের হেমা, টুনী, আর মোয়েদের শৈল ও তাদের মেজ-বৌ এবং খুনী ঠান্‌দিদি লুকাইয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন, আমার সাজ-গোজ দেখিয়া, আমার ভাবন দেখিয়া, তাঁদের সাতপুরুষে যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই—তাই স্বচক্ষে দেখিয়া, হাসিয়া পলাইয়া গেল। আমার বোধ হইতেছে, পাড়ার এবং গ্রামের সকলেরই আমায় দেখিবার জন্য ঐরূপ উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, কেবল তোমার কড়া-কড়িতে পারিয়া উঠে নাই। তাই আজ বুঝি কি ছুতা নাতা করিয়া, কোন সুযোগে আসিয়া, তোমার চক্ষে ধুলা দিয়া, বিনা পয়সায় সং দেখিয়া, গেল। আশা করি আমার বর্ণনা এতক্ষণ বিলক্ষণ ডাল পালা সমেত গ্রামে রাষ্ট্র হইতেছে। যেখানে দুটি পাঁচটি মেয়ে-মানুষ জড়ো হইতেছে, সেই খানেই আমারই কথা হইতেছে—চিরকালই হইবে, যতদিন গ্রাম থাকিবে ততদিন হইবে, আরও কিছু চাও?

আমি জানি তোমার আন্তরিক মত ছিল না, কেবল দাদা ও দাদাবাবুর মনক্ষুণ্ণ করিবার ভয়েই তুমি সায় দিয়াছিলে, আর তিন জনে মিলিয়া আমার শুকনো খড়ে আগুন ধরাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলে, আমার ইহকাল পরকালের মাথা খাইতে বসিয়াছিলে, আমার অনন্ত যৌবনে ঘৃতের আহুতি দিয়া আমায় নরকাগ্নিতে পোড়াইতে বসিয়াছিলে। কোন্ হিঁদুর মেয়ের না একথা শুনিলে গা শিহরিবে? তোমার যুক্তি,